উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,১১৫.১৭ (-২১৭.৪১)
নিফটি : ২২,৪৬০.৩০ (-৯২.২০)

সংসদে এপিক বিতর্ক
সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরুতেই ভূতুড়ে ভোটার তালিকা এবং এপিক বিতর্কে কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করে ইন্ডিয়া জোট। » ১০

তৃণমূলে তাপসী
হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাপসীর সঙ্গে এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শ্যামল মাইতি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

গুলমার্গে ফ্যাশন শো, উত্তপ্ত কাশ্মীর » ১০

শিলিগুড়ি ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 291

কথায় কথায়

হিন্দির উগ্র আগ্রাসন রোধে যুদ্ধে দ্রাবিড়ভূমি

আশিস ঘোষ

'তামিলকে রক্ষা করতে আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।' এটাই ছিল ২৭ বছরের চিন্নাস্বামীর শেষ চিঠি। ১৯৬৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রাজ্যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তিরুচিরাপল্লির এই তরুণ।

সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে দক্ষিণী এই রাজ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। চিন্নাস্বামীর আত্মাহুতি তাতে ঘি ঢেলেছিল। পরপর আত্মাহুতির রীতিমতো হিড়িক পড়ে যায়। কম করেও আরও ছ'জন গায়ে আগুন দিয়ে মারা যান। বিষ খেয়েও প্রাণ দিয়েছিলেন আরও অনেকে। পুরোদস্তুর দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল মাদুরাইতে। সব মিলিয়ে সত্তরজনের মৃত্যুর পরে দিল্লি বাধ্য হয় নড়েচড়ে বসতে। তখন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তামিলনাড়ুর নাম তখন মাদ্রাজ। হিন্দির সঙ্গে সহায়ক ভাষা হিসেবে ইংরেজিও থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সেই তুমুল আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়েছিল। '৬৭ সালের ভোটে জিতে যায় ডিএমকে।

তারপর থেকে আর একবারও সে রাজ্যে জিততে পারেনি কংগ্রেস।

ষাট-সত্তর বছর পর আবার সেই তীব্র আন্দোলন ফিরে এসেছে। এবার গোলমালের মূলে নয়া শিক্ষানীতিতে ত্রিভাষা সূত্র। তাতে তিন ভাষার একটা ভাষা হিসেবে রয়েছে হিন্দি। তাতেই আবার মাথাচাড়া দিয়েছে সেই ব্যাপক আন্দোলনের স্মৃতি। দ্রাবিড় নেতারা ছাড়াও খ্যাতিমান তামিলরাও শামিল। ক্ষমতাসীন ডিএমকে বলছে দ্বিতীয় ভাষাযুদ্ধের কথা। কোনওমতেই দিল্লির সামনে মাথানত করবে না তারা। তামিল স্বাভিমানকে অবহেলা করে কেন্দ্রের খবরদারি মানা হবে না কখনোই। সর্বশিক্ষা অভিযানে তামিলনাড়ুকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে কেন্দ্র। চূড়ান্ত ক্ষোভ তা নিয়েও। যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন তামিল মুখ্যমন্ত্রী থেকে কমল হাসান। কমল হাসান বলেছেন, বরং ভারতেরই নাম বদলে করা হোক হিন্দিয়া। দল ছেড়েছেন সেখানকার বিজেপি নেত্রী। এরপর আটের পাতায়

শংকরকে মার্শাল ডেকে বহিষ্কার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলরা সাসপেন্ড হয়েছিলেন আগেই। এবার কোপ পড়ল উত্তরবঙ্গের তিন বিজেপি বিধায়কের ওপর। মার্শাল দিয়ে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হল বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। অধ্যক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জেরে শংকরের পাশাপাশি একই পরিণতি হয় কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের। একইদিনে সাসপেন্ড করা হয় ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনকে।

মার্শাল ডেকে কোনও বিধায়ককে বের করে দেওয়া সাম্প্রতিককালে ঘটেনি। সোমবার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ওই ঘটনাগুলি হয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। দীপকের শাস্তির কারণ তাঁকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়া। খড়্গপুর টাউনের বিজেপি

শাস্তি উত্তরের ৩ পদ্ম বিধায়ককে

বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাজেটের ওপর আলোচনাকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলি ঘটে।

'আপনি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না' বলে অধ্যক্ষ সতর্ক করেন হিরণকে। পালটা খড়্গপুর টাউনের বিধায়ক অধ্যক্ষের উদ্দেশে বলেন,

সাসপেন্ডের প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের।

'আপনি আমাকে ডিকটেট করতে পারেন না।' এরপর হিরণ ভাষণ চালিয়ে যেতে গেলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে ওই বিধায়ককে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শংকর।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ককে অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যসচেতক হয়ে আপনি এ ধরনের আচরণ করতে পারেন না।' শংকর সেই কথায় কান না দিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকলে শংকর ও মনোজকে বের করে দিতে বিধানসভার মার্শালকে নির্দেশ দেন বিমান। মার্শাল শংকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের এই নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে দিতে ওয়াক-আউট করেন।

পরে শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেন, 'চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। বিধানসভা বিরোধী দলের কথা বলার জায়গা। কিন্তু এখানে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেওয়া হয় না।' এরপর আটের পাতায়

৮০ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা

অন্য জামতাড়া

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মার্চ : সময় যতই গড়াচ্ছে চটহাটে জামতাড়ার ধাঁচে গড়ে ওঠা চটহাটের অপরাধচক্রের কাণ্ডকীর্তি ততই প্রকট হচ্ছে। চক্রের কিংপিন মহম্মদ সইদুল ও তার শাগরেদকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তার চক্র যেভাবে দেশজুড়ে নানা অপরাধ সংঘটিত করেছে তা দেখে তদন্তকারীরা তাজ্জব। এই চক্রের চালানো অনলাইন অ্যাপ থেকে বছরখানেক আগে তিন হাজার টাকা ঋণ নিতে গিয়ে কলকাতার এক মহিলা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইতিমধ্যেই প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। গোটা দেশ থেকে নানা ঘটনার সূত্রে এই চক্রের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে ইতিমধ্যে প্রায় ৩৪০টি অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, চক্রটি নানা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৮০ কোটিরও বেশি টাকার প্রতারণা করেছে।

সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ একথা জানান। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত দুই-তিন হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রায় ৮০ কোটি টাকার লেনদেনের বিষয়টি সামনে এসেছে। সইদুলের নিকটাত্মীয়দের নয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়েই প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। আমাদের মনে হয় ঠিকমতো তদন্ত হলে মোট পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।' ঘটনার তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন এবং তিনজন সাব-ইনস্পেক্টরকে নিয়ে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, সইদুল অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে এই চক্র চালাচ্ছিল। দিল্লি, মুম্বই ও গুজরাটের সঙ্গে এই চক্রের যোগ ছিল। এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকেও ব্যবহার হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। এই রাজ্যের ১০ জনের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের কয়েকজন বাসিন্দা সইদুলের চক্রের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতার ওই মহিলা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের আপত্তিকর ছবি তার পরিচিতদের পাঠানো হবে

তদন্তে সিট

- সইদুলের নিকটাত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লেনদেন
- এই চক্রের যোগ দিল্লি, মুম্বই ও গুজরাটের সঙ্গে
- ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে ব্যবহার হয়েছে, জানান এসপি
- সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখতে সিট গঠন করেছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ

বলে ভয় দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হত। এভাবে তাঁর কাছ থেকে মোট ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। সইদুল গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই চটহাট থেকে ছয়টি মামলা হয়েছিল। এখন নতুন আরও বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। সইদুলদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হওয়া ৪০৬টি এটিএম কার্ড, ২৩৫টি চেকবই, ১৩৮টি পাসবই, কিউআর কোড এবং প্যান নম্বর পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সইদুল চটহাটে তার অনলাইন দোকানের আড়ালে প্রতারণাচক্র চালানোর পাশাপাশি বাইরের এরপর আটের পাতায়

ঘরে মায়ের দেহ, পরীক্ষা দিল ছেলে

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১০ মার্চ : ঘরে পড়ে আছে মায়ের প্রাণহীন দেহ। কিন্তু তাতে থমকে যায়নি জীবন। তাই, হাজার কষ্ট বুকে চেপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গেল ছেলে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুর লাগোয়া রূপপুর গ্রামে।

এদিন সকাল থেকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রূপঙ্কর ভাদুড়ি। সোমবার ছিল তার দর্শনের পরীক্ষা। সে গ্রামেরই বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়। পেশায় প্রান্তিক কৃষক বাবা বিপদতারণ ভাদুড়ি চাষের

মায়ের মৃত্যুর পর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে রূপঙ্কর ভাদুড়ি (মাঝে)।

কাজে বেরিয়েছিলেন। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে বলে তড়িঘড়ি রান্না করছিলেন বছর পয়তাল্লিশের মা অঞ্জু ভাদুড়ি।

প্রতিবেশী সূত্রে খবর, রোজকার মতো এদিনও সকালে ঘরের কাজ সেরেছেন অঞ্জু। তারপর যান রান্না করতে। কিছুটা রান্নার পর আচমকা বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন তিনি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে গড়িয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় জল ঢালা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। এমন ঘটনার জন্য আদৌ তৈরি ছিল না রূপঙ্কর। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে তার জীবনের এত বড় পরীক্ষাকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিই বা বলার থাকতে পারে। এমনটাই জানান প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসেন বিপদতারণ। এরপর আটের পাতায়

সুপারস্পেশালিটি যেন মাকাল ফল

ইসলামপুরে শুধুই ঝা চকচকে বিল্ডিং

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ মার্চ : রোগীর পরিজনরা তো বটেই, আড়ালে আবডালে ডাক্তাররাও বলে থাকেন, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নামে 'আই ওয়াশ'। চিকিৎসকের অভাবে সার্জারি, নেফ্রোলজির মতো একাধিক বিভাগ খোলাই হয়নি। আবার কার্ডিওলজি, নিউরোলজির মতো বিভাগ কিছুদিন জোড়াতালি দিয়ে খোলা হলেও চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে রীতিমতো ট্রোল করেন রোগীর পরিজনরা। হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের অবশ্য দাবি, 'ধাপে ধাপে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কার্ডিওলজি, নিউরোলজি সহ সমস্ত বিভাগ খুলবে। যেমন মহকুমা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ও ডায়ালিসিস ইউনিট খুলেছে। ফলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

এক আত্মীয়ার খোঁজ নিতে রবিবার হাসপাতালে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা সুবীর বিশ্বাস। হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'নামেই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। এই হাসপাতালে স্পেশাল কী আছে তা গত এক দশকে

ঘাটতির কথা

কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ খোলাই হয়নি

মহকুমা হাসপাতাল থেকে গাইনি ও সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট ছাড়া আর কোনও বিভাগ আসেনি

এনবিএমসি থেকে চিকিৎসক এনে কয়েকদিন নিউরোলজি ও কার্ডিওলজির আউটডোর চললেও বর্তমানে তা বন্ধ

হাসপাতালে পরিষেবার মান বাড়াতে স্থানীয় স্তরেও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ

বুঝে উঠতে পারলাম না। পরিষেবাই নেই, তার আবার বিশেষত্ব।' ব্যঙ্গের হাসি ছুড়ে দিয়ে সুবীর বাইক স্টার্ট করে বেরিয়ে যান।

বুকে ব্যথা নিয়ে সম্প্রতি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শহরের ক্ষুদিরামপল্লির তরুণ সুমন আঢ্য। কার্ডিওলজি বিভাগ না থাকায় তড়িঘড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও পরিস্থিতি সুবিধাজনক না বুঝে সুমনকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ঋণ করে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে সুমন বাড়ি ফেরেন। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হননি। শেষে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে বেঙ্গালুরু পাড়ি দেন সুমন। সুমনের প্রতিক্রিয়া, 'ইসলামপুরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল আছে। ব্যবস্থা থাকলে এখানেই আমার চিকিৎসা হয়ে যেত। কিন্তু ব্যবস্থা নেই বলেই বাঁচার তাগিদে ঋণ করে অন্য রাজ্যে ছুটেছি।'

শহরের দুর্গানগর এলাকার বাসিন্দা নিমাই বিশ্বাস কিডনি এবং লিভারের রোগে ভুগছেন। নিমাই বলেছেন, '১০ টাকা টোটোভাড়া দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছানো যায়। অথচ আমরা ১০ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে হায়দরাবাদ ঘুরে এসেছি। একটু সুস্থ হয়েছি। আসলে এসব রোগের এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হস্তীশাবক
» চারের পাতায়

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৩ মিস্ত্রির
» পাঁচের পাতায়

যাত্রীবাহী বাসে আগুন
» আটের পাতায়

আবশ্যক অকুপেন্সি সার্টিফিকেট
» নয়ের পাতায়

জয়ের আনন্দে বিশৃঙ্খলা শহরজুড়ে

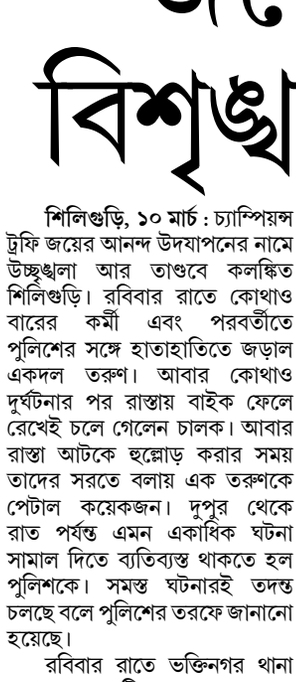

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের আনন্দ উদযাপনের নামে উচ্ছৃঙ্খলা আর তাণ্ডবে কলঙ্কিত শিলিগুড়ি। রবিবার রাতে কোথাও বারের কর্মী এবং পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়াল একদল তরুণ। আবার কোথাও দুর্ঘটনার পর রাস্তায় বাইক ফেলে রেখেই চলে গেলেন চালক। আবার রাস্তা আটকে হুল্লোড় করার সময় তাদের সরতে বলায় এক তরুণকে পেটাল কয়েকজন। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এমন একাধিক ঘটনা সামাল দিতে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল পুলিশকে। সমস্ত ঘটনারই তদন্ত চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

রবিবার রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি বারের গোলমাল সামাল দিতে নাস্তানাবুদ হতে হয় পুলিশকে। ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত দেড়টা নাগাদ ওই বারের কর্মীদের সঙ্গে কয়েকজন তরুণের ঝামেলা শুরু হয়। অভিযোগ, মহিলা বারকর্মীর সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার থেকে শুরু হয় ঝামেলা। এরপর সেই ঝামেলা বাড়তে বাড়তে একসময় রাস্তায় চলে আসে। রাস্তায় মারপিট চলাকালীন খবর যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে উলটে পুলিশের ওপরই চড়াও হয় দু'পক্ষ। ধাক্কাধাক্কির জেরে চোট পান কয়েকজন পুলিশকর্মী। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল লখিন্দর সাহা, অবিনাশ বিশ্বকর্মা ও কৌশিক সরকার। ধৃতদের

রবিবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার উল্লাসে মেতেছিলেন শহরবাসী।

সামলাতে হিমসিম

- ভক্তিনগর থানা এলাকায় রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ এক বারের কর্মীদের সঙ্গে কয়েকজন তরুণের ঝামেলা
- ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্তনগরে মারধরের শিকার এক তরুণ
- রাস্তা আটকে হুল্লোড় করছিল ক'জন, সরতে বলায় তরুণকে বেধড়ক মারধর
- একটি বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় মিলেছে গুরুংবস্তি স্ট্যান্ডের কাছে

এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্তনগর দিয়ে আসার সময় মারধরের শিকার হতে হয় এক তরুণকে। ওই তরুণের অভিযোগ, রাস্তা দিয়ে পরিবার নিয়ে তিনি ভেনাস মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন কয়েকজন রাস্তা আটকে হুল্লোড় করছিল। তাদের সরতে বলায় তারা ওই তরুণকে বেধড়ক মারধর করে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ওই তরুণকে।

সোমবার দুপুরে গুরুংবস্তি স্ট্যান্ডের কাছে হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশের কাছে খবর আসে, একটি বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা গিয়ে দেখেন, বাইকের সামনের অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাইকের চালকের এখনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। এরপর আটের পাতায়

বোলাররাই জেতান, বলছেন তৃপ্ত গম্ভীর

দুবাই, ১০ মার্চ : সাফল্যের রাত। উৎসবের রাত। আরও এগিয়ে চলার রাত!

ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের অভাব নেই। কিন্তু এমন রাত কমই এসেছে, যখন দমবন্ধ করা অবস্থার পর এসেছে ফুরফুরে বাতাস।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হওয়া। টানা ব্যর্থতার জেরে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছিল, শুরু হয়েছিল জল্পনা। তেমনই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। তাঁর কেরিয়ারে ওঠাপড়ার নজির বিস্তর রয়েছে। কিন্তু অতীতে রোহিত কখনও এমন চাপে পড়েছিলেন কি?

জবাবে তর্ক চলবেই ক্রিকেট মহলে। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর রোহিত এখন চাপমুক্ত। আপাতত ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েও তিনি ভাবছেন না, সাফল্যের রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজেই জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শুধু তাই নয়, রোহিত জানিয়েছেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেট তিনি এখনও উপভোগ করছেন। আর দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পাওয়াটা ইয়ার্কির বিষয় নয়। হিটম্যানের কথায়, 'দেশের জার্সিতে খেলাটা গর্বের, কোনও ইয়ার্কির বিষয় নয় সেটা। ২০১৯ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরেও দারুণ পারফর্ম করেছিলাম আমি। ধারাবাহিকভাবে বড় রানও করেছিলাম। কিন্তু ফল কী হয়েছিল, সবারই জানা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে আমরা খেতাব জিতেছি। তাই এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বের বিচারে অনেক বেশি মনের কাছে থাকবে।' রোহিত ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন। জয়ের ভিত গড়েছেন দায়িত্ব নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে ভারত অধিনায়কের উপলব্ধি, তিনি একা নন। দল হিসেবে তাঁরা খেতাব জিতেছেন। আর সেই সাফল্যে সবার সমান অবদান। উদাহরণ হিসেবে লোকেশ রাহুলের কথা তুলে ধরে রোহিত বলেছেন, 'লোকেশ আমাদের সাফল্যে বড় ভূমিকা নিয়েছে। হয়তো সেঞ্চুরি করেনি ও। কিন্তু প্রতি ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৪০ রান করেছে। যা আমাদের সাফল্যের পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।'

অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ব্লেজার পরিয়ে অভ্যর্থনা রজার বিনির।

রোহিত যেখানে থেমেছেন, সেখান থেকেই রাতের দুবাই স্টেডিয়ামে মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। রোহিতরা যখন পুরস্কার মঞ্চে উৎসবের জোয়ারে ভেসেছেন। কোচ গম্ভীর সামান্য দূর থেকে সব দেখেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের উৎসবের শেষে ভারতীয় সময় প্রায় রাত সাড়ে বারোটার সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন গম্ভীর। প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা দিতে গিয়ে তাঁর ভাবনার ভিন্ন একটা দিক তুলে ধরেছেন গম্ভীর। জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন ব্যাটাররা নির্দিষ্টভাবে ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিযোগিতা জেতায়। এরপর আটের পাতায়

গোরু পাচারের আগে গ্রেপ্তার

হলদিবাড়ি, ১০ মার্চ : বাংলাদেশে পাচারের আগে সোমবার ভোরে দুটি গোরু সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন। ধৃতের নাম মহঃ রুবেল হক সরকার। বাড়ি হলদিবাড়ি ব্লকের মধ্য হুদুমডাঙ্গায়। সোমবার তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জওয়ানরা।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ বিরোধ, রাত ১০.০০ একাই একশো
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অন্নদাতা, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ মহান, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৩০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.৩০ ভাই আমার ভাই, ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৪০ চ্যাম্প
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ইস্টবেঙ্গলের ছেলে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ সিটিমার, দুপুর ২.২২ দ্য রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১০ দ্য রিয়েল টাইগার, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.৫৫ বেঙ্গল টাইগার
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৬ দরার, দুপুর ১.৫০ বজরঙ্গি-টু, বিকেল ৪.৫৩ বজ্রকায়া, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৩ অঘোরি
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৯ জানওয়ার, বিকেল ৫.০৮ বিশ্বিসার, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.১২ অরবিন্দ সমেথা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ গ্যাসলাইট, বিকেল ৩.০০ আ ওয়েডনেসডে! বিকেল ৪.৪৫ গুড লাক জেরি, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বাবুল, ১১.৪৫ চান্স পে ডান্স

চেজিং মনস্টার্স সন্ধে ৭.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

মহান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রিও বিকেল ৪.০০ মুভিজ নাউ

গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কুনকি দিয়ে প্রযুক্তির ট্রায়াল আপাতত বন্ধ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ : ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)-এর ট্রায়ালে দুর্ঘটনার পর আপাতত কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ রাখল রেল। যদিও আইডিএস প্রযুক্তির পরিকাঠামোগত অন্যান্য কাজ চালু রয়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ট্রেন এনে আইডিএস-এর ট্রায়ালের সময় কুনকি হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তারপরই ট্রায়াল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন রেলকর্তারা। তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, কন্ট্রোল রুম ছাড়াও কোথায় কোথায় সেই আইডিএস ব্যবহার করা হবে, তা চিহ্নিত করে পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আইডিএস-এর বিভিন্ন কাজকর্ম চলছে।'

সামনেই বর্ষাকাল। ফলে জঙ্গল রুটে ঝড়-বৃষ্টির মরশুমে কাজ করতে সমস্যা হতে পারে।

দুর্ঘটনার জের

তাই যত শীঘ্র সম্ভব আইডিএস-এর কাজ শেষ করতে চাইছে রেল। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সহ একাধিক ডিভিশনের কোথায় কোথায় আইডিএস ব্যবহার হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমনকি সেইসব হাতি করিডর রুটে কাজের জন্য অর্থও বরাদ্দ করেছে রেল। খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ শেষ হলে আবার ট্রায়াল হবে। সেই ট্রায়াল সফল হলেই নির্দিষ্ট কোম্পানি কাজের বরাত পাবে। তারপর রেলমন্ত্রক আর নির্দিষ্ট কোম্পানি যৌথভাবে আইডিএস ব্যবহার করবে।

সম্প্রতি দু'দিন ধরে কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল চলে। সেই ট্রায়াল সরেজমিনে দেখতে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। ট্রায়ালের সময় ট্রেনের হর্নের শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই হাতি কয়েক মিটার দূরে দাঁড়ানো রেলেরই অধীনে থাকা এক বেসরকারি সংস্থার কর্মীকে পা দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঘটনার পর কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

রেল সূত্র জানাচ্ছে, একাধিক ট্রায়াল হয়েছে। তার মধ্যে ওই একবারই কুনকি ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন কুনকি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ হলেও পরবর্তীতে ফের একইভাবে ট্রায়ালের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি কেউ।

হোলির আগে বৃষ্টির ভ্রূকুটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : পূর্ণিমা রং ঢালার আগেই জল ঢালছে প্রকৃতি। হঠাৎই বদল ঘটছে উত্তরের আবহাওয়ায়। আর তাতেই বসন্তের রং জলে ধুয়ে যাবে না তো, মাঠে মারা যাবে না তো বসন্ত উৎসবের যাবতীয় প্রস্তুতি, উঠছে প্রশ্ন। আবহাওয়ার মতিগতিতে এখনও পর্যন্ত পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, সমতল শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস মিলছে। অবশ্য পটপরিবর্তন ঘটাতে প্রকৃতির কত সময়ই বা লাগে। সে কারণেই নিশ্চিত হতে আরও দু'দিন অপেক্ষা করতে চাইছেন আবহবিদরা। কিন্তু বসন্ত উৎসবের মুখে হঠাৎ বৃষ্টির ভ্রূকুটি কেন? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি ঘটতে চলেছে এই অঞ্চলে। ঝঞ্ঝাটি শক্তিশালী হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলে পাহাড় এবং সংলগ্ন সমতল এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।'

শুষ্ক আবহাওয়া। সকাল-সন্ধ্যায় উদাসী হাওয়া। বসন্তের প্রকৃতি তো এমনই। কিন্তু সোম দুপুরে

যেভাবে চড়চড় করে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটল, তাতে যেন গ্রীষ্মের আঁচ। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিতেই লুকিয়ে রয়েছে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। অর্থাৎ মঙ্গলবার যদি গুমোট আবহাওয়া থাকে, তবে তার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পকে এই অঞ্চলে ঝঞ্ঝা টেনে আনার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠায়, আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও মিলছে বৃষ্টি-কথা। পূর্বাভাস অনুযায়ী, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় মঙ্গল থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে বুধ এবং বৃহস্পতিবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হতে পারে দুই পাহাড়েই। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। বৃষ্টি হলেই পাহাড়ে তাপমাত্রার পতন। ফলে হোলিকে কেন্দ্র করে এসময় যাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে আসছেন, তাঁরা জাঁকিয়ে ঠান্ডা অনুভব করতে পারেন।

সমতল অবশ্য বসন্তের রংয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। উৎসবে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। অপেক্ষা শুক্রবারের। অবশ্য তার আগেই অনেক এলাকায় আগাম হোলির রংয়ে ছটা ছড়িয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবে তো মন খারাপ হতেই পারে। তবে আগাম হোলি পণ্ড হলেও, শুক্রবার বসন্ত উৎসবের দিন সমতলে জোরালো বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে, বুধ এবং বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রপাত সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রপাতের সতর্কতা রয়েছে বুধবার। আলিপুরদুয়ারেও বুধ এবং বৃহস্পতিবার বজ্রপাত সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একাংশে বুধবার শুধু হালকা বৃষ্টি হতে পারে। চলতি সপ্তাহে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও গৌড়বঙ্গ থাকছে শুষ্ক।

> নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি ঘটতে চলেছে এই অঞ্চলে। ঝঞ্ঝাটি শক্তিশালী হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলে পাহাড় এবং সংলগ্ন সমতল এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> **গোপীনাথ রাহা**
> *আবহাওয়া অধিকর্তা*

কমলার পোকা দমনে প্রোটিনের ফাঁদ

চিনা ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে আলোচনা সেমিনারে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ মার্চ : পাহাড়ের কমলার গরিমা খর্বের পেছনে রয়েছে চিনা ফ্রুট ফ্লাই। ওই রোগপোকার আক্রমণেই গাছের পর গাছের কমলা পরিণত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে। সম্প্রতি ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার্স মেডিসিনাল প্ল্যান্টস বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। এর থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি মিলবে, সেবিষয়ে গত সপ্তাহে ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলার ওপর কালিম্পংয়ের ক্লুনি উইমেন্স কলেজে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আলোচনা হয়।

ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার মেডিসিনাল প্ল্যান্টস-এর নির্দেশক ডঃ স্যামুয়েল রাই বলেন, 'ওই সেমিনারে চিনা প্রজাতির ফ্রুট ফ্লাই দমনে কী করণীয়, তার ওপরও বিশদে আলোচনা হয়। পাহাড়ের কমলা চাষ রক্ষা ও সেইসঙ্গে প্রসারের জন্য সেমিনারে আলোচনার পর একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

চিনা প্রজাতির ফ্রুট ফ্লাইয়ের বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্যাক্ট্রোসেরা মিনাক্স। এর জন্ম মাটির ভেতরে। ডানা গজানোর পর ওপরে ওঠে আসে। পুরুষ ফ্রুট ফ্লাইয়ের সঙ্গে মিলনের পর স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই ডেরা বাঁধে কমলার ভেতরে। সেখানে ডিম পাড়ে। কমলা যত বড় হয় সেই ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চা কমলার তত ক্ষতি করে। একটা সময় ফল পরিণত হওয়ার আগেই ওই পোকার দাপটে তা মাটিতে ঝরে পড়ে।

তবে উপায় কী? ক্লুনি কলেজের সেমিনারে প্রোটিন ট্র্যাপ-এর কথা

উঠে এসেছে। বিষয়টি অনেকটা যে কায়দায় কল পেতে তাতে মুষিককুলের প্রিয় খাবারে মেশানো রাসায়নিক দিয়ে সেগুলিকে নিকেশ করা হয়, অনেকটা সেই ধাঁচের। তবে এক্ষেত্রে কল নয়। প্রয়োজন অন্য একধরনের ফাঁদ এর। যার পোশাকি নাম বেইট। আর খাবার হিসেবে রাখতে হবে প্রোটিনকে। ফ্রুট ফ্লাইয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে প্রোটিনের ওপর। তা সাবাড় করতে গিয়েই ফাঁদে আটকা পড়বে ওই পোকার দল।

সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টরেট জানাচ্ছে, এই ধরনের ফাঁদ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হচ্ছে চিনা কোম্পানিগুলি। কারণ সেদেশের কমলা বা অন্য ধরনের লেবু চাষে এই পোকার বাড়বাড়ন্ত সবচেয়ে বেশি। চিনা কোম্পানির সস্তার ওই ফাঁদ পাহাড়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা সহমত পোষণ করেছেন।

পাশাপাশি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির কমলা চারার উদ্ভাবনের ওপরও সেমিনারে জোর দেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের পক্ষ থেকে মংপুতে কেবলমাত্র কমলার ওপর একটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি তৈরি করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদূরভবিষ্যতে পাহাড়ের কমলা চাষে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশা।

ক্লুনি কলেজের সেমিনারে নেপাল ও ভুটানের বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি অনলাইনে যোগ দেন আমেরিকা ও ইরানের গবেষকরা। উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, জিটিএ'র চেয়ারম্যান অনীত থাপাও হাজির ছিলেন ওই আলোচনায়।

কাঞ্চনকন্যায় নতুন দুটি কোচ

জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ : শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়ারগামী আপ ও ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে দুটি নতুন এসি কোচ যুক্ত করা হল। ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কার সোমবার জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কে এক চিঠিতে এই সুখবর দিয়েছেন। ইস্টার্ন রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসার দীপ্তিময় দত্ত ফোনে জানিয়েছেন, আগামী ২০ মার্চ শিয়ালদহ থেকে এবং ২১ মার্চ নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস একটি করে নতুন টু-টিয়ার এবং থ্রি-টিয়ার এসি কোচ নিয়ে চলাচল শুরু করবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাংসদের প্রস্তাব মেনে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী একটি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হচ্ছে বলে রেল বোর্ডের তরফে ঘোষণা করা হয়। নতুন কোচ দুটি জলপাইগুড়ি রোডের প্রস্তাবিত নতুন ট্রেন থেকে কেটে দেওয়া হচ্ছে কি না তা জানা যায়নি।

ইন্ডিয়ন বৈঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখা : বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৫ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি :- ৭০০১৯৫৮৭০৪ *ইমেল :- B889@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) অনুবিধি অনুসরণ করুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানশিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৭.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ- ২২,৫২,০৭৯/- (টাকা- বাইশ লক্ষ বাহান্ন হাজার উনআশি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখার কাছে- ১) মেসার্স সিকিম জুয়েলার্স (মালিক :- লাবণি পাল) হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং- এইচ/৩১৮/৭/১৪২/১, আরামবাগ চিকেনের পিছনে, এইচ সি রোড, ওয়ার্ড নং ৬, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১-এ ব্যবসা চালান। ২) শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী- (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), যোগোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৬-এ বসবাসরত। ৩) শ্রী সজল পাল, শ্রী রামজয় পালের পুত্র (জামিনদাতা) রামকৃষ্ণ সাইকেল স্টোর, যোগোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৬ এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	দোকানটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ৯০ স্কোয়ারফিট পরিমাপের এলাকায় দ্বিতীয় তলে অবস্থিত। যেটি জমির পরিমাণ ১½ কাঠা, প্লট নং (আরএস)৮০৩৪০, খতিয়ান নং ২১৯১, মৌজা শিলিগুড়ি, জেএল নং ১১০ (নতুন ৮৮) তৌজি নং ৩(জেএ), শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড নং VI, হোল্ডিং নং ৩১৮/৭/১৪২/০১, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১-এ শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী-এর স্বত্বাধীকরণে অবস্থিত। সমস্ত সম্পত্তিটির সীমানা (দলিল অনুসারে) উত্তর : শ্রী এস দাস এর জমি, দক্ষিণ :- শ্রী এইচ দাস এর জমি, পূর্ব :- পিডব্লিউডি -এর রাস্তা, পশ্চিম :- শ্রী বি মিশির-এর জমি। দোকানটির সীমানা :- উত্তর :- ইউকো ব্যাংক-এর দেওয়াল, দক্ষিণ :- সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব :- আরামবাগ চিকেন সপ, পশ্চিম :- বিক্রেতাদের দ্বারা বিক্রীত জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৮,৫০,০০০/- (টাকাঃ- আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ- ৮৫,০০০/- (টাকা :- পঁচাশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ- ১০০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৭.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি৫০৪৫১৪৫৫১২৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০- এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ইমেল করুন- support.ebkray@psballiance.com -এ।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের সমস্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://www.ebkray.in -এ, এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :- PSB Alliance Pvt. Ltd, এতে। যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in এ সম্পত্তিটি খোঁজ পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড			
ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি :- সঞ্জীব ভগৎ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭০০১৯৫৮৭০৪ এবং সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

F. No. BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E-AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **04** Nos. of dangerous standing green trees viz. Sal, Eucalyptus & Siris etc at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **22.03.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours**.

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 21,000/-** (Rupees Twenty One thousand only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I/49
Station : Siliguri.
Dated : 07 March, 2025

N. K. Pandey, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice

Tender is invited for Providing of Scavenging Personnel at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/515/2025, Dated 10/03/2025. Details are available from the following sites : **www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

e-NIT
Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 23/SOIL/NFSM/2024-25&24/SOIL/NMEO/2024-25 dated 06/03/2025
(https://wbtenders.gov.in)
E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below / at par / above) in Two Cover System (E-procurement) for Excavation of Water Harvesting Structure (WHS) as **50% of the Govt. Assistance Basis** under **NFSM-Rice** 2024-25 & **100% of the Govt. Assistance Basis** under **NMEO-Oilseeds** of Coochbehar District on **site specific activities** as watershed basis from resourceful & bonafide agencies.
Last date of application for tender papers is 11/03/2025 11:00 Hrs
For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

FLAT FOR SALE

A 3 BHK Flat (1350 Sq. Ft.) with parking space opposite of Auxilium School, Siliguri is on sale. Price negotiable. Contact : 73843-80714 / 94341-53500.

অ্যাফিডেভিট

সোসাইটির প্যান কার্ড নম্বর AAATJ 2298R EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে ১০.৩.২৫ তাং অ্যাফিডেভিট বলে Jalpaiguri Diocese Charity Development Society এবং Jalpaiguri Charity Development Society এক এবং অভিন্ন সংস্থা বলে পরিচিত হইলো। ক্লেমেন্ট তীরকী জলঃ (C/114766)

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি তালমা। M : 7797682148. (C/115613)

•

Niram Industries Pvt. Ltd have below vacancy- Senior Accountant, Purchase Manager, Executive Assistant to MD, Labortary Technician. Contact - 9474679380/9832720437 www.niramindustries.com (C/115237)

•

Need a Chef and Male Female Service Staff for Whistle Garden Restaurent Pradhannagar. Siliguri. Salary Negotiable. M : 7001408729, 7076250400. (C/115615)

•

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য শীঘ্রই পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M :- 93829-82327, 98324-22178. (C/115238)

•

Required Teachers & Staff for Sister Nivedita Convent School, Tufanganj, Cooch Behar. Office Staff : B.Com.Computer savvy. Must be fluent in English, T.G.T (English) : B.A. (H) or M.A. (English) & B.Ed. Must be Fluent in English. Librarian. : B. Lib. or M.Lib with experience. Only local candidates are requested to send their resumes indicating the post applied for within 3 days through email. sisterniveditatfg@gmail.com, Contact No : 9614192239, 9234304686. (D/S)

BOLERO ON SALE

BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. CON: 9678072087

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর সেরে যাওয়ায় উৎকণ্ঠামুক্ত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃষ :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। **মিথুন :** সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** পারিবারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে অযথা ঋণ করতে যাবেন না। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** চিকিৎসকের পরামর্শ পালন করুন। জমি কেনাবেচায় অভিজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। **তুলা :** দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সন্তানের চাকরির খবরে পরিবারে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসিত হবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। আর্থিক ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। **মকর :** ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** না জেনে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। **মীন :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। সংসারের কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২০ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, ২০২৫, ২৬ ফাগুন, সংবৎ ১২ ফাল্গুন সুদি, ১০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৫।৪০। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ৯।৩১। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৩।১০। অতিগণ্ডযোগ দিবা ২।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৩৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৯।৩১ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১২ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-৭।৫৯ গতে ১০।২৬ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৩৭ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN THE CLEAR LEADER
IN JEE MAIN 2025 (SESSION 1)

ALLEN JEE Main (Session 1) 2025 results validated by
Official result validator
EY

5 Overall 100%ile Scorers **14** State Toppers

RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	RAJASTHAN TOPPER	DELHI (NCT) TOPPER
Rajit Gupta	Arnav Singh	Om Prakash Behera	Saksham Jindal	Harsh Jha
7-Year Classroom Course	6-Year Classroom Course	3-Year Classroom Course	3-Year Classroom Course	Online Test Series

ONLINE LIVE COURSE CHAMPIONS

ALLEN SILIGURI CHAMPIONS

Performance that is setting new records in 2025!

SILIGURI City Topper

- 13 Students Scored 99 Percentile & Above
- 26 Students Scored 95 Percentile & Above
- 47 Students Scored 90 Percentile & Above

ADMISSIONS OPEN

NEET (UG) | JEE (Main+Adv.)
Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass

SIGN-UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
TEST DATES: 16 & 23 MAR, 2025

ALLEN
0744-3556677
allen.ac.in

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

Batches Starting from

NURTURE COURSE
For students moving from class 10th to 11th
JEE (Main+Adv.): 03 APRIL
NEET (UG): 03 APRIL

ENTHUSIAST COURSE
For students moving from class 11th to 12th
JEE (Main+Adv.): 25 MARCH
NEET (UG): 25 MARCH

LEADER COURSE
For class 12th pass students
JEE (Main+Adv.): 23 APRIL & 07 MAY
NEET (UG): 23 APRIL & 07 MAY

PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
For class 7th to 10th students
CLASS 7th to 10th: 03 APRIL

For more test dates & course start dates visit: allen.ac.in

ALLEN Siliguri Center
95137 84242 allen.ac.in/siliguri

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

মৃত হস্তীশাবকটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড়। সোমবার ব্যাংডুবির তাইপুতে। -সংবাদচিত্র

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হস্তীশাবক

বন দপ্তরের যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফলে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ মার্চ : টানা ২৪ দিন লড়াই করেও অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হল বছর ছয়ের হস্তীশাবককে। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ। ২৪ দিন ধরে চলেছে যমে-হাতিতে টানাটানি। হাতিটিকে বাঁচাতে চিকিৎসায় কোনও খামতি রাখেনি বন বিভাগ ও পশুপ্রেমী ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। চার সদস্যের ভারতীয় চিকিৎসকদের পাশাপাশি থাইল্যান্ড থেকেও দুজন চিকিৎসককে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাতিটিকে বাঁচাতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সোমবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে সকলের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে হাতিটি।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'উদ্ধার করা হাতির শাবকটি সোমবার সকালে মারা গিয়েছে। ২৪ দিন লাগাতার লড়াই করেছে হাতিটি। বন দপ্তর, সামরিক বিভাগ, চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা লাগাতার চেষ্টা করে গিয়েছেন হাতির শাবকটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য। তার পরেও হাতিটিকে বাঁচানো সম্ভব হল না।' তবে তিনি জানান, এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গিয়েছে যে কীভাবে একটা অসুস্থ বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা করা দরকার। ভবিষ্যতে এই শিক্ষা কাজে লাগবে।

এদিনই ময়নাতদন্তের পর হস্তীশাবকটির শেষকৃত্য করা হয় ব্যাংডুবির তাইপু ডিপোতে। অন্যদিকে, রবিবার দাঁতালের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মারা যাওয়া মাকনা

লড়াইয়ে ইতি

- ২৪ দিনের লড়াই শেষে মৃত্যু হল হস্তীশাবকের
- সোমবার সকাল ৭.২০ মিনিটে মারা যায় হাতিটি
- ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে হাতিটিকে সুস্থ করার চেষ্টা শুরু করেছিল বন দপ্তর
- হাতিটির মৃত্যুতে মন খারাপ সকলের

হাতিটির দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। এরপর হুরুলিয়া জঙ্গলে হাতিটির শেষকৃত্য করা হয়। এদিন তাইপু ডিপোতে গিয়ে দেখা গেল বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া শাবকটির দেহের ময়নাতদন্ত, শেষকৃত্য দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন। সেসময় তাঁকে নিশ্চুপ থাকতে দেখা যায়। সাংবাদিকদের কাছে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি। তবুও শেষরক্ষা হল না।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ভারতীয় সদস্য ঋকজ্যোতি সিংহ রায়কে দূরে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়।

ঋকজ্যোতির কথায়, 'রাত ১১টা পর্যন্ত হাতিটির কাছেই ছিলাম। সকাল ৬টা নাগাদ এসে দেখি হাতিটির শরীরের তাপমাত্রা ওঠানামা করছে। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চিকিৎসকদের ডাকা হলেও বাঁচানো যায়নি।' সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের সদস্য মহম্মদ আলম ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে চিকিৎসক, বনকর্মীদের সঙ্গে শাবককের সেবাযত্ন করছিলেন। আলমের কথায়, 'প্রথম দিন থেকে আমি খাবার দিতাম। আমার হাতের খাবার ছাড়া অন্য কারও হাতে খাবার খেত না। এত কিছু করার পরেও বাঁচাতে পারলাম না।'

পাহাড়ে নির্বাচন নিয়ে তৎপর নয় কমিশন

পুরভোটের দাবিতে সরব বিধায়ক

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : পাহাড়ের তিনটি পুরসভার দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন হয়নি। গত বছর কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। কিন্তু তারপরেও ভোট না হওয়ায় সোমবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তুলে সরব হলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা। ভোট না হওয়ায় পাহাড়ের মানুষ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন বলে বিধায়ক দাবি করেন। নীরজ বলেন, 'আমার প্রশ্নের জবাবে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন বিষয়টি উচ্চ আদালতের বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে মন্তব্য করতে পারব না।'

২০১৭ সালে শেষবার কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক, পাহাড়ের এই তিনটি পুরসভায় নির্বাচন হয়েছিল। হিসাব অনুযায়ী ২০২২ সালে ফের নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু ২০২৫ সালের মার্চ মাসে এসেও সেই নির্বাচন করায়নি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গত বছর এই ইস্যু নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ১০ মার্চ পর্যন্ত এই তিনটি পুরসভার নির্বাচন নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য সরকারের কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, '২০২২ সাল থেকে পাহাড়ের তিনটি পুরসভায় নির্বাচন না করিয়ে সরকার পছন্দমতো প্রশাসক বসিয়ে রেখে দিয়েছে। এভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। পুরসভাগুলিতে মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা পাচ্ছেন না। দ্রুত নির্বাচন করানো প্রয়োজন।'

পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মাও দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি তোলেন। তাঁর কথায়, 'তিনটি পুরসভার নির্বাচন হোক এটা আমরাও চাই। দলের সভাপতি অনীত থাপা এই নিয়ে কলকাতায় দরবারও করেছেন। কিন্তু কেন নির্বাচন হচ্ছে না সেটা তো রাজ্য নির্বাচন কমিশন আর রাজ্য সরকার বলতে পারবে।'

ভোট কবে?

- ২০১৭ সালে শেষবার কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক পুরসভায়
- এরপর নির্বাচন করানো নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়
- গত সেপ্টেম্বরে এই মামলায় বিচারক রায় দেন
- ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নির্বাচন করানের নির্দেশ দেন
- তারপরেও কমিশনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি
- এই নিয়ে সোমবার বিধানসভায় সরব হন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক

রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুরভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে। তবে একটি সূত্র মারফত যে খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে আগামী বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের তিনটি পুরসভার নির্বাচন করাতে রাজি নয় রাজ্য। বিধানসভার ফলাফল দেখে তার পরেই পুরসভার ভোট করাতে চাইছে তারা। এই পরিস্থিতিতে এখনই পাহাড়ের পুরসভার ভোটের দামামা বাজবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভাবুক।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন স্বর্ণপ্রসূন মজুমদার।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বিন্নাবাড়িতে মুখরক্ষাই চ্যালেঞ্জ শাসকদলের

অনাস্থা আটকাতে তৃণমূলের পাহারা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দল ভাঙিয়েও শান্তিতে নেই তৃণমূল কংগ্রেস। বরং দলে বিদ্রোহ এতটাই মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, অনাস্থা ঠেকাতে দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর নজরদারি রাখতে হচ্ছে, বসাতে হয়েছে পাহারা। শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই হয়েছে খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। দলীয় নেতৃত্ব বিজেপি ছেড়ে আসা বর্তমান প্রধানকেই রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী, কিন্তু বেঁকে বসেছেন বিক্ষুব্ধরা।

তাঁদের সাফ কথা, প্রধান বদল করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁরা রীতিমতো সই করেছেন। তাঁদের আটকাতেই নজরদারির ব্যবস্থা। পাশাপাশি, লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে যাতে সদস্যরা বিডিওর কাছে পৌঁছাতে না পারেন সেই জন্য সেখানেও প্রতিটি কাজের দিন নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছু সমস্যা ছিল। তবে, অঞ্চল এবং ব্লক নেতৃত্ব বৈঠক করে সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছে।'

২০২২ সালে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে এখানকার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতেই তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি আসনের মধ্যে নয়টিতে তৃণমূল জয়ী হয়। বাকি চারটি আসন বিজেপির দখলে যায়। ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১টিতে তৃণমূল বোর্ড গঠন করলেও খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়িতে গিয়ে আটকে যায়। কেননা বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদটি তফশিলি উপজাতির (এসটি) জন্য সংরক্ষিত ছিল। অথচ তৃণমূলের জয়ী ন'জনের মধ্যে একজনও এসটি নন। অন্যদিকে, বিজেপির চারজনের মধ্যে দুজনই এসটি। তাই বোর্ড গঠন করতে গিয়ে বিজেপির নির্বাচিত সদস্য আলাকসু লাকড়াকেই প্রধান পদে মেনে নিতে বাধ্য হয় তৃণমূল।

আড়াই বছর পেরিয়ে যাওয়া এবার বোর্ডের দখল নিতে তৃণমূল আলাকসুকে দলে টানার প্রক্রিয়া কিছুদিন আগেই শুরু করেছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আলাকসু তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু একই সঙ্গে বিজেপি থেকে অপর এসটি সদস্য লক্ষ্মী কিসকুও তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল সূত্রের দাবি, প্রধান পদে থাকার শর্ত দিয়েই আলাকসু দলে এসেছেন। কিন্তু লক্ষ্মী দলে আসার পরে তৃণমূলের প্রায় প্রত্যেক সদস্যই আলাকসুকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে সরব হন। তাঁদের দাবি, বর্তমান প্রধানকে অপসারণ করে লক্ষ্মীকে দায়িত্বে বসাতে হবে।

দলীয় সূত্রের খবর,

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। -ফাইল চিত্র

আলাকসুকে পদ থেকে সরাতে তৃণমূলের সদস্যরা অনাস্থা পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই খবর পেয়েই তৃণমূল মুখ রক্ষায় অনাস্থা ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রধানের বিরুদ্ধে যাতে কোনওভাবেই বিডিওর হাতে অনাস্থার চিঠি না পৌঁছায় সেই জন্য ব্লক অফিসে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দলের প্রত্যেক সদস্যের গতিবিধি নজরে রাখতে বাড়ির সামনেও লোক রাখা হয়েছে।

মালে হাসপাতালে শ্লীলতাহানি

মালবাজার, ১০ মার্চ : আরজি কর হাসপাতালের ঘটনাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। এবার মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এক আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। ঋষভ রায় নামে ওই কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মালবাজার শহরের নেতাজি কলোনির বাসিন্দা সে।

সপ্তাহখানেক আগে অসুস্থতার কারণে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে শাশুড়িকে ভর্তি করান ওই মহিলা। তাঁদের বাড়ি মাল ব্লকের মানাবাড়ি চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনে। রাতে শাশুড়ির সঙ্গেই হাসপাতালে ছিলেন তিনি। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের তিনতলায় মহিলা বিভাগের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, তখনই ওই হাসপাতালকর্মী মহিলা বিভাগের মূল দরজার সামনে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়। ওই মহিলার মোবাইল নম্বর চায় অভিযুক্ত। তারপর শরীরের বিভিন্ন স্থানে বলপূর্বক স্পর্শ করে, এমনই অভিযোগ করছেন মানাবাড়ির সেই মহিলা। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার ওই কর্মী শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে।

রবিবারের এই ঘটনার পাশাপাশি হাসপাতালের ওই লিফট অপারেটরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠছে। রবিবার রাতেই আরও এক মহিলা ও এক তরুণীকে কটূক্তি করে সে। ওই মহিলা মাল শহরের রেল কলোনির বাসিন্দা এবং অপর তরুণী ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। যদিও তাঁরা কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি।

রবিবার রাতে এই ঘটনা জানাজানি হতেই রোগীদের পরিজনরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঋষভকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় রোগীর পরিবার। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

> শ্লীলতাহানির একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তার ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **রোশন প্রদীপ দেশমুখ**
> *মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, মাল*

সোমবার সকালে নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে আসেন আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া, চন্দন লোহার, মহেন্দ্র লোহার প্রমুখ। পরবর্তীতে আদিবাসী নেতাদের সহযোগিতায় মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'শ্লীলতাহানির একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তার ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুধীর কুমার বলেন, 'অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

রাতবিরেতে রক্ত দিতে ছোটেন ওঁরা

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : মধ্যরাত হোক বা ভোরে কারও রক্তের প্রয়োজন হলে বাইক, স্কুটার নিয়ে ছুটছেন তরুণ-তরুণীরা। কেউ কলেজে পড়েন, কেউ আবার সদ্য কলেজ পাশ করে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদানের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে নতুন প্রজন্মের। যুবসমাজের একাংশের এই আগ্রহে আশার আলো দেখছে রক্তদান নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন।

রবিবার মধ্যরাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া এক প্রসূতির চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন। হাসপাতালের তরফে জানানো হয় রক্ত মজুত কম রয়েছে। 'ডোনার' লাগবে। খবর পেয়েই দ্রুত ছুটে যান ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বারভাঙাটোলার বাসিন্দা এসকে মহম্মদ গোলাম। সদ্য কলেজ পাশ করা গোলামের লক্ষ্য রক্ত সংকট মেটানো। অন্যদিকে, কলেজের ক্লাস করার সময় ফোন আসে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক বৃদ্ধার রক্তের প্রয়োজন। ক্লাস থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে রক্তদান করতে যান সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ছাত্রী দেবিকা সরকার। যুবসমাজের রক্তদানের প্রতি এই আগ্রহ দেখে সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সমিতির সদস্য আশিস ব্রহ্ম বলেন, 'কলেজগুলোতে আমরা যখন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছি ভালো সাড়া মিলছে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও নতুন রক্তদাতা প্রয়োজন।'

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রক্তদান করার ইচ্ছে কলেজে উঠে সেই ইচ্ছাপূরণ হয় পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দা রিয়া সরকারের। ইতিমধ্যেই দশবারের মতো রক্তদান করেছেন সদ্য কলেজ পাশ করা ওই ছাত্রী। রিয়া জানান, রক্তসংকটে যাতে কাউকে না পড়তে হয় সেদিকেই আমরা নজর দিয়েছি। আমার অনেক বন্ধুও আছে যারা সক্রিয়ভাবে এই কাজে যুক্ত রয়েছে

কলেজ পড়ুয়াদের আগ্রহ যে অনেকটাই বাড়ছে তা জানিয়েছেন এনএসএস অফিসার ববিতা প্রসাদ। যা দেখে খুশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো।

ফেরাল পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ : চাকরি করতে যেতে পরিবার বাধা দিয়েছিল। তরুণী তাই বাধ্য হয়ে পুলিশকে মেসেজ করেছিলেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে সোমবার ফের কর্মক্ষেত্রে পাঠানো হল। নাগরাকাটা ব্লকের একটি বেসরকারি স্কুলে ওই তরুণী শিক্ষকতা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক বাসিন্দা মেসেজ করে পুলিশকে জানান, ওই তরুণী বাড়িতে ভালো নেই। স্কুলে যাওয়া আটকাতে তাঁর বাবা-মা বাড়ির একটি ঘরে তাঁকে আটকে রেখেছেন।

দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্প

কাউন্সিলারদের তদারকির নির্দেশ মেয়রের

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজে পাইপ পাতার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের তদারকির নির্দেশ দিলেন মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপ্রকল্পের জন্য বহু জায়গায় পাইপ পাতার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু আগে কোন কোন জায়গায় জলের পাইপ রয়েছে তার কোনও ম্যাপ নেই পুরনিগমে। সেই কারণে বোঝা যাচ্ছে না, কোথায় কী ধরনের পাইপ রয়েছে। পাশাপাশি অনেক জায়গায় প্লাস্টিকের পাইপের জায়গায় সিমেন্টের পাইপ রয়েছে। সেই পাইপগুলির বর্তমান অবস্থাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে জলপ্রকল্প নিয়ে কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন মেয়র। প্রকল্পের কাজ নিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। বৈঠকের পরে মেয়র বলেন, 'পানীয় জলপ্রকল্পের পাইপলাইনের কাজ চলছে। পাইপলাইন নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২১টি ওয়ার্ডে সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর একটি বেসরকারি সংস্থাকে এই সমীক্ষার কাজ দিয়েছে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পাইপলাইনের কাজ হবে। কিছু জায়গায় অ্যাসবেস্টসের পাইপ রয়েছে। সেই পাইপ পুরোটাই বদল করা হবে। মেয়র বলেন, 'কোথায় কী পাইপ রয়েছে তার কোনও ম্যাপ নেই। যার ফলে সমস্যা আছে। তবে ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের এই বিষয়ে অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কোন ওয়ার্ডে কী রয়েছে তা কাউন্সিলার, ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা জানলে সমীক্ষার কাজটা ভালো হবে।'

নয়া পরিকল্পনা

- কোন কোন জায়গায় জলের পাইপ রয়েছে তার কোনও ম্যাপ নেই পুরনিগমে
- জলপ্রকল্পের জন্য বহু জায়গায় পাইপ পাতার কাজ শুরু হয়েছে
- পাইপলাইন নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে
- প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পাইপলাইনের কাজ হবে
- কিছু জায়গায় অ্যাসবেস্টসের পাইপ রয়েছে, সেগুলি পুরোটাই বদল করা হবে

উল্লেখ্য, এই সমীক্ষার রিপোর্ট পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হবে। এই পাইপলাইনের জন্য বন দপ্তরের কাছ থেকে ৫ হেক্টর জমি নেওয়া হয়েছে। তবে পুরো কাজের জন্য রেল, সেচ সহ বেশ কিছু দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : দু'-তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না এনজেপি স্টেশনে কর্মরত রেলের অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। বকেয়া বেতন সহ সঠিক সময়ে বেতন দেওয়ার দাবি জানিয়ে সোমবার রেলের এনজেপির ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল আইএনটিটিইউসি এনজেপি জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে ঠিকা শ্রমিক সংগঠন।

এনজেপি স্টেশনে কর্মরত সাফাইকর্মী ফিরোজ খান বলেন, 'আমার দু'মাসের বেতন বাকি। কবে দেবে কিছুই জানি না। এ মাসেও বেতন না পেলে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।' ফিরোজের মতো একই সমস্যার কথা জানান শ্যাম ছেত্রী, চন্দ্রশেখর শর্মারা। সংগঠনের সভাপতি এমডি দুলারে বলেন, 'বেতন না পাওয়ার কারণে কর্মীদের আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে ব্লক নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাব।'

'একাকী' মায়ের কোলে চেপে স্পেনে পাড়ি

মন ভালো করা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ : ঘর পেল ছোট্ট শিশুকন্যা। সোমবার স্পেনের সিঙ্গল মাদার হিসেবে ওই শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে আপ্লুত হয়ে পড়েন। এক বছর তিন মাসের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় জেলা শাসক শামা পারভিন খুনশুটি করলেন। এরপর তিনি সকলের উপস্থিতিতে বিদেশিনী মায়ের হাতে শিশুটিকে তুলে দেন।

মঙ্গলবার তাঁরা দিল্লি যাবেন। তারপর সেখান থেকে বিমানে শিশুটি মা ও মামার সঙ্গে স্পেনের সেন্টিয়াগোতে পাড়ি দেবে। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে এমন কাজ মনকে খুশি করে। এতদিনে আমার হাত ধরে প্রায় ৩০টি শিশু মা-বাবা পেয়েছে। এই শিশুকন্যাটি স্পেনে যাচ্ছে। নতুন পরিবার পাচ্ছে। ভালো থাকবে এটাই আশা করি।'

মা ও মামার সঙ্গে ছোট্ট শিশুকন্যা। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

এদিন সকাল থেকে জেলা শাসক দপ্তরে সাজোসাজো রব ছিল। স্পেনের ওই সিঙ্গল মাদার অর্থনীতির গবেষক। কখন তিনি শিশুটিকে সরকারিভাবে নিজের কাছে পাবেন সেজন্য তিনি এদিন সকাল থেকে জেলা শাসকের দপ্তরে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের সঙ্গে খেলনাও নিয়ে এসেছিলেন। এরপর জেলা শাসক এসে বাচ্চাকে তাঁর 'নতুন' মায়ের কোলে তুলে দেন। শিশুটি এতদিন কোরক হোমের অধীনে সরকারি স্পেশাল অ্যাডাপশন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে ছিল। মাকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি শিশুটির ভালোমতো খেয়াল রাখতে বলেন। শিশুটিকে কাছে পাওয়া মাত্র মায়ের চোখেমুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি দেখা গেল। ভাষাগত সমস্যা থাকলেও তাঁর মনের আবেগ বুঝতে সমস্যা হয়নি। মাতৃত্বের স্বাদ পেয়ে ওই বিদেশিনী বলেন, 'আমার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করল। জেলা প্রশাসন সহ সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট, জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য।'

> প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে এমন কাজ মনকে খুশি করে। এতদিনে আমার হাত ধরে প্রায় ৩০টি শিশু মা-বাবা পেয়েছে। এই শিশুকন্যাটি স্পেনে যাচ্ছে। নতুন পরিবার পাচ্ছে। ভালো থাকবে এটাই আশা।
>
> **শামা পারভিন**
> *জেলা শাসক, জলপাইগুড়ি*

কোরক হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গৌতম দাস জানান, এই প্রথম কোনও শিশুকে সিঙ্গল মা দত্তক নিলেন। আনন্দ তো অবশ্যই হচ্ছে। তবে, এতদিন ধরে ওকে দেখছি। একটু তো মন ভারাক্রান্ত হবেই। বিদেশের মাটিতে ও ভালো থাকুক। উচ্চশিক্ষিত হোক। এটাই কামনা করি।

কেউ দেখছে না তো...

জঙ্গলের কাঠ কেটে পগারপার। সোমবার সুকনায়। ছবি : সূত্রধর

দামি বাইকে মাদক সরবরাহ

মাটিগাড়ায় বাড়ছে অপরাধ, সরব বিজেপি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ মার্চ : রমরমিয়ে মাদকের কারবার চলছে মাটিগাড়া, আঠারোখাই, শিবমন্দির এলাকায়। কড়ি ফেললে সহজেই মিলছে মদ, গাঁজা, অ্যাডহেসিভ, ব্রাউন সুগার, হেরোইন সহ বিভিন্ন সামগ্রী। আর এসবের জেরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন তরুণরা। মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের প্রবণতাও বাড়ছে।

আবার অল্প সময়ে বেশি উপার্জনের প্রলোভনে পা দিয়ে অল্পবয়সিরা এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছেন। উপার্জিত অর্থে কেনা দামি বাইকে চেপে তাঁরা মাদক পৌঁছে দিচ্ছেন খদ্দেরের দুয়ারে। এনিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলেই চাইছেন, অবৈধ কারবার রুখতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করুক। এই ইস্যুতে সোমবার বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফে মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সজল রায়কে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলছেন, 'মাটিগাড়া ব্লকে মদ সহ বিভিন্ন প্রকার মাদকের কারবার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। নেশায় আসক্ত হয়ে যুবসমাজ বিপথগামী হয়ে পড়ছে। প্রতিবাদ করলেই কারবারিরা প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। এলাকায় চুরি, ছিনতাই বেড়ে চলেছে। মন্দিরগুলিও বাদ যাচ্ছে না। কয়েকদিনে বেশ কিছু গোরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসবের প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।' আইসির বক্তব্য, 'কোথাও মাদকের কারবার দেখলেই থানায় জানান। আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

সূত্রের খবর, বালাসন কলোনি, শিসাবাড়ি, মাউরিয়াবস্তি, নারায়ণপল্লি, আঠারোখাইয়ের খেলার মাঠ, রেললাইন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে নেশার ঠেক রয়েছে। মূলত অল্পবয়সিরা সেখানে ভিড় জমান। সন্ধ্যা নামতেই ভিড় বাড়ে।

এলাকায় সহজে মিলছে গাঁজা, ব্রাউন সুগারের মতো মাদক। এক ফোনেই মাদকের কারবারিরা বাইকে চেপে পৌঁছে যাচ্ছেন খদ্দেরের দুয়ারে। অভিযোগ, মূলত পাকিস্তান কলোনি থেকে মাদক সরবরাহ করা হচ্ছে। পুলিশের কোনও হেলদোল নেই।

এ বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিতকুমার নন্দী বলছেন, 'যুবসমাজকে শেষ করে দিচ্ছে মাদকের নেশা। শিবমন্দির, বালাসন কলোনিতে প্রায়ই অল্পবয়সিদের মাদক সেবন করতে দেখা যায়।' বালাসন কলোনির বাসিন্দা এক মহিলার বক্তব্য, 'এখানে কয়েকটি ঠেকে মদ বিক্রি হচ্ছে। কিছু বললেই হুমকি দেয়।'

মাদকের কারবার নিয়ে সরব হয়েছেন মাটিগাড়ার পালপাড়ার বাসিন্দা তথা বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সহ সভানেত্রী মিঠু দাস। তাঁর কথায়, 'পালপাড়ার চায়ের দোকানেও মদ বিক্রি হচ্ছে। বালাসন নদীর চরে মদের ঠেক রয়েছে। আমরা উদ্বেগে রয়েছি। পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতির অবনতি হবে।' এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসু বলেন, 'মাদকের কারবারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হয়।'

নাবালিকা নিখোঁজে ভিলেন সোশ্যাল মিডিয়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : কম বয়সে হাতে স্মার্ট ফোন, নাগালে সোশ্যাল মিডিয়া। তাতেই অপরাধে যেমন জড়িয়ে পড়ছে কমবয়সিরা, তেমনই ডেকে আনছে নিজের বিপদ। একের পর এক এমন ঘটনায় উদ্বেগ ছড়াচ্ছে পুলিশেও। প্রশ্ন উঠছে অভিভাবকদের নজরদারি নিয়ে।

রবিবার রাতে ১৬ বছরের একটি নাবালিকা সহ এক তরুণকে বিহারের মধুবনি থেকে শহরে নিয়ে এসেছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকার ওই নাবালিকার সঙ্গে ২৩ বছরের এক তরুণের পরিচয় হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক গাঢ় হয়। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই নাবালিকা নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্যে দিয়ে বিষয়গুলি সামনে আসে।

ওই নাবালিকার ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, বানু প্যাটেল নামের ওই তরুণের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। তাকে ওই তরুণ নিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে সন্দেহ করে ওই তরুণের মোবাইল ট্র্যাক করা শুরু করে পুলিশ। মোবাইলের সূত্র ধরে পুলিশ পৌঁছায় মতিহারির একটি গ্রামে। নাবালিকাটিকে উদ্ধারের পাশাপাশি ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃত বানুকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।। অন্য একটি ঘটনায় রবিবারই এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এই ক্ষেত্রেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ বলে পুলিশ জানতে পারে। পরবর্তীতে ওই নাবালিকাকে শিলিগুড়ি থেকে কসবা থানা এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ওই তরুণ। কিছুদিন আগে একটি নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় হাতেনাতে ধরা পড়েছিল এক তরুণ। মাটিগাড়া থানা এলাকার ওই ঘটনাতেও নাবালিকার সঙ্গে ওই তরুণের পরিচয় সমাজমাধ্যমের সূত্রে বলে পুলিশ জানতে পেরেছিল।

ধারাবাহিক এমন ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুধু কথার জালে জড়িয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়াই নয়, মনিটরিং ব্ল্যাকমেল সংক্রান্ত একাধিক ঘটনাও ঘটানো হচ্ছে। অভিভাবকদের পাশাপাশি স্কুলগুলিরও নজরদারি রাখা প্রয়োজন। যখনই সুযোগ পাচ্ছি অভিভাবকদের বলছি, আঠারোর নীচের ছেলেমেয়েদের মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরত রাখতে।' শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর বক্তব্য, 'আপার ক্লাস অভিভাবকদের একাংশ ব্যস্ত স্ট্যাটাস মেইনটেনে, লোয়ার ক্লাস রুজিরুটিতে এবং মিডল ক্লাস সিরিয়াল ওরিয়েন্টেডে। যে কারণে সন্তানের ওপর নজরদারি দেওয়া হচ্ছে না। হাতে হাতে মোবাইল ফোন থাকায় তারা ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। আমরা তো প্রতিটি ক্লাসকে বোঝাচ্ছি। তবে একমাত্র অভিভাবকরাই পারবেন, নিজের সন্তানকে ভালো বোঝাতে।'

বাড়ছে উদ্বেগ

- নাবালিকাকে নিয়ে বিহারে আত্মগোপন তরুণের। পুলিশি চেষ্টায় নাবালিকা উদ্ধার
- কসবায় নিয়ে গিয়ে এক নাবালিকাকে বিয়ে করে গ্রেপ্তার তরুণ
- অভিভাবকদের নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ পুলিশ, শিক্ষক সমাজের

তখনও কুয়োয় পড়ে চিতাবাঘ।

দাগাপুরে কুয়োয় চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : শুকনো কুয়োর মধ্যে চিতাবাঘ পড়ে যাওয়ার ঘটনায় সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন দাগাপুরের ডামরাগ্রাম এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোরের দিকে চিতাবাঘটি এলাকায় ঢুকে পড়ে।

স্থানীয়রা চিতাবাঘের গর্জনের আওয়াজ পেয়ে কুয়োতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে। সুকনা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে প্রথমে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করেন। এরপর খাঁচায় বন্দি করে সেটিকে সুকনাতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বন দপ্তরের এক কর্তা জানান, চিতাবাঘটি খাবারের খোঁজে এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। চিতাবাঘটির কোনও আঘাত রয়েছে কি না সেটি দেখা হচ্ছে। পরে সেটিকে বনে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বালি চুরি, গ্রেপ্তার ২

খড়িবাড়ি, ১০ মার্চ : নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে দুই ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানা। ধৃতদের নাম শিবু দাস ও সাগর মুন্ডা। দুজনেই খড়িবাড়ির বাসিন্দা। বালি চুরি রুখতে সোমবার পুলিশ ডুমুরিয়া নদীর বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে খড়িবাড়ি বাজারের দিকে যাচ্ছিল ২টি ট্র্যাক্টর। বালি তোলার অনুমতি সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় দুই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্র্যাক্টর দুটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, লাগাতার অভিযান চলবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৩ মিস্ত্রির

শীতলকুচি, ১০ মার্চ : নলকূপের পাইপ বসাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন কলমিস্ত্রির মৃত্যু হল। সোমবার দুপুরে শীতলকুচি ব্লকের পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম সহিদুল মিয়াঁ (৩৮), আজিজার রহমান (৫৫) ও যশো মিয়াঁ (৬০)। প্রথমজন নগর সিংমারি এবং বাকি দুজন শীতলকুচির বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলি মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের দুই কৃষক পরিমল বর্মন ও গেঙলু বর্মন তাঁদের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করেন। দুই কৃষক মিলেই এলাকার কলমিস্ত্রি আজিজার রহমানকে নলকূপ বসানোর জন্য খবর দেন। এদিন সকালে আজিজার তাঁর দুই সহকর্মী যশো মিয়াঁ ও সহিদুল মিয়াঁকে নিয়ে পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে ষোলোচালা এলাকায় নলকূপের পাইপ বসাতে যান। কাজ যে সময় প্রায় শেষ সেই সময় তাঁরা নলকূপের গর্ত করার জন্য পাইপ ওপরদিকে তুলছিলেন। খেতের ওপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার গিয়েছে। ওই পাইপ সেই তার ছুঁলে যশো ও সহিদুল মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তা দেখে আজিজার দুজনকে কাঁচা বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সেই সময় আতশবাজি ফাটানোর মতো আওয়াজ হচ্ছিল। তখন মাঠে যে কৃষকরা কাজ করছিলেন, পরিস্থিতি দেখে তাঁরা দৌড়ে আসেন। তাঁরাই পাশে থাকা বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের হাতল নামিয়ে দেন। কিন্তু ১১ হাজার ভোল্টের তারের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়নি। চোখের সামনেই তিন কলমিস্ত্রি পুরোপুরিভাবে ঝলসে যান। পরে শুকনো বাঁশ দিয়ে কোনওভাবে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। নিথর তিনটি দেহ আধ ঘণ্টা ধরে খেতে পড়েছিল। বাহিনী নিয়ে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো, তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ এলাকায় আসেন।

তিনজনকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক দেবাংশী সাহা তিনজনকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

One day
"Awareness Cum Seminar
on
Handloom Enforcement /
GI / IHB / Eco Friendly
or
Natural Dyeing /
Handloom Mark"

Under Scheme for
"Protection of Handloom and
implementation of
Handloom Reservations Act-1985"
for the FY 2024-25.

Place -
Office of the Development Officer (Handloom), Cooch Behar
Kalikadas Road, Near Rash Mela Math
P.O. + Dist.- Cooch Behar
Date of Seminar : 12.03.2025, Time : 11:00 AM

Organized by -
Development Officer (Handloom)
Cooch Behar
Directorate of Textiles (Handloom etc.)
Govt. of West Bengal, Kolkata - 700001

বিমানবন্দরের জঞ্জাল সরাবে মহকুমা পরিষদ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত বাগডোগরা বিমানবন্দর। সেখানকার জঞ্জাল অপসারণের আলাদা কোনও ব্যবস্থা ছিল না এতদিন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সমস্ত আবর্জনা নিজস্ব সীমানার মধ্যে একটি জায়গায় জমিয়ে রাখত। পরে সেসবে ধরিয়ে দেওয়া হত আগুন। এতে পরিবেশ দূষণেরও অভিযোগ উঠত। এদিকে, বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ শুরু হতেই জঞ্জাল জমানোর জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরের আবর্জনা অপসারণের দায়িত্ব নিতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। ইতিমধ্যে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

মঙ্গলবার প্রকল্পটি উদ্বোধনের কথা। তার আগে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানালেন নিজেদের পরিকল্পনা, বিমানবন্দর থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে নকশালবাড়ি ব্লকের হুদুভিটা জঞ্জাল অপসারণ ইউনিট ও পরে সেখান থেকে ঘোষপুকুরের প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে পাঠানো হবে। তবে কতটা জঞ্জাল অপসারণ হবে বা কতগুলো গাড়ি প্রয়োজন, সেটা কাজ শুরু না হওয়ার আগে অবধি বোঝা সম্ভব নয়।

বাগডোগরায় যাত্রীর চাপ বাড়ছে। বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে শুরু হয়েছে কাজ। নতুন করে আরও জায়গা অধিগ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হওয়ায় স্থানীয়ভাবে আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। তাই মহকুমা পরিষদ নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিচ্ছে। যদিও প্রশ্ন ওঠে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুভিটা থেকে বিমানবন্দরে এসে রোজ জঞ্জাল সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব? কারণ, জঞ্জাল অপসারণ ইউনিট থেকে বিমানবন্দরের দূরত্ব প্রায় ১৭ কিলোমিটার। নকশালবাড়ি ব্লকে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য চারটি গাড়ি, একটি ট্র্যাক্টর ও ২০টি টোটো রয়েছে। সাফাইকর্মীর সংখ্যা বেশি নয়। সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে বিমানবন্দরে কতদিন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে, তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সংশয়।

সংশয় কোথায়

- জঞ্জাল অপসারণ ইউনিট থেকে বিমানবন্দরের দূরত্ব প্রায় ১৭ কিমি
- নকশালবাড়িতে সংগ্রহের জন্য রয়েছে চারটে গাড়ি, একটি ট্র্যাক্টর ও ২০টি টোটো
- সাফাইকর্মীর সংখ্যা খুব বেশি নয়
- সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে বিমানবন্দরে কতদিন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব, সে নিয়ে সংশয়

মহকুমা পরিষদ এলাকাজুড়ে জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থার বেহাল দশা। জাতীয়, রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনার স্তূপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সেই ছবিটা। বাগডোগরা হয়ে নকশালবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলে চা বাগানের দু'পাশে যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সেখান থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি ছড়ায় দূষণ। মহকুমা পরিষদের তরফে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কাজ শুরু হয়েছে। এবার বিমানবন্দরে পরিষেবা দিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে, আশ্বাস দিচ্ছেন মহকুমা পরিষদের কর্তারা।

OPENING NOW AT SILIGURI.

MRF T&S

MRF TYRES & SERVICE

KAMAKSHI TYRES - At Dabgram Pargana, Baikunthpur, Siliguri.

Your best bet for a superior wheel and tyre service.

You can't miss it! - Drive in to experience the comfort of tyre shopping and service.

KAMAKSHI TYRES
Plot No.157/195, Dabgram Pargana, Baikunthpur,
Salugara, Himalaya Kanya Abasan,
Checkpost, Ward No.42, Siliguri,
Jalpaiguri - 734 008, West Bengal.
Mobile: 98320 66790, 93392 58300

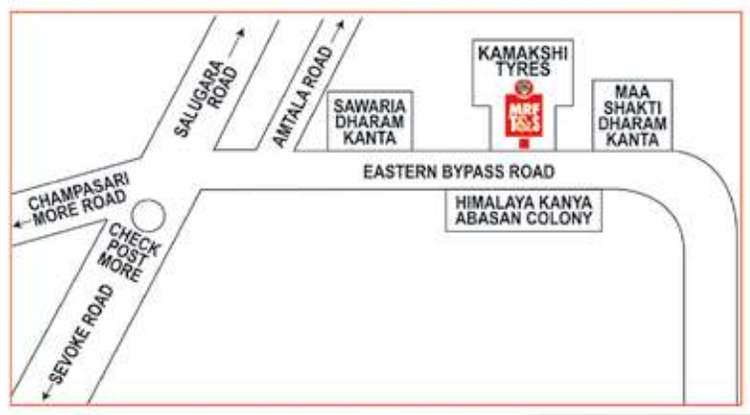

The MRF T&S Experience: Range of MRF Tyres • Automated Tyre Changing • Computerised Wheel Balancing & Alignment • Tubeless Tyre Repair • Nitrogen Filling • MRF Trained Service Personnel • Air-Conditioned Comfort

DEALERSHIP: MRF Limited advises the public that it has no Websites other than www.mrftyres.com seeking dealership applications.
The public is further cautioned that there could be FAKE Websites claiming to be MRF. For Dealership Requests, please send an email to "write2us@mrftyres.com"

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১

ভুয়ো ‘উচ্ছেদ’ মমতার

বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলে রাখতে ভোটে সিপিএমের কারচুপি ‘সায়েন্টিফিক রিগিং’ নামে কুখ্যাত ছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে দায়িত্ব নিয়ে টিএন শেষণ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড চালু করার পর তাতে কিছুটা লাগাম পরে ছিল। তবে সিপিএমের সেই ‘সায়েন্টিফিক রিগিং’ এখন অতীত। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর দেশের রাজনীতি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ ঘিরে উত্তাল। মূল অভিযোগ, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করা। এই অভিযোগ জোরালো হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচন এবং মহারাষ্ট্র ও দিল্লির সর্বশেষ বিধানসভা ভোটের পর।

সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই প্রথম মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পর বিষয়টি বিস্তারিত তথ্য সহ প্রকাশ্যে আনেন। ওই তথ্য অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৩৪ লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ২০২৪-এর লোকসভা থেকে ২০২৫-এর বিধানসভা নির্বাচনের মাঝে সাত মাসের মধ্যে ৪০ লক্ষ ভোটার তালিকাভুক্ত হলেন। রাজদীপ এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ এখন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ। তিনি এনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করেছিলেন।

এর মধ্যে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আম আদমি পার্টিকে পর্যুদস্ত করে বিজেপি বিপুলভাবে ক্ষমতায় এসেছে। জনসংখ্যার নিরিখে দিল্লি ছোট রাজ্য। রয়েছে মাত্র ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্র। লোকসভার পর বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে সেই দিল্লিতে চার লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা কি ভুয়ো ভোটার? বিজেপি কি এভাবে ভোটের ফল প্রভাবিত করতে চাইছে?

মহারাষ্ট্রে গত লোকসভা ভোটে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কাছে এনডিএ পর্যুদস্ত হয়েছিল। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভায় এনডিএ’র জয়ে এমন প্রশ্ন উঠেছে। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের নথিভুক্তি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু নীরবই। এক এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের অস্তিত্ব নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হইচই শুরু করায় শেষপর্যন্ত কমিশন তিন মাসের মধ্যে ধোঁয়াশা দূর করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অস্বাভাবিক হারে ভোটার বৃদ্ধির খবর আসায় এই পদক্ষেপ। গত লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বেড়েছে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৭ জন। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। যাঁদের বেশিরভাগ বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, রাজস্থান বা গুজরাটের নাগরিক। এঁদের নাম ওইসব রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে।

মমতা রাজ্য স্তরে বিশেষ মনিটরিং কমিটি তৈরি করে নানা জেলা বা বিধানসভা পিছু ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজেপির ইঙ্গিতে প্রশাসনের একাংশের মদতে বা স্রেফ গাফিলতিতে এই কাজ হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। মমতা এ ব্যাপারে শুধু নিজে সতর্ক হননি, সমাজবাদী পার্টি সহ অন্যদের সতর্ক করে নিজ নিজ রাজ্যে দ্রুত সতর্ক হতে অনুরোধ করেছেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ অন্য রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে এনিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরোধীরা যদি সতর্ক হয়ে মমতার মতো সব দলকে পথে নামিয়ে ‘ভুয়ো ভোটার’ তল্লাশি শুরু করে, তবে এই অনৈতিকতা ঠেকানো সম্ভব হতে পারে। সিপিএমের মতো বিজেপির মেরুদণ্ড আরএসএস ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খেয়ে মোদি-শা’রা আরএসএসের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। তারপর আরএসএস ঝাঁপিয়ে পড়ায় মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছে।

ক্যাডারভিত্তিক দল হলে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করা সহজ হয়। ফলে সিপিএমের সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের পথে বিজেপি এগোচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিকভাবে কীভাবে এর মোকাবিলা করেন, সেদিকে এখন নজর সকলের। বিজেপি যদি সত্যিই কৌশল নিয়ে থাকে, তবে সেটা ভেস্তে দেওয়া এখন তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

জয় শা’র দুয়ারে হাস্যকর ট্রফি প্রকল্প

চ্যাম্পিয়ন্স, না দুবাই ট্রফি? জয় শা’র আইসিসি হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গেল টুর্নামেন্টকে। আয়োজক কারা, বোঝাই গেল না।

প্রতীক

নহবত বসেছিল, গায়ে গোলাপজল ছেটানোর জন্য লোক তৈরি ছিল, হেঁশেলের দিক থেকে ভেসে আসছিল বেগুনির সুগন্ধ। বরকে অভ্যর্থনা করার জন্য কনেকর্তা জমাটি পোশাক পরে তৈরি, কিন্তু শেষপর্যন্ত বর এসে পৌঁছাল না। ফলে সব আয়োজন ভেস্তে গেল। কনেকর্তা বেজার মুখ করে অতিথিদের কোনওমতে নমস্কার করে খাইয়েদাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে কর্তব্য সমাধা করলেন।

এই ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের অবস্থা। ভারত জিতে গেলে গোটা দলকে নিয়ে কী বিপুল নির্বাচনি প্রচারাভিযান চালাত বিজেপি, সে পরিকল্পনা কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত দাবি করেছিলেন, রাজস্থানের এক বিজেপি নেতা তাঁকে বলেছিলেন, বিজেপির সমস্ত হোর্ডিংয়ে বিশ্বকাপ হাতে নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি ছিল। কিন্তু সে গুড়ে বালি ছড়িয়ে দিয়েছিল প্যাট কামিন্সের বাহিনী। ২০২৪ সালের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি অবশ্য রোহিত শর্মারা জিতেছিলেন, কিন্তু ততদিনে লোকসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে। ক্রমশ বিরাট হয়ে ওঠা মোদিকে কেটেছেঁটে দেশের অন্য নেতাদের মাপে এনে দিয়েছেন ভোটাররা। তখন আর হইচই করে কী লাভ?

সেই শোক বুঝি এতদিনে দূর হল। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে মোদির পিছনে যেরকম বেচারা ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন তৎকালীন বিসিসিআই যুগ্ম সচিব জয় শা, তাতে মনে হচ্ছিল বাবার বন্ধু নরেন জেঠু প্রচণ্ড ধমকেছেন ‘একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়!’ কিন্তু তাঁর নামও জয় শা। তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক নন। ইতিমধ্যে আইসিসির শীর্ষপদ দখল করে জেঠুকে এবার তিনি যে উপহার দিলেন তা একেবারে নিখুঁত।

নিজে মাঠে নেমে তো জয় খেলতে পারেন না, কিন্তু রোহিতদের সর্বোচ্চ সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ১৯৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ইতালিকে জেতানোর জন্য বেনিটো মুসোলিনি কী করেছিলেন বা ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনাকে জেতাতে সে দেশের জুন্টা সরকার কত কলকাঠি নেড়েছিল, তা আজ খুব গোপন তথ্য নয়। কিন্তু সেই দুই বিশ্বকাপেও ইতালি আর আর্জেন্টিনা সে আরাম পায়নি যা এবারে রোহিতরা পেলেন।

আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের জয়ে মাঠে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, হাসির খোরাক। ডালমিয়া, শ্রীনিবাসন, শশাঙ্ক মনোহররা অতীতে এই পদে থেকেছেন, এমন বালখিল্যসুলভ আচরণ করেননি কোনওদিন। আরও অবাক কাণ্ড, ফাইনালের মঞ্চে পুরস্কার দেওয়ার সময় আয়োজক দেশ পাকিস্তানের কাউকে দেখা গেল না কর্তাদের মধ্যে। বিশ্বের কোথাও কোনও টুর্নামেন্টে এ দৃশ্য দেখেছেন? শোয়েব আখতারের ক্ষোভ প্রকাশ স্বাভাবিক। বৈষম্য তো আরও আছে!

প্রতিযোগিতার অন্য সব দল খেলল পাকিস্তানের একাধিক মাঠে ঘুরে ঘুরে, ভারতীয় দল একেবারে অন্য দেশের একটা শহরেই পায়ের উপর পা তুলে বসে রইল। আয়োজক দেশ পাকেস্তানকে খেলতে আসতে হল বিদেশে, ভাবা যায়? অন্য দলগুলোকে পাকিস্তান থেকে উড়ে আসতে হল, আবার ফিরে যেতে হল। এই কাণ্ড করতে গিয়ে সবচেয়ে বিরক্তিকর অবস্থা হল দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারত কোন সেমিফাইনালে উঠবে তা জানা না থাকায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদেরও দুবাই যেতে হল সেমিফাইনালের আগে। তারপর যখন বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারই সেমিফাইনাল হবে, তখন ফেরত আসতে হল পাকিস্তানে। বিশ্রাম নেওয়ার বিশেষ সময় না পেয়েই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। সেই সেমিফাইনালে হারলেও, ৬৭ বলে অপরাজিত ১০০ রান করা ডেভিড মিলার বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেললেন।

ভারত অন্যায় সুবিধা পেয়েছে– একথা বলার সাহস ক্রিকেট দুনিয়ায় কারও হয় না। যেমন বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধমকানোর সাহস এই সেদিন পর্যন্ত কারও হত না। কারণটা একই- সোজা কথায় টাকার গরম। আমরা আইসিসিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা দিই, অতএব আইসিসির আয়ের বেশিরভাগটা আমরাই নেব– এই গাজোয়ারি যুক্তিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড দীর্ঘদিন হল বাকি ক্রিকেট দুনিয়াকে শুকিয়ে মারছে।

এরা যেটুকু উচ্ছিষ্ট ছুড়ে দেয় বাকিদের প্রতি, তা নিয়েই তাদের চলতে হয়। তাই কোনও বোর্ড মুখ খোলে না। বোর্ডের বারণ আছে বলে ক্রিকেটাররাও কিছু বলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে চলল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর ভারত খেলল দুবাই ট্রফি– এটা বোধহয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই বোর্ডগুলো কিছু না বললেও অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও প্রাক্তন ক্রিকেটার এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন, মিলারও মুখ খুলেছেন। সুবোধ বালক ভারতীয় মিডিয়া আর ধারাভাষ্যকাররা অবশ্য মানছেন না। তাঁরা দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ, অধুনা ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহম্মদ সামি সোজা সরল লোক, তিনি মেনে নিয়েছেন যে সব ম্যাচ একই মাঠে খেলায় ভারত বিশেষ সুবিধা পেয়েছে।

বস্তুত, ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ জানলে এবং অন্ধ ভক্ত না হলে যে কেউ মানবেন যে সব ম্যাচ এক মাঠে খেললে সুবিধা হয়। কারণ ক্রিকেট অন্য যে কোনও খেলার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে আবহাওয়া এবং পিচের উপরে। চার স্পিনার খেলানোর জন্য বিস্তর হাততালি কুড়োচ্ছেন গম্ভীর, রোহিত আর প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পেরেছেন কারণ জানতেন, একই মাঠে ভারত সব ম্যাচ খেলবে আর সে মাঠের পিচ হবে স্পিনসহায়ক। অন্য সব দলকে কিন্তু একাধিক মাঠের পিচের কথা ভেবে দল গড়তে হয়েছিল।

একথা বললেই যা বলা হচ্ছে, তা হল– আর কী উপায় ছিল? ভারত তো পাকিস্তানে খেলতে যেতে পারত না। কারণটা রাজনৈতিক, অর্থাৎ ভারত সরকারের বারণ। কথাটা ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের গ্রুপের সবক’টা খেলাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে করা যেতে পারত, দুবাই আর শারজা মিলিয়ে। তাহলে অন্তত গ্রুপের অন্য দলগুলোও একই ধরনের পিচে একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত।

পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার রাজনৈতিক কারণটাকেও প্রশ্ন করা দরকার। ২০০৮ সালের সন্ত্রাসবাদী হানার কথা তুলে আর কত যুগ দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক অস্বাভাবিক করে রাখা হবে? মোদির আচমকা নওয়াজ শরিফের নাতনির বিয়েতে খেতে যাওয়া, পাঠানকোটের সন্ত্রাসবাদী হানার তদন্ত করতে পাক গোয়েন্দা বিভাগকে ভারতের সেনাছাউনিতে ঢুকতে দেওয়া– এসব তো ২০০৮ সালের অনেক পরে ঘটেছে। এমনকি গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে ডেভিস কাপে ভারতের টেনিস দল ইসলামাবাদে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে এসেছে। শুধু ক্রিকেট দল পাকিস্তানে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

আজ্ঞে না, পুলওয়ামা ভুলিনি। সে ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল, তাদের শাস্তি হয়েছে? কোনও জোরদার তদন্ত হয়েছে? দাভিন্দর সিং বলে এক ভারতীয় পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনিও জামিন পেয়ে গিয়েছেন ২০২০ সালে। তাহলে ক্রিকেট দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে জাতীয়তাবাদের নাটক করা কেন? আর সত্যিই যদি পাকিস্তান অচ্ছুত হয়, তাহলে প্রত্যেক আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত আর পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখাই বা কেন?

ধরা যাক, রাখা হয় না। ওটা এমনিই হয়ে যায়। তাহলেই বা ভারতীয় দল ম্যাচটা খেলে কেন? বোর্ড তো বলতে পারে– পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা খেলব না, ওই ম্যাচের পয়েন্ট পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোক। কেন বলে না? টিভি সম্প্রচার থেকে যে বিপুল টাকা আয় হয় তার নেশা তাহলে জাতীয়তাবাদের চেয়েও বেশি তো?

উত্তরগুলো অস্বস্তিকর। ফলে যিনি ভিন্নমত হবেন, তিনি সহজ রাস্তাটা নেবেন। বলবেন, এসব বলে ভারতের জয়কে ছোট করবেন না। ওরা পাকিস্তানে খেললেও জিতত। দুবাইয়েও জিততে তো হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। তবে কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের নির্বাচনগুলোতে যেসব দল রিগিং করে, অনেক ক্ষেত্রে রিগিং না করলেও তারাই জিতত। তাহলে কি ‘আহা! কী সুন্দর রিগিং করে!’ বলে হাততালি দিতে হবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক বাণী বসু।

২০২০

অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শিক্ষিত লোক যখন অশিক্ষিত, অসভ্য, অভদ্র, ইতরের মতো কথা বলেন, তখন মানুষ কষ্ট পায়। সৌগতবাবু কী বলতে চেয়েছেন জানি না। এই ধরনের কথা টিমের মনোবলে আঘাত করে। কাল যদি ঘটনাচক্রে রোহিত শর্মা খারাপ খেলতেন, তবে তার দায়িত্ব সৌগতবাবুকে নিতে হত।

- মদন মিত্র

ভাইরাল/১

পুনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মিউজিক ভিডিও ভাইরাল। ছাত্ররা জ্যামিতি বক্স, বেঞ্চ ও জলের বোতল বাজিয়ে সুন্দর মিউজিক পরিবেশন করছে। তাদের উৎসাহ দিচ্ছে অন্য ছাত্রছাত্রীরা। কনসার্ট উপভোগ করছেন দুই শিক্ষিকা। মুগ্ধ নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

অস্ট্রেলিয়ার উরাবিন্ডায় একদল কিশোর কোবরার মৃতদেহকে দড়ি বানিয়ে স্কিপিং করছিল। একজন সাপের মাথা, অন্যজন লেজ ধরে ঘোরাচ্ছিল। আরেকজন ওপর দিয়ে লাফাচ্ছিল। এক মহিলা উৎসাহ দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

জল্পেশমেলায় চরম অব্যবস্থা

শৈবতীর্থ জল্পেশমেলা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। যার সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের মানুষজনের আত্মিক যোগ আমরা লক্ষ করি। কিন্তু জেলা প্রশাসন কী করে এই মেলাকে এত সহজভাবে নেয় তা আমার বোধগম্যের বাইরে। জল্পেশমেলার আয়োজন সম্পর্কে আমি মেলা কমিটি তথা জেলা প্রশাসনকে কিছু বিষয় সম্পর্কে জানাতে চাই –

১) জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গ এখনও কৃষিপ্রধান। তাই এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৃষি প্রদর্শনী। কিন্তু এবছর তা কেন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল? যে জায়গাটিতে কৃষি প্রদর্শনী হত সেখানে আগে যথেষ্ট জায়গা ছিল, যেখানে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু এখন দেখছি সেখানে নার্সারি সহ অন্যান্য স্টলে ভরে রেখেছে। বিশ্রাম তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। আমার প্রশ্ন, কৃষি প্রদর্শনী বন্ধ করে এসব স্টল দেওয়া হল কেন? টাকার লোভে মেলা কমিটি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে?

২) জেলা প্রশাসন ভালোভাবেই জানে, এই মেলায় দূরদূরান্তের অনেক দর্শনার্থী আসেন যাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে পিকনিকের আয়োজন করেন, যা মেলার আনন্দকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও স্থান নির্বাচন করা হয়নি। ফলে যে যেখানে পারছেন বিশৃঙ্খলভাবে রান্না করছেন। ফলে মেলার মাঠে আবর্জনা জমছে।

৩) আমি মনে করি মন্দির একটা পবিত্র স্থান। তাই সেটাকে ডিজে লাইট দিয়ে না করে সুন্দর রুচিশীল আলো দিয়ে সাজালে আরও ভালো লাগত। এতে মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশ আরও সুন্দর হত।

৪) আগে জল্পেশমেলায় সারারাত গানবাজনা, পালাগান হত। এতে দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের রাত কাটাতে অসুবিধা হত না। কিন্তু এখন তা না থাকায় মেলার উন্মাদনা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

৫) এছাড়া লক্ষ করলাম, মেলায় সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা তেমন করা হয়নি, যা অত্যন্ত জরুরি।

আশা রাখছি আগামী বছর জেলা প্রশাসন তথা মেলা কমিটি উল্লিখিত বিষয়গুলি মাথায় রাখবে।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দোল নিয়ে শহর-গঞ্জে অন্য যুদ্ধ

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে টপকে ‘বসন্ত উৎসব’। ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হোলি।

পরাগ মিত্র

বাইক দাপিয়েও হিরো পাঁচু। এই ব্লারড ভিউ তন্বী স্ট্যাটাসে কীভাবে পোস্টাবে? মুখঝামটায় চাকা ঘুরিয়ে ফের উৎসবে। মঞ্চে নাচ ‘বাজায় বেণু…।’ যাঁদের পরে অনুষ্ঠান, তাঁদের কপালে ভ্রূকুটি, ধৈর্যে দাঁতকপাটি উৎকণ্ঠা- ‘আগের পারফরমেন্স সব আলো কি শুষে নেবে?’ ‘একটু দেখুন না…।’ ‘প্লিজ, আগে ওদিকটা দেখে আসি…’ ডজ কর্মকর্তার।

সকাল হতে না হতেই ফাগুন হাওয়ায় ‘ওরে গৃহবাসী…।’ গালে আবিরের ডিজাইনড টান। ম্যাচিং ড্রেসে কচিকাঁচা, ছেলেবুড়ো, কেষ্টবিষ্টুর শোভাযাত্রা হাসিমুখে হাত নাড়ে।

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে সাংস্কৃতিক রাবীন্দ্রিক প্রয়াস শান্তিনিকেতনের লক্ষ্মণরেখা টপকে আজ দুয়ারে ‘বসন্ত উৎসব।’ ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় শহর-গঞ্জে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই। ড্রিল শুরু পলাশ না ফুটতেই। নামজাদা উৎসবে সুযোগ নিয়ে দেখনদারি উমেদারি, দুই-ই সমানতালে।

আগের সন্ধ্যায় ‘বুড়ির বাড়ি’ জ্বালিয়ে উত্তরবঙ্গে পরদিন আবিরের দোল। রং মেখে বদন হারানো তারও পরদিন। সেদিন হোলি। কোথাও রেশ রয়ে যায় কাদা খেলাতে। পুরোনো জামা, বয়স্কদের প্রণাম, কপাল রাঙানোর অজুহাতে চুলেও রং। হেঁটে, সাইকেলে, রিকশায় এ বাড়ি ও পাড়া।

টিউশনে গার্লস-বয়েজ রি-এনফোর্সড দেওয়ালের যুগে বান্ধবীর বাড়ি গেলে গার্ডিয়ান হুঁকোমুখো। মেয়েদের রং খেলায় কড়া চাউনির স্ক্যানার। এত নজরের কাঁটাতার ড্রিবল করে প্রিয়ার গালে আবির যে ছোঁয়াত, তার স্পর্ধাকে কুর্নিশের অভাব হত না।

বিকেলে কচি মুখের রাধাকৃষ্ণের গানে নিধুর বাগানে হোলি খেলার ডাক। ছেলেবেলার সেই কানে শোনার বিভোরতা আজও টাটকা শিক্ষিকা সুদীপ্তা চক্রবর্তীর- ‘পাড়ার নিধুবাবুর সেই বড় বাগান কোথায়, যেখানে সবাই হোলি খেলে?’ কৃষ্ণ নয়, রাধিকা জোটানোটাই সমস্যা। মেয়ে কোথায়? স্নো- পাউডার শাড়িতে রাধিকারূপী বালকের আর্তি ‘মিনতি করি, ওহে কালাচাঁদ আর মেরো না পিচকিরি…।’ নিমন্ত্রণ কীসের? সটান রাধামাধবের পুজোতে ভরপেটে ঢেঁকুর দস্তুর। মাধুকরী প্লাস বাড়ির অনুদানে রাতে পিকনিক।

খুনি, কালি, বাঁদর রং, ড্রেনের জল, গোবর জল, পোড়া মোবিলে হোলি ছ্যা-রা-রা। দম ছিল বটে গতরে। সুগার, কোলেস্টেরল, জিমের তাড়না আকীর্ণতাহীন সেই নরদেহের চাহিদায় রেড মিটের দোকানে লম্বা লাইন। তৃপ্তি-অতৃপ্তির সীমান্তে সিদ্ধির শরবত, ভাং-এর বড়া, লুকিয়ে হাতেখড়ি। টালমাটাল পা রাস্তার পাশে চিতপটাং অচেতন। অট্টহাসিতে এ-ও’কে দেখায়, ও তাকে। গোটা সাবান ক্ষয়েও তনুতে রঙের ছাপ বহুদিন।

চিলতে টিপ দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে ‘হোলি হ্যায়’। জামা ছিঁড়ে ইলেক্ট্রিক তারে ছুড়ে রংবাজি ভ্যানিশ। রঙের ভয়হীন বিকেল ছিমছাম। ক্লাবে, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টেড হোলি এখন এটিকেটেড টিপটপ।

ফ্ল্যাশব্যাক দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনলেও পরিবর্তন স্বাভাবিক সত্য। বাবার ট্যালকম পাউডারের কৌটো ঝাঁকিয়ে হোলির মৌতাতে পঁচাত্তর পেরোনো শিখা দে’ মজলেও, তাঁর নাতনি আগে সানস্ক্রিন মাখবে, তারপর বলবে ‘ইফ ভেষজ রং, দেন ওকে।’

জাতধর্ম, বর্ণের সংকীর্ণতাহীন ঐতিহ্যের উৎসবে আজ রঙেও রাজনীতি। তূণীরে ধর্মের নাগপাশ নিয়ে কেউ ওঁত পেতে। স্কাইক্র্যাপারে আঁধার পাড়াতে হঠাৎ খিটখিটে বুড়ো দিলখুশ ভেজে পিচকারির উচ্ছলে। স্কাই-ফাই যুগেও অপরাজেয় সিগনেচার টিউন ‘রং বরসে…’ জানিয়ে দেয় তরুণ হাসির অরুণ রাগে হ্যাপ্পি হোলির রং মর্মেই লেগে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ঋণের দলিল, খত ৩। বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ৫। অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ, অলংকারের রীতি অনুযায়ী ৬। বাড়ি, গৃহ, আলয় ৭। মধুকর, মৌমাছি ভ্রমর ৯। ঢোল বাজিয়ে কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের ঘোষণা বা প্রচার ১২। পায়রা ১৩। অতি দ্রুতবেগে ঘোরার ভাব, কৃমিনাশক মিঠাইবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। আট পায়ের এই পতঙ্গ জাল তৈরি করে থাকে ২। পদ্মফুল ৩। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর একরূপ ৪। ত্যারছা লম্বা দাগ, টাকা গন্ডা মন ইত্যাদি বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হত ৫। অন্য, অপর ৭। ধারণা, সম্মতি, অভিমত ৮। ভ্রমণ ৯। ছোট ঢোল ১০। রক্ত ১১। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৮৫

পাশাপাশি : ১। কানুন ৪। খর্জুর ৫। হাবা ৭। নাচার ৮। দড়কচা ৯। হাতযশ ১১। বাস্তব ১৩। রফা ১৪। দিবস ১৫। বয়ন।

উপর-নীচ : ১। কামনা ২। নখর ৩। পরবাদ ৬। বাগিচা ৯। হাঙর ১০। শরদিন্দু ১১। বাসব ১২। বলন।

বিন্দুবিসর্গ

বিক্ষোভে অগ্নিমিত্রা

নারায়ণগড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে মহিলা কর্মীকে নির্যাতনের প্রতিবাদে জেলা শাসক কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। নেতৃত্ব দেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পল।

বয়ান রেকর্ড

ট্যাংরা কাণ্ডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দুই অভিযুক্তের বয়ান রেকর্ড করা হল। এর আগে পুলিশের কাছে নিজের জবানবন্দি দিয়েছিলেন মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রসূন দে।

শুটআউটে গ্রেপ্তার

বেলঘরিয়ায় শুটআউটে অবশেষে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত। তাদের হামলায় আহত হয়েছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা।

জিতেন্দ্রর জামিন

আসানসোলের জামুড়িয়ায় জলপ্রকল্প ঘিরে পুলিশের দায়ের করা মামলায় সোমবার আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে এক হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি।

সাত মাসে রাজ্যে ভোটার বেড়েছে সাড়ে ৫ লক্ষাধিক

তালিকায় কারচুপির দাবি তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : লোকসভা ভোটের পর মাত্র সাত মাসে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে তৃণমূল। গত বছর জুন মাস থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জন নতুন ভোটার হয়েছেন। এর পিছনে কারচুপি রয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল। সেই কারণেই এই ভোটারদের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকা যাচাই করতে রাজ্যস্তরে একটি কোর কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটির প্রথম বৈঠকও হয়েছে। ১৫ মার্চ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

তৃণমূল দাবি করছে, বৈধ ভোটারদের অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম রয়েছে। এমনকি ভিনরাজ্যের ভোটারদের নামও তালিকায় রয়েছে। ভোটার তালিকা যাচাইয়ে এবার উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে তৃণমূল। গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৩০টি আসনে। বাকি ২৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আটটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি আসনে ফুটেছিল পদ্মফুল। একটি পেয়েছিল তৃণমূল ও একটি কংগ্রেস। আসন সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গে বিজেপির দাপট অনেক বেশি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই ভোটার বৃদ্ধির হার বেশি। এর পিছনে রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে উত্তরবঙ্গের ভোটার তালিকায় কারচুপি করেছে বিজেপি।

সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

> যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।
>
> **-সুমন কাঞ্জিলাল,** *বিধায়ক কোর কমিটির সদস্য, তৃণমূল কংগ্রেস*

বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্ক্রুটিনি চলছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে, এর ফলে তালিকায় কাদের নাম ঢুকেছে বা বাদ গিয়েছে, তার যেমন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে, তেমনই জনসংযোগও করা যাবে। তৃণমূলের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।'

বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর খাসতালুকে ভাঙন

কলকাতায় তৃণমূল ভবনে বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার।

পদ্ম বিধায়কের তৃণমূলে যোগ

কলকাতা, ১০ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁর সঙ্গে এদিন দল ছাড়লেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শ্যামল মাইতি। এদিন বিকালে বাইপাসের পাশে তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাপসীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তাপসী বলেছেন, বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতেই তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাপসীর দলত্যাগকে গুরুত্ব দেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, 'জেলায় আমিই শেষকথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।'

২০১৬-য় সিপিএমের টিকিটে হলদিয়া থেকে জিতে বিধায়ক হন তাপসী। ২০২০-তে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের পর সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। দলে ও জেলার রাজনীতিতে তাপসী শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বলেই পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এদিন তাপসীর তৃণমূলে যোগদানে অস্বস্তিতে বিজেপি। মুখে বিড়ম্বনার কথা অস্বীকার করলেও তাপসী ইস্যুতে অস্বস্তিতে শুভেন্দুও। তাপসীর দলবদলের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানিয়েছেন, দলের নিয়ম মেনে জেলা সভাপতির পদ ছাড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের মতপার্থক্য হয়। একইসঙ্গে দলের বিধায়ক ও জেলা সভাপতি দুই পদই রাখতে চেয়েছিলেন তাপসী। দল তা মেনে না নেওয়ায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি। এবার দলের সাংগঠনিক নির্বাচন পর্বে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও বিধায়কই আর জেলা সভাপতি থাকতে পারবেন না। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'দলের এই নিয়ম বাকি বিধায়করা মানলেও তিনি মানতে চাননি। উনি তো দলের ঊর্ধ্বে নন।' তমলুক বিজেপি সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই তমলুকের সাংসদ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল। হলদিয়ার ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ২০২১-এ বিজেপির প্রার্থী হিসেবে হলদিয়ায় জেতার পর থেকেই জেলায় সংগঠনের রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাপসী। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব সায় না দেওয়ায় সংগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন যাবৎ দলের কোনও সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মসূচিতে যোগ দিতেন না হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল।

> জেলায় আমিই শেষকথা। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**
> *বিরোধী দলনেতা*

তাপসীকে হারিয়ে ভাঙনের খেলায় বিজেপির অনাগ্রহ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ মার্চ : হলদিয়ার বিজেপি বিধায়কের তৃণমূলে যোগদানে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির রণকৌশল নিয়ে নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। তাদের মতে, দল ভাঙিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের কৌশল থেকে সরে আসতে চাইছে বিজেপি। তার প্রভাব পড়তে পারে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনেও। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

২০১৪ থেকে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য শাসকদল তৃণমূলকে ভেঙে বিজেপিকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েছিলেন অমিত শা-নরেন্দ্র মোদিরা। সেই লক্ষ্যেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়কে বিজেপিতে টেনে তৃণমূল ভাঙার খেলা শুরু করেছিল বিজেপি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়ের যৌথ নেতৃত্বে একসময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্ত, ভারতী ঘোষের মতো তৃণমূল নেতারা। কৈলাস, মুকুলদের সেই উদ্যোগে সমর্থন ছিল না আদি বিজেপি ও আরএসএসের। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে তা গিলতে হয়েছিল রাজ্য বিজেপিকে।

নানা ঘটনায় তা নিয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮টি আসন জিতে একুশের বিধানসভায় রাজ্যে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে রীতিমতো প্রত্যাশা জাগিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু শেষে প্রধান বিরোধী দল হয়েই ইনিংস শেষ করতে হয় বিজেপিকে। অনেকেই মনে করেন, বিজেপির এই দলবদলু রাজনীতি যে রাজ্যের বিরোধী মানুষ ভালোভাবে নেয়নি তার হাতেগরম প্রমাণ মিলেছিল এই ঘটনায়।

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'এটা আমার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ দাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্তদের তো রাজ্যের মানুষই বর্জন করেছে।' কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও দলবদলু রাজনীতি নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সমন্বয় বৈঠকে বসেছিল আরএসএস। সেখানে আরএসএসের তরফে বিজেপিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সাহায্য নিতে গেলে রাজ্যের সংগঠনের শীর্ষ পদে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেখানেই জনপ্রতিনিধিদের সাংগঠনিক দায়িত্বের বাইরে রাখা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তাপসীর বদলা হিসেবে আমরা কোনও তৃণমূল নেতাকে দলে নেব না। তৃণমূলের দাগি নেতারা দলে আসুন বা তাঁরা প্রার্থী হন এটা মানুষ চাইছে না। প্রয়োজনে আমরা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে প্রার্থী করব।'

যাদবপুরে বৈঠক, তবে ওমপ্রকাশকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১০ মার্চ : ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার ক্যাম্পাসে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাতে প্রথমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যোগ দিলেও বাম ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেননি। পরে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে যোগ দেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'আজাদ কাশ্মীর' ও 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' লেখা পোস্টার নিয়ে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলনে ঝামেলার পর এদিনই বিশ্ববিদ্যালয় যান ওমপ্রকাশ। কিন্তু তাঁর বিভাগে ঢোকার মুখে এসএফআই সদস্যরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার দিন দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন ওমপ্রকাশ। ওঁর আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়। ওমপ্রকাশের মতো অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে ক্যাম্পাসে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এ বিষয়ে ওমপ্রকাশ বলেন, 'আমি একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক। ঘটনার দিন আমাকে আটকানোর চেষ্টা করা

আজাদ কাশ্মীর স্লোগান

হয়েছিল, মারধর করা হয়েছিল। কেন এসব করা হয়েছিল, তার জবাব দিতে হবে ওদের। আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আমি কাউকেই ভয় পাই না।' ওইসময় রীতিমতো হাত জোড় করতে দেখা যায় ওমপ্রকাশকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাদা পোশাকে পুলিশ আসে। এই নিয়ে ফের উত্তেজনা শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন পুলিশ ঢুকবে? উল্লেখ্য, আগের দিনের ঘটনা মাথায় রেখে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দিধারী পুলিশ ও ভিতরে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন ছিল। যদিও ওমপ্রকাশ জানান, পুলিশ আসার বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। এই বিষয়ে ওয়েবকুপার সহ সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'আজকেও কিছু ছাত্র যে আচরণ করেছেন তা নিন্দনীয়। ছাত্রদের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার আশা করা যায় না।'

এদিন বৈঠকে ছিলেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত, রেজিস্ট্রার কণিষ্ক সরকার, ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় সহ বিভাগীয় প্রধানরা। টিএমসিপির তরফে একটি দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই ধরনের ঘটনা বন্ধের দাবি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানায় টিএমসিপি। পরে অবশ্য এসএফআই, ডিএসও সহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলির দু'জন করে সদস্য বৈঠকে যোগ দেন।

জয়মাল্যর নিয়োগে কেন্দ্রের অনুমোদন

কলকাতা, ১০ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার আইনমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপতি বাগচীর নিয়োগে সিলমোহর দিয়েছেন। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে আরও এক বাঙালি যুক্ত হতে চলেছেন। ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে তাঁর নাম সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে আইনমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল এই বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। একজন

বাঙালি বিচারপতি হিসেবে শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার খবরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে আমার অভিনন্দন। তিনি আজ রাষ্ট্রপতি দ্বারা শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার সম্মতি পেয়েছেন। যা আমাদের গর্বের। তাঁর যাত্রা সফল হোক।'

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনজনের নামে সম্মতি দেয় কেন্দ্র। স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে চলতি সপ্তাহে শপথ গ্রহণ করবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী।

ফাগুন বেলা...

সিউড়ির তিলপাড়া জলাধারের পাশে। সোমবার তথাগত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

মূর্তিভাঙা ইস্যুতে রাজভবনে শুভেন্দু

কলকাতা, ১০ মার্চ : রাজ্যজুড়ে মন্দির ও মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সরব বিজেপি। সোমবার এই ইস্যুতে বিধানসভা থেকে মিছিল করে রাজভবনে যান শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। রাজভবনে রাজ্যপাল না থাকায় সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে শুভেন্দু জানান, রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ধর্মীদের স্থানের ওপর যেভাবে আক্রমণ চলেছে, তাতে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে এখানেও। শুভেন্দুর অভিযোগ, হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের ওপর এই হামলার ঘটনায় পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি মন্দির ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটকে একজোট করতে মেরুকরণের রাজনীতিই হাতিয়ার বিজেপির। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হিন্দু মন্দির ভাঙার ঘটনাকে রাজ্যের জেলায় জেলায় ধর্মীয় স্থানের ওপরে আক্রমণের সঙ্গে জুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে যাদবপুর লোকসভাকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। সেই লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিকের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি যাদবপুরে নাগরিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, আগামী ১৯ মার্চ তাঁরা বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল করবেন। মুখে কালো কাপড় বেঁধে, কালো ব্যাজ পরে স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে লিফলেট বিলি করবেন তিনি।

পাশাপাশি দুষ্কৃতী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরকে গঙ্গাজল ঢেলে পবিত্র করে তার সংস্কার কাজ শুরু করবে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বারুইপুরে শুভেন্দু ও বিজেপি বিধায়কদের স্বাগত জানাই। ওঁরা চাইলে মাইক বেঁধে সভার মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারি আমরা। তবে নন্দীগ্রাম থেকে লোক আনার দায় ওঁকেই নিতে হবে।'

নেতা গ্রেপ্তার

কলকাতা, ১০ মার্চ : জাল নথির মাধ্যমে জমি হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার এক তৃণমূল নেতাকে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ আদালতের।

শিল্প-রিপোর্টে এগিয়ে বাংলা, পোস্ট মমতার

কলকাতা, ১০ মার্চ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে বলে বার বার দাবি করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের একটি রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী ফের একই দাবি তুললেন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিসের অ্যানুয়াল সার্ভে অফ আন ইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইজেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের ১৩.৮১ শতাংশ শ্রমিক উৎপাদন শিল্পে যুক্ত রয়েছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। রাজ্যে উৎপাদন সম্পর্কিত উদ্যোগের পরিমাণ ১৬.০২ শতাংশ এবং অন্যান্য পরিষেবা রয়েছে ১৩.০৯ শতাংশ।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই রাজ্যে মহিলাদের উদ্যোগের পরিমাণ দেশের সর্বোচ্চ, ৩৬.৪ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১২.৭৩ শতাংশ যুক্ত রয়েছেন মহিলাকর্মী।

মা ক্যান্টিনের সুবিধা

কলকাতা, ১০ মার্চ : গত ৪ বছরে রাজ্যের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ মা ক্যান্টিনের খাবার খেয়েছেন। প্রতিমাসে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ এই ক্যান্টিনের খাবার খান। সোমবার বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ব্লক ও শহর এলাকায় এই মা ক্যান্টিন চলছে। এছাড়াও রাজ্যের ৩৩টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু আছে। এই প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ইতিমধ্যেই ১২৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগামীদিনে ক্যান্টিনের মানোন্নয়ন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।'

কাজের টোপে ধর্ষণ

কলকাতা, ১০ মার্চ : কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভবানীপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কীর্তি মেহতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দিল্লির বাসিন্দা এক তরুণীকে কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে ধর্ষণ করেন তিনি। ওই তরুণী কলকাতার এক পানশালায় কাজ করেন। ৭ মার্চ ভবানীপুরের একটি হোটেলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। তরুণীর অভিযোগে রবিবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নৌশাদ

কলকাতা, ১০ মার্চ : নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কাজ করা যাচ্ছে না বলে আগেই বিধানসভায় অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। সোমবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে সেই অভিযোগই ফের জানিয়ে এলেন। প্রায় ২০ মিনিট কথা বলেন নৌশাদ। তখনই তিনি এই অভিযোগ করেন।

ভেষজ আবিরের কদর বেশি

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ মার্চ : স্নিগ্ধ বাতাস ও পলাশের বাহার জানান দিয়েছে, বসন্ত এসেছে। মাত্র ৪ দিন পরেই সকলে মেতে উঠবে রংয়ের উৎসবে। তার আগেই শেষ রবিবার জমজমাটি পসরা সাজিয়ে বসেছেন বড়বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীরা। এখন আর রাসায়নিক মিশ্রিত রং নয়, বরং ভেষজ আবিরের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে মানুষের। স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব ভেষজ আবিরের চাহিদাই তাই বেশি। আর তার জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা। ফুলের তৈরি ভেষজ আবিরের দাম সামান্য বেশি হলেও চাহিদা কম নয়। সেই সঙ্গে পিচকিরি, টুপি, মুখোশ, বেলুন সহ দোলের রকমারি সরঞ্জাম দেদার বিক্রি হচ্ছে। রবিবার বড়বাজারের পাইকারি

বাজার ঘুরে দেখা গেল, দোলের আগে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উৎসাহ তুঙ্গে।

সবুজ, গেরুয়া, গোলাপি রং প্যাকেট করতে করতে বিক্রেতা গণেশ ঘাঁটি বলেন, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। রাজ্যের বাইরে থেকেও অর্ডার এসেছে। সেগুলিই প্রস্তুত করে রাখছি। এখন আর কেউ কৌটোর রং কেনেন না। ভেষজ আবিরই বেশি কেনে। আমার দোকানে ফুলের তৈরি আবিরও রয়েছে। ভালো মানের হলে দাম একটু বেশি থাকলেও ক্রেতারা তা দিতে কার্পণ্য করেন না।' তিন পুরুষ ধরে রং প্রস্তুত ও বিক্রি করে আসছেন শিবু শংকরের পরিবার। এবার সবুজ, গেরুয়া, হলুদ, গোলাপি রংয়ের ভেষজ আবিরের জোগান দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন শিবু। বললেন, 'আমার বাবা-ঠাকুরদার আমলে বাড়ির কারখানাতেই রং তৈরি হত। এখন কিনে এনেই বিক্রি করি।' গোডাউনে আবিরের প্যাকেট বিক্রির জন্য রেখেছেন সমীর ধোসি।

বরাত অনুযায়ী কর্মচারীদের আবির প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিতে দিতে তাঁর বক্তব্য, 'রাসায়নিক মিশ্রিত কৌটোর রংয়ের দিন শেষ। এখন মানুষ কর্মব্যস্ত। তাই রং খেলার পর সহজেই তা পরিষ্কার করা যায় এমন স্বাস্থ্যবান্ধব আবির খেলাই পছন্দ করেন বেশিরভাগ লোক। ১৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত প্যাকেটজাত আবির রাখছি। এবছর আবার নতুন রিমোট কন্ট্রোল পিচকিরিও এসেছে।'

২১ উকিলের বিরুদ্ধে কোর্টের রুল জারি

কলকাতা, ১০ মার্চ : নজিরবিহীনভাবে বিচারককে হেনস্তার মামলায় এক সরকারি আইনজীবী সহ ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, বসিরহাট আদালতের ওই ২১ জন আইনজীবীকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না। সোমবার একটি মামলার শুনানিতে বসিরহাট আদালতে সরকারি আইনজীবী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায় ডিভিশন বেঞ্চের রোষের মুখে পড়েন। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই সরকারি আইনজীবী একটি পকসো মামলায় নিম্ন আদালতে সওয়াল জবাব পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে নির্যাতিত শিশু উপযুক্ত বিচারপ্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিচারপতি বসাক তাই এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। ওঁকে সরকারি আইনজীবীর পদে রাখা যাবে না। শেরিফকে ডেকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব।'

ঘটনার সূত্রপাত বসিরহাট আদালতে অতিরিক্ত বিচারককে হেনস্তাকে কেন্দ্র করে।

চা পর্যটন পরিকল্পনা নিয়ে সক্রিয়তা

মমতার নির্দেশে দায়িত্বে শ্রম দপ্তর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ মার্চ : বন্ধ-পরিত্যক্ত চা বাগানের জমির মালিকরা চা পর্যটনের কাজে তা লাগাতে চাইলে কোনও বাধাই ধোপে টিকবে না। তবে মালিকদের রাজ্য সরকারের দেওয়া শর্ত মানতেই হবে। সোমবার এটা স্পষ্ট করে দিলেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীও বটে। চা পর্যটনের এই বিষয়টি তাঁকেই দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো কাজও শুরু করে দিয়েছেন মলয়বাবু। এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা শুরু করেছে মলয়বাবুর দপ্তর। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী আগে যেসব মালিক বাগানের পরিত্যক্ত জমি সরকারের শর্তাদি মেনে ঠিকমতো কাজে লাগাচ্ছেন না বা লাগাননি, তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। এই নিয়ে চা বলয়ের স্থানীয় কিছু এলাকায় শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ওঠায় সরকার কিছুটা বিব্রত। নবান্নের কাছে খবর, বিষয়টি স্থানীয় চা বাগান এলাকায় রীতিমতো স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। সরকার বিরোধীরা এর সুযোগ নিতে চাইছে। এটা বন্ধ করতেই সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে চায় পুরোটা খতিয়ে দেখেই। যা নিয়ে মলয়বাবুর দপ্তর ইতিমধ্যেই সরেজমিন খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে।

চা বাগান এলাকায় পরিত্যক্ত জমিতে সরকারি এই পরিকল্পনা সফল

> ২৮৫টি চা বাগানের কত পরিত্যক্ত জমি আছে সমীক্ষার ভিত্তিতে তা সরকারের নজরে আছে। জমির পরিমাণ প্রকাশ্যে না এনে সরকার চায় আগে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব আসুক মালিকদের পক্ষ থেকে। তারপর সবটা বিষদে খতিয়ে দেখে সরকার অনুমোদন দেবে।
>
> **মলয় ঘটক**
> শ্রম ও আইনমন্ত্রী

করতে মুখ্যমন্ত্রী এবার বিশেষ আগ্রহী ও সেই সঙ্গে উদ্যোগীও। শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মূলত এই পরিকল্পনা সফল করতে চাইছেন। আগের তুলনায় চা বলয়ে শাসকদলের প্রভাব কিছুটা হলেও বেড়েছে। এখন আবার টি ট্যুরিজমের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তা আরও বাড়াতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে পরিত্যক্ত জমি সরকারি শর্ত মেনে যাতে ব্যবহার হয়, এবার তার ওপর বিশেষ নজরদারি রাখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। এই নিয়ে কোনও অভিযোগের কথা শুনতে নারাজ তিনি। আগে ১৫ শতাংশ পরিত্যক্ত জমি চা পর্যটনের কাজে লাগাতে পারতেন চা বাগান মালিকরা। এবার ওই জমির সীমা আর ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আগাম সতর্ক থাকতে এবার একসঙ্গে ৩০ শতাংশ পরিত্যক্ত জমি মালিকরা এই কাজে সরকারি অনুমোদন পাবেন না। প্রথমে তাঁদের ১৫ শতাংশ অনুমোদন দেওয়া হবে। পরে কাজ সফল করতে পারলে তাঁরা আরও ১৫ শতাংশ পরিত্যক্ত জমি কাজে লাগানোর অনুমোদন পাবেন।

আইনমন্ত্রী এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, ২৮৫টি চা বাগানের কত পরিত্যক্ত জমি আছে সমীক্ষার ভিত্তিতে তা সরকারের নজরে আছে। জমির পরিমাণ প্রকাশ্যে না এনে সরকার চায় আগে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব আসুক মালিকদের পক্ষ থেকে। তারপর সবটা বিষদে খতিয়ে দেখে সরকার অনুমোদন দেবে। শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয়টি টি ট্যুরিজম গড়ার পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক।

মন্ত্রী জানান, আগে যেসব মালিক এই কাজে জমির অনুমোদন নিয়েও ঠিকমতো কাজে লাগাননি বা শর্ত মানেননি বলে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। সেরকম অভিযোগ প্রমাণিত হলে সরকার ব্যবস্থা নেবেই। আপাতত চা পর্যটন পরিকল্পনার সব দিকেই সরকার বিশেষ নজর রাখছে।

পণের দাবিতে বধূকে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১০ মার্চ : রোজা রাখছেন। ভোরবেলা পরিবারের জন্য সেহেরির খাবার তৈরি করছিলেন। ভাবতে পারেননি স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সেই সময়টাতেই তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করে বসে আছে। প্রথমে শ্বাসরোধ করে, তারপর মুখের ভেতর ও গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হল গৃহবধূকে। সোমবার ভোরে চাঁচল থানার সাহুরগাছি গ্রামের ঘটনা। নির্যাতিতার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে যাওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বামী ও শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূর নাম রিয়া পারভিন (২১)। বছর তিনেক আগে সাহুরগাছি এলাকার সাদ্দাম আলির সঙ্গে রিয়ার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বাবার বাড়ি

> এর আগেও এদের অশান্তি লেগেই থাকত। আজকে ভোরবেলা চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম।
>
> **শেখ রাহুল**
> প্রতিবেশী

থেকে মোটা অংকের পণের টাকা আনার জন্য তাঁর উপর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি অত্যাচার চালাত। একটি পুত্র সন্তান জন্মানোর পরেও সেই অত্যাচার কমেনি। তিনবার গ্রামে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু তাতে সুরাহার বদলে রিয়ার ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে। এদিন ভোরবেলা সেহেরির প্রস্তুতি সারার সময় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি ফের রিয়ার উপর চড়াও হয়ে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার কথা বলে। অভিযোগ, রিয়া রাজি না হওয়ায় ওরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মারধর করতে শুরু করে। প্রথমে তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

তারপর জোর করে মুখের ভেতর পেট্রোল ঢেলে গিলতে বাধ্য করা হয়। গায়েও পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা হতেই রিয়া মরিয়া হয়ে প্রাণপনে চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশী শেখ রাহুল বলেন, 'এর আগেও এদের অশান্তি লেগেই থাকত। আজকে ভোরবেলা চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম।'

মারধরের কারণে এবং পেট্রোল খেয়ে নেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন রিয়া। প্রতিবেশীরা তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। রিয়ার মা তারজুনা বিবি চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, 'প্রতিবেশীরা ঠিক সময়ে না এলে আজ হয়তো মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে দিত। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করছে। পুলিশ কঠোর শাস্তি দিক এটাই চাই।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এনবিএসটিসি'র বাসে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সোমবার ময়নাগুড়িতে।

বাসে আগুন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১০ মার্চ : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেল যাত্রীবোঝাই সরকারি বাস। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ি শহরের সুভাষনগর স্কুল মোড়ে ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ায়। যাত্রীরা কোনওক্রমে দরজা ও জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন। যাত্রীদের জ্বলন্ত বাস থেকে বের করতে গিয়ে বাসের চালক ইমতাজ খান জখম হন। চালকের দুটি হাত আগুনে মারাত্মক জখম হয়। হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভান। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাসের গিয়ার বক্সের নীচে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ঘটনার পর উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। ভস্মীভূত বাসটির কোনও বিমা করা ছিল না।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, 'ঘটনায় পর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে সদর দপ্তরে জরুরি বৈঠক হয়েছে। কারও গাফিলতি রয়েছে কি না ও দুর্ঘটনার কারণ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মালবাজার ডিপোর। এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ জলপাইগুড়ি শান্তিপাড়া ডিপো থেকে বাসটি ছেড়ে মালবাজারে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাসটি রওনা দেবার আগেই ডিপোর মধ্যে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সে কারণে বাসটি ১০ মিনিট দেরিতে রওনা হয়। ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার পর বাসের গিয়ার বক্সের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বাসের চালক বাসে থাকা আগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

বাসে তখন প্রায় ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই

> **রক্ষা যাত্রীদের**
> - ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার পর বাসের গিয়ার বক্সের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়
> - কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে
> - হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী

নিত্যযাত্রী। আতঙ্কে তাঁরা চিৎকার শুরু করেন। কেউ জানলা দিয়ে বের হতে গিয়ে জখম হন। কেউ বাসের দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় আঘাত পান। তাঁদের মধ্যে মেটেলি টিলাবাড়ির বাসিন্দা রাখি সিং ও মালবাজারের শিবানী দাসের আঘাত বেশি থাকায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। সকাল ১০টা নাগাদ এমন ঘটনায় শহরেও আতঙ্ক ছড়ায়। দুর্ঘটনাস্থলের পাশে বাড়ি শিক্ষক আনন্দশংকর দামের। এদিন দুর্ঘটনার পর তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নেন বাসের আতঙ্কিত যাত্রীরা। আনন্দবাবু বলেন, 'আগুন লাগার পর বাসটি চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এলাকার বাসিন্দারা সহযোগিতা না করলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হত।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গোটা বাসটি দাউদাউ করে জ্বলে যায়। বাসের একাধিক যাত্রীর ব্যাগ সহ অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে যায়। আগুনের জেরে ব্যস্ত সময় ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দমকল এসে আগুন নেভানোর পর নিগমের কর্তারা এসে বাসটির পোড়া কাঠামো ময়নাগুড়ি ডিপোয় নিয়ে যান।

স্নেহাশিস দাস চৌধুরী নামে এক বাস যাত্রী বলেন, 'বাসের পেছনের দিকের আসনে বসেছিলাম। হঠাৎ চলন্ত বাসে সহযাত্রীরা আগুন আগুন বলে চিৎকার করতে থাকে। সামনের দিকে ততক্ষণে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যাওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে বাসের জানলা ভেঙে লাফ দিয়ে বাইরে আসি।'

বাসের কনডাক্টর জ্যোতিপ্রকাশ রায় বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার আগে বাস থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। হঠাৎ করে বাসের ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে।'

এদিকে, বিমা না থাকা একটি বাস এভাবে যাত্রীদের নিয়ে রাস্তায় নামানোয় যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেবকুমার সেনগুপ্ত নামে এক বাসযাত্রী বলেন, 'রওনার হওয়ার আগেই বাসটিতে সমস্যা ছিল। নিগমের কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাসটি ঠিক করার চেষ্টা করেন। বাসগুলিকে এভাবে রাস্তায় নামানো কোনওভাবেই উচিত নয়।' যদিও নিগমের চেয়ারম্যানের যুক্তি, 'সরকারি গাড়িগুলির বিমার বদলে দুর্ঘটনার জন্য একটি ফান্ড তৈরি হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেই ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হয়।'

মাকাল ফল

প্রথম পাতার পর

চিকিৎসা পরিষেবা তো মহকুমা বা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নেই।' ক্ষোভের এই তালিকা অনেকটা দীর্ঘ। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় হৃদরোগ, কিডনির সমস্যা, স্নায়ুরোগ সহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হলে ইসলামপুরের আমজনতার কালঘাম ছুটে যায়। প্রথম অবস্থায় শিলিগুড়ির নার্সিংহোম ভরসা। সেখানেও কাজ না হলে কলকাতা। আর শেষে তো দক্ষিণ ভারত আছেই। বিত্তশালীদের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া যত সহজ, সাধারণ গরিব মানুষের জন্য তা ততটাই কঠিন। জমি, বাড়ি, ঘটিবাটি বিক্রি করে আপনজনকে বাঁচাতে গরিব মানুষকে বাইরে ছুটতে হয়। উল্লেখ্য, ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি এবং নিউরোলজি বিভাগ তো দূরের কথা, চিকিৎসকের অভাবে এখানে একটি হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি।

কয়েক লক্ষ বাসিন্দা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিভিন্ন ব্লকে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়া সেখানে আর কিছু মেলে না। উল্লেখ্য, এক সময় কার্ডিওলজি এবং নিউরোলজি বিশেষজ্ঞরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে এসে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আউটডোর শুরু করেছিলেন। অল্প কিছুদিন চলার পরে ওই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়।

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক তথা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ পার্থ ভদ্র বলেন, 'নামেই সুপারস্পেশালিটি। আসলে সবটাই আই ওয়াশ। নাম থাকলেও সুপার স্পেশাল কোনও চিকিৎসা এই হাসপাতালে হয় না। বিষয়টি দুর্ভাগ্যের।' প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর ইউনিটের সভাপতি শান্তনু দত্তের মন্তব্য, 'সুপারস্পেশালিটি চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বেগের, তা অস্বীকার করব না। আসলে চিকিৎসক সংকট এই সমস্যার অন্যতম কারণ। মেডিকেল কলেজগুলিতেও চিকিৎসক সংকট রয়েছে।' ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর ইউনিটের সভাপতি তথা মহকুমা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন কুণ্ডু বলেন, 'সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গাইনিকলজি বিভাগ ও সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা ছাড়া আর কিছু হয়নি। আসলে সুপারস্পেশালিটি বলা যত সহজ, কাজে সেটা করে দেখানো ততটাই কঠিন। সকলেই আমরা ভুক্তভোগী।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসক বলেছেন, সবটাই আসলে ভাঁওতাবাজি। অদূরভবিষ্যতেও সুপারস্পেশালিটি পরিষেবা আদৌ ইসলামপুরে শুরু করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। উল্লেখ্য, হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। বাকি কর্তারাও মুখ খুলতে নারাজ। তবে এক কর্তা জানিয়েছেন, চিকিৎসক সংকট সেই অর্থে নেই। আবার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাথা ঘামানোর অনুমতি নেই বললেই চলে। ফলে ঊর্ধ্বতন স্তরে এই মর্মে কেউ তদ্বির করেন না। হাসপাতালে পরিষেবাও পাওয়া যায় না।

ধৃত বাংলাদেশি

কিশনগঞ্জ, ১০ মার্চ : কিশনগঞ্জ জেলার পাঠামারি সীমান্তে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি। ধৃতদের নাম সাগর আলম (৪৩), মহম্মদ সাহারর সজীব খান (৩০)। তারা ঢাকা ও গোয়ালন্দঘাটের বাসিন্দা। রবিবার এসএসবি দুজনকে আটক করে পাঠামারি থানার হাতে তুলে দেয়। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, তারা নেপালে যাচ্ছিল। দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত টপকে এদেশে ঢুকেছিল। ধৃতদের থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট, মোবাইল ছাড়াও আমেরিকা, নেপাল ও ভারতীয় মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

হিন্দির উগ্র

প্রথম পাতার পর

ভিজগা ইন্ধি। হিন্দি নিপাত যাক। এই স্লোগানের বয়স আরও পুরোনো। সেই পেরিয়ার ইভি রামস্বামীর আমলের। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তখন সি রাজাগোপালাচারি। তিনি সব স্কুলে বাধ্যতামূলক হিন্দিশিক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন। আর তাতেই আগুন জ্বলে ওঠে গোটা রাজ্যে। মিটিং, মিছিল, অনশন চলতে থাকে টানা তিন বছর। পুলিশ হেপাজতে প্রাণ হারান দুজন। গ্রেপ্তার হন ১১৯৩ জন। ১৯৩৯ সালে সরকারের পতনের পর ১৯৪০ সালে বাধ্যতামূলক হিন্দির আদেশ উঠে যায়।

বিন্ধ্যের উত্তরের শাসকদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে দাক্ষিণাত্য। হিন্দি তাদের কাছে আর্য আধিপত্যবাদ। তামিল ভাষা, সাহিত্য নিয়ে অস্মিতা এখনও অটুট। শুধু তামিলই নয়, তেলুগু ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন পট্টি শ্রীরামুলু। তেলুগুভাষীদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিতে একটানা ৫৬ দিন অনশন করে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই নেহরু তৈরি করেন অন্ধ্রপ্রদেশ। যতই জাতীয় ঐক্যের কথা বলে হিন্দিকে চাপানোর চেষ্টা হয়েছে ততই পালটা প্রতিরোধ হয়েছে দক্ষিণে।

কর্ণাটকেও তীব্র হিন্দি বিরোধিতা মাঝেমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দু- হিন্দি-হিন্দুস্তানের গোবলয়ের পাচন কিছুতেই গেলানো যায়নি দক্ষিণীদের। মাতৃভাষা নিয়ে তাঁরা গর্বিত। ত্রিভাষা সূত্রের নামে হিন্দি চাপানোয় যেমন নেহরু, শাস্ত্রী, মোরারজি থেকে বাজপেয়ী, অধুনা মোদি-শা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। হিন্দির প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। অথচ দেশের অন্য ভাষাগুলোও সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। নানাভাবে নানা যুক্তিতে প্রতিবছর হিন্দি দিবসে ভাষণ দেন কেন্দ্রের মন্ত্রীরা। কর্মচারীদের জন্য চালু রয়েছে রাজভাষা পুরস্কার। বাকি ভাষারা সতিন। এই হিন্দি দিবস নিয়েই আট বছর আগে তুলকালাম বেধেছিল বেঙ্গালুরুতে। মেট্রো রেলের সাইনবোর্ড থেকে হিন্দি মুছে দিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা।

আর আমাদের এখানে হিন্দি নিয়ে কথা তোলাই প্রাদেশিকতা। অথচ চোখের সামনেই ধীরে ধীরে কলকাতার কথ্যভাষা পালটে যাচ্ছে। এখন উলটে অ-বাংলাভাষীরাই হুকুম করে হিন্দিতে কথা বলতে। আমরা প্রতিবাদটুকুও করি না। পালটা যুক্তি দিয়ে আমরা বলে থাকি কলকাতা কসমোপলিটান, বহু জাতির একত্রে বাস এখানে। যেন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই কসমোপলিটান নয়। আমরা বাচ্চাদের হাত ধরে নিয়ে যাই হিন্দি শেখার ক্লাসে। তারা বাংলা বললে অভিভাবকরা লজ্জা পান। বাচ্চার 'বাংলাটা ঠিক আসে না' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বাংলা এখন ধ্রুপদি ভাষা, এই স্বীকৃতি আমাদের এখনও অবশিষ্ট আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এই আমরাই কত কী বলে থাকি। অন্যেরা মাতৃভাষা নিয়ে যতই গর্বিত হোক, আমরা তো আর অন্যদের মতো প্রাদেশিক নই। আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। ভাষার জন্য শুধু বাঙালিরাই নয়, অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও প্রাণ দিয়েছিলেন ক'জন জানি আমরা?

আমাদের উদ্দেশে বাংলারই এক কবি বহু আগে লিখেছেন, যেজন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

মার্শাল ডেকে

প্রথম পাতার পর

পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অবশ্য যুক্তি দেন, 'বিরোধী দল ছাড়া বিধানসভায় আলোচনার পরিবেশ থাকে না। কিন্তু বিরোধী দল যে আচরণ করল, তা কাম্য নয়। আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম। কিন্তু এ রকম আচরণ আমরা কোনওদিন করিনি।'

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিধানসভায় অধ্যক্ষর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিরোধী দল যে আচরণ করল, তা কখনও সমর্থন করা যায় না। সেই কারণে মার্শাল ডেকে দুজনকে বের করে দেওয়া ও এক বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পালটা অধ্যক্ষকেই নিশানা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের পর বারুইপুরে সভা করে অধ্যক্ষের মুখোশ খুলব। বাইরে যে গুন্ডামি তৃণমূল করাচ্ছে, বিধানসভার ভিতরে মার্শাল দিয়ে অধ্যক্ষ সেটাই করালেন।'

তাঁর কথায়, 'দীপক বর্মন রাজবংশী নেতা ও মনোজ ওরাওঁ আদিবাসী নেতা। তাঁদের এই অপমান উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও রাজবংশী মানুষ বুঝে নেবেন।' বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বেই বিরোধী দলনেতা সহ চার বিজেপি বিধায়ক এক মাসের জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন। সোমবার অধিবেশনের ওই ঘটনার সময় বিধানসভায় নিজের দপ্তরে বসেছিলেন শুভেন্দু।

পরে আগামী রণকৌশল ঠিক করতে তিনি দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে করেন। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন বয়কট করে বিধানসভার বাইরে কালো ব্যাজ পরে ধর্না দেবেন।

তার আগে অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যে মন্দির ভাঙার কয়েকটি ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনবে বিজেপি। সেই প্রস্তাব গৃহীত না হলে ওয়াক-আউট করবেন দলীয় বিধায়করা। এরপর ১৯ মার্চ বারুইপুরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে লিফলেট বিলি করবেন তাঁরা।

৮০ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মানুষের কাছে সিম কার্ড বিক্রি করত বলেও জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি, অন্যের আধার, ছবি জোগাড় করে বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা চালাত। পুলিশ সুপার বলেন, 'এভাবে হাতানো টাকা দেশবিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। সইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে। তার জামিন নামঞ্জুরের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হচ্ছে।' হেপাজতে থাকা সইদুলকে পুলিশ মঙ্গলবার আদালতে পেশ করবে। তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে ফের সইদুলকে হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হবে বলে তিনি জানান।

ঘরে মায়ের দেহ, পরীক্ষা দিল ছেলে

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'অঞ্জুর কোনও অসুখ ছিল না। হঠাৎ যে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' রূপঙ্করের জেঠু মধুসূদন ভাদুড়ির কথায়, 'এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ রূপঙ্কর মায়ের পাশে মাটিতেই শুয়ে পড়েছিল। বলছিল, আর কোনও পরীক্ষা দেবে না। খবর পেয়ে স্কুলের শিক্ষকরা এসে তাকে খুব করে বোঝান। এরপরই সে পরীক্ষা দিতে রাজি হয়। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া ও দাহকার্য সম্পন্ন করে রূপঙ্কর। ওর জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।'

রূপঙ্কর বলে, 'আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। শিক্ষকদের কথাতেই পরীক্ষায় বসেছি। কী লিখেছি জানি না। মায়ের এভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাস রায় বলেন, 'এমন মর্মন্তুদ ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘটনার কথা জানার পরই স্কুল থেকে দুই শিক্ষক ছাত্রটির বাড়ি যান। তাঁরাই বুঝিয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে রাজি করান। এদিন সে পরীক্ষাও দিয়েছে। তার সাহস অতুলনীয়। আমি তাকে কুর্নিশ জানাই। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। তার সঙ্গে বাড়িও গিয়েছিলাম।'

পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা সেন্টার ইনচার্জ শুভ্রা ঘোষ বলেন, 'ছেলে পরীক্ষা দেবে, এজন্য মা ভাত রান্না করছিলেন। এমন সুস্থ স্বাভাবিক মা এভাবে হঠাৎ চলে গেলেন! এমন কষ্ট বুকে চেপে সে দু'ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা দিয়েছে। আমরা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবার সঙ্গে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে। ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, রূপঙ্করের এখনও আরও কয়েকটি পরীক্ষা বাকি। ঘটনায় কার্যত দিশেহারা বাবাও। তিনি বলেন, 'ছেলে আর কীভাবে লিখবে? আজই ওর মা চলে গেল। এমন শোকের কোনও সান্ত্বনা আছে কি?'

ডিসান ও সুশ্রুতের যৌথ উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো

১০ মার্চ : চোখের চিকিৎসায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে, ডিসান হাসপাতাল এবং সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'ডিসান-সুশ্রুত আই কেয়ার' নামে কলকাতায় এই আধুনিক পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাতে উপস্থিত ছিলেন ডিসান হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত এবং সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনের প্রিন্সিপাল ওনার ডাঃ রতীশচন্দ্র পাল।

ডিসান হাসপাতালের চেয়ারম্যান বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদল নিয়ে আমরা উন্নত চক্ষু চিকিৎসা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' অন্যদিকে, সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনের ওনারের কথায়, 'ডিসান হাসপাতালের শক্তিশালী পরিকাঠামোর সঙ্গে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দক্ষতা একত্রিত হলে, আরও বৃহত্তর পরিসরে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।'

বোলাররাই জেতান

প্রথম পাতার পর

চাকরি বেঁচে যাওয়ার স্বস্তিতে ভরপুর গম্ভীরের কথায়, 'প্রথম দিন থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম, ছয়জন বোলার নিয়ে খেলব। প্রয়োজনে কোনও ব্যাটারকে বসিয়ে রাখা হবে। বাস্তবে সেটাই করেছি আমরা। কারণ, আমি বিশ্বাস করি ব্যাটাররা ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা জেতায় প্রতিযোগিতা।' কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের সাফল্যের মূলেও এমনই ভাবনা ছিল। তিনি নিজেই সেকথা গতকাল রাতে তুলে ধরেছেন। গম্ভীরের কথায়, 'কেকেআরের আইপিএল অভিযানের সময়ও আমরা ছয়জন বোলার নিয়ে খেলেছিলাম। পরে ভারতীয় কোচ হওয়ার পর শ্রীলঙ্কা সফরে এভাবেই খেলেছিলাম আমরা। রিয়ান পরাগকে ষষ্ঠ বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে লাগেনি। এখন সেই সিদ্ধান্তই সফল হয়েছে।' ভারত অধিনায়ক রোহিতের মতোই দলের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার অবসর নিয়েও তৈরি হয়েছিল জল্পনা। রোহিতের মতো তিনিও এমন জল্পনাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খেতাব জয়ের রাতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোনও মন্তব্য না করলেও সমাজমাধ্যমে জাড্ডু লিখেছেন, 'দয়া করে কোনও গুজব ছড়াবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।' জাড্ডু স্পষ্ট করেছেন, এখনই অবসরের পরিকল্পনা নেই তাঁর।

জয়ের আনন্দে

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'সুকান্তনগরের ঘটনাটা ঠিক জানা নেই। যদি অভিযোগ হয়ে থাকে, অবশ্য তদন্ত হবে। অন্যদিকে, বারের ঝামেলায় তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। কী নিয়ে ঝামেলা সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

রবিবার চাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের জয়লাভের পর শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে মানুষের উচ্ছ্বাস জোর করে বন্ধ করার চেষ্টা করেছে পুলিশ, এমনই অভিযোগ তুলেছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। এরই প্রতিবাদে সোমবার শিলিগুড়ির হাসমি চকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি অরিজিৎ দাসের অভিযোগ, 'রবিবার ফাইনাল খেলার পর উচ্ছ্বাসকে জোরপূর্বক বন্ধ করাই নয়, একজন এসিপি পদমর্যাদার অফিসার প্রকাশ্যে জাতীয় পতাকা হাতে জনৈক এক ভারতীয় সমর্থককে লাথি মারে ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে।' এদিন হাসমি চকে যুব মোর্চার তরফে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে বক্সায় রাত্রিযাপন

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সপ্তাহখানেক ধরে বক্সার জঙ্গলে দর্শনার্থীদের ঢেউ নেমেছিল। তাতে জঙ্গলের পরিবেশ রক্ষা নিয়ে উদ্বেগ উঠে এসেছিল পরিবেশপ্রেমীদের কথায়। এছাড়া শিবরাত্রির ভিড়ের সুযোগে যাতে জঙ্গলের মধ্যে নেশার রমরমা না হয়, সেটা ছিল পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথা। তবে এসবের মধ্যেই একটা দিক খেয়াল করেনি কেউ। শিবরাত্রির ভিড়ের সুযোগে আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করেই বক্সা বাঘবনের রিসর্টে দিব্যি রাত্রিবাস করেছেন পর্যটকরা।

নির্দেশভঙ্গ হলেও, সেই ঘটনায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা কিছুটা হাঁফ ছেড়েছেন। উপার্জন বেড়েছে যে!

হাইকোর্টের মৌখিক রায়ে গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভের হোটেল, রিসর্টগুলোতে পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ হয়। তারপরে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষও সব জায়গায় নোটিশ ধরিয়ে দেয়। হোমস্টেগুলিতে পর্যটকরা রাত্রিবাস করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু রিসর্ট, হোটেলগুলি নিয়ে কিন্তু কোনও ধন্দ নেই। তবে শিবরাত্রির ওই ভিড়ের মধ্যে নজরদারি চালানো সম্ভব হয়নি বক্সা বাঘবন কর্তৃপক্ষের পক্ষে।

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'হাইকোর্ট বক্সা টাইগার রিজার্ভে কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ রাখতে বলেছেন। কিন্তু হোমস্টের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। এছাড়াও ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের যে অর্ডার নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি চলছিল, সেটি অবৈধ। তাই আমরা হোমস্টেতে পর্যটকদের রাখছি। শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জয়ন্তী মহাকালে যত পুণ্যার্থীরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই হোমস্টেগুলোতে রাত কাটিয়েছেন।'

মহাকালের পথে জনস্রোত। -ফাইল চিত্র

বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্দরে প্রায় ১৫০টি হোমস্টে, হোটেল, রিসর্ট রয়েছে। গত ভরা পর্যটনের মরশুমে সেখানে ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বক্সার পর্যটনশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রায় ১০ হাজার মানুষ। এদিকে, জয়ন্তী মহাকালে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই জয়ন্তীর বিভিন্ন হোমস্টে, হোটেল, রিসর্টের মালিকরা পর্যটকদের রাখতে শুরু করেন। জয়ন্তীতে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের যে ভিড় আছড়ে পড়েছিল তাতে হোমস্টে, হোটেল বা রিসর্ট, কোথাও তিলধারণের জায়গা ছিল না। সেই সুযোগে একধাক্কায় রাত্রিযাপনের খরচও বেড়ে যায় দেড়-দু'গুণ। জয়ন্তী মহাকালে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কোনও শৌচাগারের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে বিভিন্ন হোটেল, হোমস্টের ঘর চড়া দামে ভাড়া নিয়েছেন।

> **যা ঘটেছে**
> - ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে বক্সায় পর্যটকরা রাত্রিযাপন করেছেন
> - সেসময় ভিড়ের চাপে এই সুবিধা দিতে হয়েছে
> - হোমস্টে, রিসর্টের ভাড়াও বেড়ে গিয়েছিল
> - শৌচাগারের জন্যও অনেকে রুম নিয়েছিলেন

জয়ন্তী রেঞ্জের লেমন সরকার বলেন, '১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টের রায়ের পর আমরা সমস্ত হোমস্টেগুলোকে নোটিশ ধরিয়ে ছিলাম। তবে পুজোর কয়েকদিন পুণ্যার্থীদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছিল। শিবরাত্রির সময় কয়েকদিন পুণ্যার্থীদের অনেকেই জয়ন্তীতে রাত্রিযাপন করেছেন। ফের পর্যটকদের রাত্রিযাপনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।'

ছোট্ট তারা

জয় বর্মন রামচন্দ্রজোত জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ছাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণির এই পড়ুয়া অ্যাথলেটিক্সে ভালো।

হোলি এগিয়ে আসতেই জমজমাট শিলিগুড়ির রংয়ের বাজার। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক হচ্ছে

নিয়ম না মানলে জল পরিষেবা বন্ধ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে যে কোনও নির্মাণের ক্ষেত্রে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ম থাকলেও বাস্তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই বহুতল নির্মাণকারীরা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিয়েই সেগুলি বিক্রি করে দিতেন। ফলে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার পর পুরনিগম সেই আবাসন নির্মাণ নিয়ে কোনও খোঁজখবর পেত না। এর জেরেই শহরজুড়ে অবৈধ নির্মাণ রমরমিয়ে বাড়ছে। কিন্তু এবার পুরনিগম কড়া হাতে এর নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিলে সেই আবাসনে পানীয় জলের সংযোগ থেকে শুরু করে অন্য সরকারি পরিষেবা দেওয়া হবে না।' শুধু তাই নয়, এই সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে নির্মাণকাজ বিধি মেনে হয়েছে কিনা, পুরসভার আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখবেন। নিয়ম মেনে কাজ না হলে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট মিলবে না।

অবৈধ নির্মাণ রুখতে

- পুরনিগম থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার নিয়ম থাকলেও কেউ তা মানেন না
- শহরজুড়ে অবৈধ নির্মাণের রমরমা রুখতে এ নিয়ে কড়া হচ্ছে পুরনিগম
- এবার এই সার্টিফিকেট নিলে পুরনিগম দেখবে নির্মাণ বিধি মেনে হয়েছে কিনা
- এতে স্থানীয় কাউন্সিলার বা নেতাকে ম্যানেজ করে নির্মাণের প্রবণতা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে

শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে রমরমিয়ে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। চারিদিকে ফ্ল্যাটবাড়ির ছড়াছড়ি। অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই বিল্ডিং প্ল্যানের তোয়াক্কা না করে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় কাউন্সিলার এবং শাসকদলের নেতা বা নেত্রীকে ম্যানেজ করে বেআইনি নির্মাণ চলছে। টক টু মেয়রে বসে গৌতম দেব শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ পেয়েছেন। পুর আধিকারিকদের কড়া পদক্ষেপের নিদান দিয়েও পরিস্থিতি সামলানো যাচ্ছে না। মেয়র বলেন, '২৪৭টি বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছি। অভিযোগ পেলেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙব।' তবে, বারবার বলার পরেও দপ্তরের আধিকারিকরা বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সেভাবে তৎপর না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মেয়র।

এর পরেই মেয়র অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অনেকেই ফ্ল্যাটবাড়ি বা অন্য নির্মাণ করে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিচ্ছেন না। এর ফলে আমাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এখন থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতেই হবে। নতুবা আমরা জলের সংযোগও দেব না।'

তবে, প্রোমোটারদের অনেকেই এদিন বলেছেন, বরাবরই শিলিগুড়িতে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করেই দায় সারে পুরনিগম। নিয়ম অনুযায়ী ভিত থেকে শুরু করে প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের আগে নির্মাণকারীকে পুরনিগমে গিয়ে জানিয়ে আসতে হয়। পুরনিগমের বাস্তুকাররা এসে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে সবুজ সংকেত দিলে তবেই নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু এখানে সেটা কোনওদিনই হয়নি। পাশাপাশি অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রেও এখানে অনেক জটিলতা রয়েছে। শুধু বর্তমান বোর্ডের আমলেই নয়, এখানে কোনওদিনই সেভাবে অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের দেওয়ার চল নেই। কেউ কেউ এই শংসাপত্রের জন্য আবেদন করলেও পুরনিগমে সেই আবেদন দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়েছে। তাই কেউই এখন আর এই শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেন না। কিন্তু আইনত এই শংসাপত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে তাঁরাও স্বীকার করেছেন। বর্তমান পুর বোর্ডের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকেও তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁচার লড়াইয়ে মানব শিশু ও সারমেয় এক সারিতে। ছবি : তপন দাস

নাড়াপোড়া কী, জানে না প্রীতমরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : 'নাড়াপোড়া কী বল তো?' জিজ্ঞেস করতেই অবাক হয়ে তাকাল প্রীতম সরকার। শিলিগুড়ি শহরের প্রধাননগরের বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সে। দোলের আগে এমন কিছুর কথা সে কখনও শোনেনি। 'আজ আমাদের নাড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল।' একসময় দোলের আগের দিন এই ছড়াটি আওড়াতে আওড়াতে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দল। শুকনো পাতা, গাছের ডালপালার স্তূপ সামনে জ্বলত। দোলপূর্ণিমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই কবিতাটি আজকাল যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই নাড়াপোড়া শব্দটার নামই জানে না। দোলের জন্য রং বা আবির কেনা যেমন আবশ্যিক ছিল, একসময় নাড়াপোড়াও ছিল তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

দোলের আগের দিন সকাল থেকে শুকনো পাতা বা ডালপালা, লাঠি কুড়োনোরও ধুম পড়ে যেত। পূর্ণিমার রাতে অশুভ শক্তিকে দমনের জন্য নাড়াপোড়ানোর রীতি। যা শহরে বুড়ির ঘর পোড়ানো নামেও পরিচিত। তবে ধীরে ধীরে শহর থেকে নাড়াপোড়া হারিয়ে গিয়েছে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দোল উৎসব পালন করার ধরনও বদলেছে। এখন রঙের উৎসবের সেলিব্রেশনে প্রাধান্য পাচ্ছে ডিজে, পুল পার্টি, বাফেট লাঞ্চ ইত্যাদি। আধুনিকতার দাঁড়িপাল্লায় তাল রাখতে না পেরে বন্ধ হচ্ছে নাড়াপোড়া, পাড়ায় সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করার রেওয়াজ। এমনকি দোলের দিন বিকেলে রাধাকৃষ্ণ সেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচও এখন বিরল।

শহরের আমরা সবাই, সূর্য সেন স্পোর্টিং কিংবা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠ সহ অনেক জায়গাতেই একসময় নাড়াপোড়ার আয়োজন করা হত। তবে এখন কিছুই নেই। ৯০টি বসন্ত পেরোনো দেশবন্ধুপাড়ার এক বাসিন্দা বিমলেন্দু দাম মন খারাপ করে বললেন, 'ছোটবেলায় দোলের পাশাপাশি নাড়াপোড়ার জন্যও অপেক্ষা করে থাকতাম। বাড়ির বড়দের পায়ে আবির ছুঁইয়ে দোল খেলতাম। তবে এখন পুরোটাই যেন কর্পোরেটের আদলে আনন্দ।' অন্যদিকে, সাধারণ পিচকারির বদলে এখন হাতুড়ি, বন্দুক পিচকারিতে বাজার ছেয়েছে। বিভিন্ন রকমের রং ও আবিরও মেলে। এছাড়াও দোল উপলক্ষ্যে সাজার টুপি, পরচুলা, মুখোশ সহ কত কী। দোল উৎসবকে ঘিরেই এখন বড় বাজার।

বিভিন্ন হোটেল ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের তরফে দোলের দিন বিশেষ পার্টির আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাই শহরের প্রীতমরা আর নাড়াপোড়া দেখে না। তার কথায়, 'আমি তো বাবা-মার সঙ্গে হোলি পার্টিতে একটা হোটেলে যাব। সেখানে আমার বাকি বন্ধুরাও আসবে। তাদের সঙ্গে রং খেলব।' শুধু প্রীতমই নয়, শক্তিগড়ের বাসিন্দা তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সৌরদীপও নাড়াপোড়া কী তা জানে না। আবার দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা প্রথম শ্রেণির ছাত্রী আরভি দে হাসতে হাসতে বলল, 'এটা আবার কী ধরনের উৎসব! হোলির আগে আমি তো কোনওদিনও নাড়াপোড়া দেখিনি।'

নয়া প্রজন্মের হোলি পার্টি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : পলাশ তার রং ছড়াচ্ছে। রুদ্র পলাশ আগুনরঙা হয়ে উঠছে। নতুনের খোঁজে পুরোনো পাতা ঝরাচ্ছে গাছেরা। প্রকৃতি জানান দিচ্ছে বসন্তের উপস্থিতি। বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। তবে প্রস্তুতিটা এখন আর প্রিয়জনকে আবিররাঙা করে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৃহৎ আকার নিচ্ছে ক্রমশই। 'লুক চেঞ্জ'-এর চেষ্টা তো থাকবেই, সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন পার্টির আয়োজন। এরই মধ্যে সাবেকিয়ানা ধরে রাখার চেষ্টাও অব্যাহত।

একটা সময় বসন্ত উৎসব ছিল প্রিয়জনকে আবির মাখানো বা জলে রং গুলে পথচলতিদের উদ্দেশ্যে পিচকারি তাক করা। পিচকারির রংয়ে কাউকে ভিজিয়ে দিতে পারলেই সমস্বরে হোলি হ্যায় চিৎকারে আনন্দ। কারও কারও আবার টালমাটাল পায়ে বাড়ির পথ অচেনা লাগার মধ্যেও ছিল আনন্দ। হোলি পরবর্তীতে শরীর থেকে বার্নিস রং তোলার কষ্টে 'এ বছরই লাস্ট' বললেও, পরবর্তীতে তাঁকেই দেখা গিয়েছে রং মাখতে। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে প্রধাননগরের প্রবীণ বাসিন্দা আশিস পাল বলেন, 'আমাদের সময় দোলের আমেজটা আলাদা ছিল। এক বছর আগের রংয়ের দাগ লেগে থাকা জামাটা পড়েই পরের বছর সারাদিন হোলি খেলা, সে কী আনন্দ। হোলি খেলে আনন্দ লাগলেও রংটা ওঠাতেই যত কষ্ট হত।'

রং বদল

- আগের মতো এখন পাড়ায় ঘুরে রং অনেকেই খেলেন না
- নতুন প্রজন্ম দোলে নানা পার্টিতে ব্যস্ত থাকেন
- তাঁদের জন্য পার্টির আয়োজন করে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ
- কেউ আবার রিসর্টে যাবেন হোলি স্পেশাল পার্টিতে

এমনটা যে এখন আর হয় না, তা নয়। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অনেককিছুই। উদযাপনের মাত্রাটা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পরিকল্পনা কষা শুরু করে দিয়েছে বর্তমান প্রজন্ম এবং জেনারেশন নেক্সট। তাঁদের টেনে আনে পার্টির আয়োজন বিভিন্ন রেস্তোরাঁর। আনন্দ পাল, সুজাতা পোদ্দার, তন্ময় চক্রবর্তীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, তাঁদের প্রস্তুতিটা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কেউ একটি রিসর্টে যাবেন হোলি স্পেশাল পার্টিতে, কেউ আবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দিনটি কাটাবেন। যেমন সায়ন, নিশা, প্রীতমদের পরিকল্পনায় রয়েছে সকলে একইরকম পোশাক পড়ে বাঘা যতীন পার্ক, সূর্যনগর মাঠ ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় চক্কর কাটা।

নিশা বলছিলেন, 'এখন তো আবির খেলার দিনটি শহর হপিং ডে হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমরা ছবি তুলি, সেখানে আড্ডা জমাই, ভীষণ মজা হয়।' শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে দোল উপলক্ষ্যে আবিরের খেলার আয়োজন তো বটেই, সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, নানান ধরনের ইন্ডোর খেলার আয়োজনও করা হচ্ছে। দিনটি কাটাতে এমন একটি জায়গা বেছে নিতে চাইছেন শুভদ্বীপ সরকার, অনন্যা পালের মতো অনেকেই। অনন্যা বলছিলেন, 'সুন্দর সেজেগুজে ভাবছি যে কোনও ইনস্টা ফ্রেন্ডলি জায়গায় যাব, যেখানে গিয়ে সুন্দর রিলস বানাব।'

জংশনে বিপজ্জনক সরকারি আবাসন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : ভবনগুলির দিকে একনজর তাকালে আঁতকে উঠতে হয়। একতলা থেকে দোতলা গোটা ভবনের সামনে ও পিছনে বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠেছে। সিমেন্টের পলেস্তারা খুলে গিয়ে লোহার রডের কঙ্কালসার চেহারাটা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। বারান্দার রেলিং ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থা হয়েছে। দেখে মনে হতে পারে, এই বুঝি রাজ্য আবাসন দপ্তরের ব্যবসায়িক ভবনগুলি ভেঙে পড়তে পারে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের জংশন সংলগ্ন দুটি ভবনের অবস্থা সবচাইতে খারাপ। কিন্তু সেগুলি সংস্কার করা নিয়ে দায় ঠেলাঠেলিতে সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

দোকানদারদের অনেকে মালিকানা না ছাড়লেও দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভবনের পিছনের অংশের অবস্থা সবচাইতে খারাপ। যদিও আবাসন দপ্তর পুরোপুরিভাবে ভবনের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। আবাসন দপ্তরের শিলিগুড়ি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিহির সরকার বলেন, 'ভবনের মালিকানা আমাদের নেই। সেগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবনের বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই।'

> ভবনের বিষয়টি নিয়ে আবাসন দপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলাম। যাতে ভবনটি সংস্কার বা ভেঙে ফেলে নতুন করে সেটি তৈরি করা হয়। কিন্তু আবাসন দপ্তরের তরফে কোনও জবাব পাইনি।
>
> **সঞ্জয় সরকার**
> *খাদ্য সরবরাহ আধিকারিক, দার্জিলিং জেলা*

> ভবনের মালিকানা আমাদের নেই। সেগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবনের বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই।
>
> **মিহির সরকার**
> *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিলিগুড়ি ডিভিশনে*

বছর ৩০ আগে আবাসন দপ্তরের তরফে ভবনগুলি তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে লটারি করে ব্যবসায়ীরা ভবনের দোকানগুলি লটারির মাধ্যমে কিনে নেন। এম-১ ভবনে জিমের সামগ্রীর দোকান চালান পরিমল সরকার। ভবনের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। পরিমলের কথায়, 'দুটো তল ব্যবসায়ীদের দেওয়া হলেও ওপরের তলটি আবাসন দপ্তরের হাতেই রয়েছে। সেটি কেন আবাসন দপ্তর ঠিক করবে না? আমরা একাধিকবার চিঠি দিয়েও কাজ হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'আমার দোকানের ওপরের তলের অংশটি আবাসন দপ্তরের তরফে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেহাল ভবনের কারণে দপ্তরের অফিস অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু জায়গাটি তালা মারা রয়েছে। বৃষ্টি হলেই ওপর তলায় জল পড়ে। আবাসন এবং খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কেউ কোনও সাড়া দিচ্ছে না।' ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা নিজেরাই দোকান সারাই করেছেন। কিন্তু ওপর তলা দিয়ে বৃষ্টির জল চুইয়ে তাঁদের ফ্লোরে পড়ছে। অন্য ফ্লোরের যা পরিস্থিতি তাতে জোরে ভূমিকম্প হলে সেগুলি ভেঙে পড়তে পারে। কাউকেই এগুলি ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

ব্যবসায়ীরা এক দফায় কিছু গাছ কেটেছিলেন। কিন্তু শুধু গাছ কাটাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। দার্জিলিং জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'ভবনের বিষয়টি নিয়ে আবাসন দপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলাম। যাতে ভবনটি সংস্কার করে বা ভবনটি ভেঙে ফেলে নতুন করে সেটি তৈরি করা হয়। কিন্তু আবাসন দপ্তরের তরফে কোনও জবাব পাইনি। তবে আমরা আরও একবার চিঠি দেব।'

হিলকার্ট রোডে জংশন সংলগ্ন এই সরকারি আবাসন ঘিরেই শঙ্কা বাড়ছে।

রমজান মাসে আকাশ ছুঁয়েছে ফলের দাম

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : পবিত্র রমজান মাস শুরু হতেই বিভিন্ন বাজারে ফলের দাম বেড়ে গিয়েছে। সাধারণত রোজায় খেজুর, আপেল, কলা, তরমুজ, আঙুর সহ বিভিন্ন মরশুমি ফলের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু এবছর চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দামও আকাশচুম্বী। প্রায় সব ধরনের ফলের মূল্য ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যা রোজাদার এবং সাধারণ ক্রেতাদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীরা আমদানি খরচ, পরিবহণ ব্যয় এবং চাহিদা বৃদ্ধিকে মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করছেন।

শহরের প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে নিউ মার্কেট, বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থানের বর্তমানে ফলের দাম ছিল মোটামুটি আকাশছোঁয়া। ক্রেতাদের কথায়, সব থেকে বেশি দাম বেড়েছে আপেলের। যেখানে আগে ছিল ১৮০-২২০ টাকা কেজি সেখানে এখন ২৫০-৩০০ টাকা। ঠিক সেই রকমই মালটা ২০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫০ টাকা কেজি। আঙুর ৮০ থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা কেজি। তরমুজ কেজি প্রতি ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা হয়েছে। কলা ৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮০-১২০ টাকা ডজন। খেজুরের দামও কেজিতে অন্তত ১০০-১৫০ টাকা বেড়েছে। শিলিগুড়ি মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী প্রভাস মণ্ডল বলেন, 'ফলের ক্ষেত্রে পাইকারি দামের বৃদ্ধির কারণে খুচরো বাজারেও দাম বেড়েছে। এছাড়া, রমজানে ফলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরবরাহ সংকটও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।'

অপরদিকে, বিধান মার্কেটের এক ফল ব্যবসায়ী সনু সাউয়ের কথায়, 'দাম আমরা বাড়াচ্ছি না। মহাজনের থেকে আমরা যে দামে ফল কিনি তার থেকে একটু বেশি দাম না রাখলে আমাদের কী করে চলবে।' নিউ মার্কেটে রোজার বাজার করতে আসা এক ক্রেতা ফুলবানু জানান, রমজান মাসে ইফতারে ফল অপরিহার্য। বেশি দাম হলেও নিতে তো হবেই। অপর এক ক্রেতা শাহিদ আলি বলেন, 'রমজানে বেশি ফল খাওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু এত দাম হলে মানুষের জন্য কেনা কঠিন হয়ে পড়বে।'

তবে ক্রেতাদের অভিযোগ, রোজার অছিলায় কিছু ব্যবসায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে দাম বাড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

অযত্নে মনীষীর মূর্তি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : প্রতিবছর ঘটা করে শহরে রবি ঠাকুর, নেতাজি, সূর্য সেন সহ বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিবস উদযাপন হয়। নেতা-নেত্রী, গণ্যমান্য বহু মানুষ তাঁদের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বিশেষ দিনের আগে সাফসুতরো করা হলেও, দিন পেরিয়ে গেলে মূর্তিগুলির আর কে-ই বা খোঁজ রাখে। চুকে যায় রক্ষণাবেক্ষণের পাটও। অন্তত শহর ঘুরে এমন ছবিই চোখে পড়ল। মূর্তিতে জমেছে ধুলোর পুরু স্তর। অথচ কারও হেলদোল নেই। শহরের বাসিন্দা প্রীতম পালের কথায়, 'অনেক জায়গায় দেখছি, মূর্তির গায়ে ধুলো মাখা। এভাবে মনীষীদের সম্মান নয়, বরং অবমাননা করা হচ্ছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন হলেও সাফাই করা প্রয়োজন।' এবিষয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র।

মনীষীদের সম্মান জানাতে শহরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা বা সংগঠনের তরফে মূর্তি বসানো হয়েছিল। প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাল্লাগুড়ি মোড়ে ক্ষুদিরাম, বিবেকানন্দ মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দ, এনজেপি মোড় সংলগ্ন এলাকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, হিলকার্ট রোড সংলগ্ন ট্রাফিক আইল্যান্ডে বসানো হয়েছে মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তি। সোমবার প্রতিটি মূর্তি দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, যত্নের কোনও বালাই নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মনীষীদের মূর্তির গায়ে জমেছে ধুলো। বহুদিন যে তা পরিষ্কার করা হয়নি, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। কোথাও আবার মূর্তির গলায় ঝুলছে ছেঁড়া মালা। এসব দেখে একই সঙ্গে হতাশ ও ক্ষুব্ধ অরিন্দম দত্ত, সুপ্রিয়া সরকারের মতো অনেক বাসিন্দা।

প্রধাননগরের অন্বেষা পালের কথায়, 'কবিগুরুর গলায় আজও পচা মালা ঝুলছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক। শুধু মূর্তি বসালে হবে না, রক্ষণাবেক্ষণও জরুরি।' গল্পকার বিপুল দাস বললেন, 'মূর্তিগুলো দেখভালের জন্য কোনও স্পেশাল টিম রয়েছে কি না জানা নেই। তবে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমি মেয়রের সঙ্গেও কথা বলব।'

এক্ষেত্রে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। সাতদিন পরপর মূর্তিগুলি পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।' যদিও শুকনো প্রতিশ্রুতিতে ভুলতে নারাজ নাগরিকরা। শুভ সরকার, অরিজিৎ সাহারা চাইছেন, পুরনিগম পদক্ষেপ করুক। মনীষীদের মূর্তি সাফসুতরো রাখা হোক। পুরনিগম কবে উদ্যোগী হয়, সেটাই এখন দেখার।

শিলিগুড়িতে ইন্টেরিও স্টোরের যাত্রা শুরু

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : উত্তরবঙ্গে চিরাচরিত বাসস্থানকে সুখী গৃহকোণে রূপান্তর করতে উদ্যোগী হয়েছে গোদরেজ এন্টারপ্রাইজেস গ্রুপের বাড়ি ও অফিস আসবাবপত্রের অগ্রগণ্য ব্র্যান্ড ইন্টেরিও। এই সংস্থা শিলিগুড়িতে তাদের নতুন স্টোরের যাত্রা শুরু করেছে। ৫০০০ বর্গফুট এলাকাজুড়ে এই স্টোর এখানকার ক্রেতাদের নজর কাড়বে বলে জানিয়েছেন ইন্টেরিওর সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কনজিউমার বিজনেসের প্রধান ডঃ দেবনারায়ণ সরকার। তিনি জানান, ২০২৬ সালের মধ্যে এরাজ্যে তাঁদের আরও ১৫টি আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সেবক রোডের এই নতুন স্টোরে মিলছে বাড়ির আসবাব, অফিসের আসবাব, ডাইনিংয়ের আসবাব, ম্যাট্রেস এবং হোম স্টোরেজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি পণ্য। নতুন স্টোরের সূচনা উপলক্ষ্যে ক্রেতাদের জন্য রয়েছে প্রতি কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় এবং বিশেষ উদ্বোধনী অফার এবং গিফট ভাউচার জেতার সুযোগ।

অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় জখম

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : কলেজপাড়ায় দ্রুত গতিতে চলা অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় জখম হল এক স্কুল পড়ুয়া। ঘটনাটি সোমবার সকালের। পুলিশ ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি আটক করে। আহত পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন রাত পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল।

এপিক বিতর্কের আঁচ সংসদে

আলোচনার দাবি রাহুলের ■ সুর চড়াল জোড়াফুলও

নবনীতা মণ্ডল

> সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।
> **রাহুল গান্ধি**

> আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরুতেই ভুতুড়ে ভোটার তালিকা এবং এপিক বিতর্কে কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করে ইন্ডিয়া জোট। নির্বাচন কমিশন তিন মাসের মধ্যে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড তৈরির আশ্বাস দিলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই এই ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষেই সুর চড়ায় কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। হইচই, গোলমালের জেরে একাধিকবার সভা মুলতুবিও হয়ে যায়।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আপনি সঠিক কথা বলেছেন যে সরকার ভোটার তালিকা তৈরি করে না। কিন্তু সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।' পরে অবশ্য সংসদের বাইরে রাহুল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সরকার আদৌ আলোচনা করবে বলে তাঁর মনে হয় না। এর আগেও সংসদের ভিতরে এবং বাইরে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রাহুল। যদিও তৃণমূল দাবি করেছে, ভূতুড়ে ভোটার এবং ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়টি এদিন সংসদেও জানান তৃণমূল সাংসদরা।

মঙ্গলবার তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের কাছে এপিক ও ভোটার তালিকা নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে যাবে। তার আগে এদিন এই ইস্যুতে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলেন, ভোটার তালিকায় গুরুতর গলদ রয়েছে, যা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছু ভোটারের এপিক নম্বর ব্যবহার করে হরিয়ানায় ভোটার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, 'মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় একই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছিল। সেখানে বহিরাগত ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে একই ঘটনা ঘটতে চলেছে, যেখানে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে।' কীভাবে একই এপিক নম্বর দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার কার্ড ইস্যু করা হল তা জানতে চেয়ে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানান দমদমের সাংসদ। তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।'

এপিক ইস্যুতে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে এপিক নম্বর সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।' তবে তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়।

বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং আলোচনার অনুমতি দেননি। এর প্রতিবাদে বিরোধীরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। আপের সঞ্জয় সিং নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের অনিয়ম রাজনৈতিক একাধিপত্য এবং দুর্নীতির জন্ম দেবে।

এপিক বিতর্কে বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডি। সূত্রের খবর সোমবার সকাল ৯টায় বিজেডির এক প্রবীণ সাংসদ তৃণমূল নেতৃত্বকে ফোন করে জানান, তাঁরা এপিক নম্বর বিতর্কে বিরোধীদের পাশে থাকবেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'এপিক নম্বর বিতর্ক কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা একক কোনও দলের ইস্যু নয়। এটি সারাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্বচ্ছতার প্রশ্ন। তাই সমস্ত বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে এই ইস্যুটি তুলেছে।'

ট্রাম্পকে তোপ নয়া প্রধানমন্ত্রী কার্নির

ভারতকে পাশে পেতে বার্তা কানাডার

টরন্টো, ১০ মার্চ : কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। পদে বসেই ট্রাম্প সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। কার্নির সাফ কথা, কানাডার পণ্যের ওপর আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর নীতি থেকে সরে না এলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ভারতকেও বার্তা দিয়েছেন কার্নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

আমেরিকা করের হার বাড়িয়ে দেওয়ায় কানাডা যে নতুন বাণিজ্য সহযোগী খুঁজতে উদগ্রীব, কার্নির কথা থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। সেই সম্ভাব্য সহযোগীদের তালিকায় তিনি যে ভারতকে ওপরের দিকে রাখতে চান, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমেরিকা ও ট্রাম্পকে নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কার্নি বলেন, 'হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলা নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে।' একই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমেরিকা আমাদের সম্মান না করলে পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে।'

ট্রাম্পকে সরাসরি নিশানা করে কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মার্কিনরা আমাদের সব কিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না। কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব।' ব্যাংক অফ কানাডা ছাড়াও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর হিসাবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কার্নির। তবে কোনও সরকারি পদে কাজ করেননি তিনি। তারপরেও ট্রুডোর উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হয় শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে। দলের প্রায় দেড় লক্ষ সদস্যের ৮৫.৯ শতাংশ কার্নির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কানাডার রাজনীতিতে ট্রাম্প-বিরোধী হিসাবে পরিচিত কার্নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ভাবমূর্তি তাঁর পক্ষে গিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেও ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটে যেতে হবে কার্নিকে। সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকার মতো কানাডাতেও এগিয়ে রয়েছে রক্ষণশীলরা। এই পরিস্থিতিতে দলকে জয়ের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

কার্নি উবাচ

- ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার
- হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলাও নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে
- মার্কিনরা আমাদের সবকিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও
- ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না
- কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে ইডি হানা

রায়পুর, ১০ মার্চ : দিল্লির পর এবার ছত্তিশগড়। আবগারি দুর্নীতি মামলায় আরও একটি রাজ্যে সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার দুর্গ জেলার ভিলাইয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। তল্লাশি চলেছে বাঘেল-পুত্র চৈতন্যের বাড়িতেও। সব মিলিয়ে ১৪টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি-র দল। ২০১৮ থেকে '২৩ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভূপেশ বাঘেল। ইডির দাবি, ২০১৯-'২৩-এর মধ্যে ছত্তিশগড়ে আবগারি ক্ষেত্রে ২,১০০ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি হয়েছে। বাঘেল অবশ্য দুর্নীতির যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

বোমাতঙ্কে ফিরল বিমান

মুম্বই, ১০ মার্চ : এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি ওড়ার আট ঘণ্টা পরে ফের মুম্বই বিমানবন্দরে ফিরে এল। সোমবার মুম্বই থেকে নিউ ইয়র্কগামী যাত্রীবাহী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিরকুট মিলেছিল। বিমান তখন আজারবাইজানের আকাশে ৩০ হাজার ফুট উঁচুতে। তৎক্ষণাৎ বিমানের মুখ ঘোরান পাইলট। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান নামার সঙ্গে সঙ্গে সব যাত্রীকে নামিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ বিমানটি ফের রওনা দেবে। এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আটকে পড়া যাত্রীদের প্রত্যেকের হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানটিতে যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে ৩২২জন ছিলেন।

এদিকে, এয়ার ইন্ডিয়ার শিকাগো থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট ২১৬-র ১২টি শৌচালয়ের মধ্যে ১১টি নোংরায় ভর্তি থাকায় মাঝ আকাশ থেকে বিমানটিকে ফিরতে হল শিকাগোয়। বিমানটি তখন গ্রিনল্যান্ড আকাশে। যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে বিমানে ৩০০ জন ছিলেন।

দুই পথ দুর্ঘটনা, নিহত ১৩

ভোপাল ও লখনউ, ১০ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম দিনই দুই প্রান্তে দুটি পথ দুর্ঘটনা। দুটি ক্ষেত্রেই ট্রাক ও এসইউভি-র মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রাণ হারালেন ১৩ জন। আহত ১৬। প্রথমটি মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, এসইউভি-র যাত্রীরা একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাইহার যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৮ জনের। আহত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রেপ্তার ট্রাকচালক। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের বাস্তি থেকে অযোধ্যার দিকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে এসইউভি-র সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় পাঁচ জনের।

লাগল যে দোল... *হোলি উৎসবের আগেই সোমবার হায়দরাবাদে রংবাহারি একাদশী।*

হোলিতে ঘরবন্দি থাকুন, মুসলিমদের নিদান বিজেপির

পাটনা, ১০ মার্চ : শুক্রবার জুম্মাবারে হোলি পালিত হবে দেশজুড়ে। সেই কারণে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওইদিন ঘরবন্দি থাকার নিদান দিয়েছেন বিহারের বিজেপি বিধায়ক হরিভূষণ ঠাকুর বাচাউল। বিসফি বিধানসভা কেন্দ্রের এই বিধায়ক বলেছেন, বছরে ৫২টি জুম্মাবার থাকে। এবার একটি জুম্মাবারে হোলি পড়েছে। তাই মুসলিমদের উচিত, হিন্দুদের হোলি উৎসব পালন করতে দেওয়া। যদি কেউ তাঁদের গায়ে রং-ও দেয়, তাহলে তা নিয়ে রাগারাগি করাও উচিত নয়। তবে যদি মুসলিমদের এতে কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁদের উচিত ওইদিন ঘরবন্দি থাকা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাঁদের এটা করা জরুরি। ওই বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য, মুসলিমরা সবসময় দ্বিচারিতা করে। তাঁরা রঙিন আবির বিক্রি করে টাকা উপার্জন করবেন। অথচ তার রং যদি তাঁদের জামায় লাগে, তাহলে তাঁরা নরকযাত্রার ভয়ে ভীত থাকেন। বিজেপি বিধায়কের এহেন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করে আরজেডি নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। যখন দলিত মহিলারা নিজেদের অধিকার ও সম্মানের কথা বলেন, তখন উনি তাঁদের বকাবকি করেছিলেন। এখন কি উনি ওই বিধায়ককে তিরস্কার করতে পারবেন। জেডিইউয়ের গায়েও এখন বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের রং লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কংগ্রেসও বিজেপি বিধায়ককে একহাত নিয়েছে। দলের বিধায়ক আনন্দ শংকর বলেন, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ইচ্ছা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করছে। বিতর্কের মুখে জেডিইউ নেতা তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী জামা খান

> এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।
> **তেজস্বী যাদব**

বলেন, হোলিতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

ঘটনা হল, জুম্মাবারে হোলি উপলক্ষ্যে মুসলিমদের ঘরবন্দি থাকার নিদান এর আগে দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের পুলিশ আধিকারিক অনুজ চৌধুরী। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, উনি একজন পালোয়ান। পালোয়ানের মতোই কথা বলেছেন। হোলি তো বছরে একবার হয়। জুম্মা তো প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। অনেক মুসলিম ধর্মগুরুও সেই কথা মেনে নিয়েছেন। মসজিদে যাওয়া তো বাধ্যতামূলক নয়। যদি যেতেই হয় তাহলে যেন রং নিয়ে মাথা না ঘামান। ওই পুলিশ আধিকারিক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলেছেন।

সংসদে অসুস্থ সৌগত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় অসুস্থ হয়ে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখার পরেই পিঠে তীব্র ব্যথা ও অস্বাভাবিক ক্লান্তি অনুভব করেন। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর ইসিজি সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং সতর্কতার কারণে তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সৌগত রায়ের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

সৌগত রায়কে সংসদ ভবনের মকর দ্বার দিয়েই হুইলচেয়ারে

বসিয়ে মেডিকেল স্টাফ ও সংসদ ভবনের নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ে যান। অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার সময়ও তাঁকে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্য নিতে হয়।

সাংসদ সৌগত রায়কে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান তৃণমূলের অন্যান্য সাংসদরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, জুন মালিয়া, খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খান। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন দলীয় সহকর্মী ও সমর্থকরা।

ভাষা বিতর্কে তর্জা কেন্দ্র-ডিএমকে'র

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১০ মার্চ : হিন্দি ভাষা নিয়ে বিতর্কের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সোমবার লোকসভায় তিনি তামিলনাড়ুর সাংসদদের অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক বলে নিশানা করেন। এর প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এক বিবৃতিতে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানকে। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উচিত বাকসংযত হওয়া। তিনি যেন সম্রাটের মতো আচরণ না করেন।' তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে ডিএমকে ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। প্রধানের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই ত্রিভাষা নীতি এবং ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্র বনাম ডিএমকের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে। সোমবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ডিএমকের সাংসদরা সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রের তরফে ২ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা নিয়ে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, পিএম-শ্রী প্রকল্প, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ত্রিভাষা নীতি না মানার জন্য রাজ্যকে ওই টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। তাঁদের লাগাতার প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'ডিএমকে সাংসদরা তামিলনাড়ুর শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁরা অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক। তাঁর তোপ, ডিএমকে অসৎ। তাঁরা মোটেও তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের প্রতি দায়বদ্ধ নন। তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের জীবন ধ্বংস করছে ডিএমকে। তাঁদের কাজই হল ভাষার প্রাচীর তুলে দেওয়া। '

প্রধানের মন্তব্যে লোকসভায় তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয়। আধঘণ্টা অধিবেশনের কাজ মুলতুবি থাকে। প্রধানের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ স্ট্যালিনের তোপ, 'আপনি তামিলনাড়ুর মানুষকে অপমান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি এসব বরদাস্ত করবেন? আমরা আপনাদের ত্রিভাষা কার্যকর করতে এগিয়ে আসিনি। আমাদের কেউ একাজ করতে বাধ্যও করতে পারবে না।' ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান এদিন লোকসভায় বলেন, 'ডিএমকে কখনও জাতীয় শিক্ষানীতি বা ত্রিভাষা নীতিকে সমর্থন করেনি। আমাদের পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। উত্তর ভারতের ছেলেমেয়েরা একটি ভাষাই শেখে। আমরা হিন্দির বিরোধী নই। যদি কোনও পড়ুয়া শিখতে চায় তাহলে সে তা করতেই পারে। কিন্তু এটা কিছুতেই বাধ্যতামূলক করা যাবে না।'

এদিন রাজ্যসভায় তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যাভিত্তিক আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন ইস্যুতে আলোচনা করার অনুমতি না দেওয়ায় ডিএমকে সাংসদরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। বিরোধীদের ওয়াকআউট বিরোধীদের আনা স্থগিতাদেশ প্রস্তাব নিয়ে ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সমালোচনা করেন।

ললিত মোদির নাগরিকত্ব বাতিল

পোর্ট ভিলা (ভানুয়াতু) ও নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : আইপিএল-এর প্রধান থাকাকালীন বহু কোটি টাকা তছরুপে অভিযুক্ত ললিত ভারত থেকে পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ভারতে প্রত্যর্পণ এড়াতে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুর নাগরিক হন। ললিত মোদি সম্পর্কে সবকিছু জানার পর সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী জোথাম নাপাত তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের নির্দেশ দিলেন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে পাসপোর্ট জমা করার আবেদন করেছেন ললিত মোদি। বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। আইন অনুযায়ী আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাব।'

সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী নাপাত এদিন বলেন, 'ললিত মোদির ভানুয়াতুর পাসপোর্ট অবিলম্বে বাতিলের জন্য আমি নাগরিকত্ব কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।' ভারতের সঙ্গে ভানুয়াতুর প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। সেটা বুঝেই পরিকল্পনা ছকেছিলেন ললিত। এদিকে ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রীর তরফে তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের নিয়ে লোলিত বলেছেন, ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব কমিশনের চেয়ারম্যান এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আদালতের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন।

গুলমার্গে ফ্যাশন শো, উত্তপ্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১০ মার্চ : পবিত্র রমজান মাস চলছে। ঠিক এইসময় কাশ্মীরে পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য গুলমার্গে ফ্যাশন শো-এর আয়োজন করেছিলেন পোশাকশিল্পী শিবন ভাটিয়া এবং নরেশ কুকরেজা। ৭ মার্চ গুলমার্গের স্কি-রিসর্টে আয়োজিত এই শো-এ একাধিক মডেলকে খোলামেলা পোশাকে র‍্যাম্প মাতাতে দেখা যায়। সেই শো-কে ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতি। অঞ্চলের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ফ্যাশন শো'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সুর মিলিয়েছে উপত্যকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। অন্যদিকে, বিতর্ককে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছে বিজেপি।

সোমবার এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন। বিবৃতি দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করার পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি। ওমর বলেন, 'কিছু লোক বলছেন যে পবিত্র রমজান মাসে এর আয়োজন উচিত ছিল না। কিন্তু সেখানে যা দেখা

গিয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে রমজান বাদ যাক, বছরের কোনও মাসে এই ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়।' অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের তরফে সরকারের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। আয়োজকরা যদি অনুমতি চাইত, আমরা দিতাম না। এটি একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ছিল, তবে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করেন কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক বলেন, 'পর্যটন প্রচারের নামে এই ধরনের অশ্লীলতা কাশ্মীরে সহ্য করা হবে না।' পিপলস কনফারেন্সের সভাপতি সাজ্জাদ লোনের মতে, প্রশাসন সতর্ক থাকলে চলতি বিতর্ক এড়ানো যেত। শ্রীনগরের সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহেদি এবং কংগ্রেসনেত্রী দীপিকা পুষ্কর নাথও এর সমালোচনা করেন।

ওমর আবদুল্লা সরকার ও উপত্যকাভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বিজেপি। দলের বিধায়ক রণবীর সিং পাঠানিয়া বলেন, 'এই ক্ষোভ অযৌক্তিক। কাশ্মীর উপত্যকায় রক্ষণশীলতার আগুন জ্বলছে। আমাদের সব ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।' সমালোচনার ঝড় ওঠায় ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে শো-এর আয়োজক ফ্যাশন ব্র্যান্ড শিবন অ্যান্ড নরেশ। এক্স পোস্টে তারা লিখেছে, 'পবিত্র রমজান মাসে গুলমার্গে আমাদের সাম্প্রতিক শো-এর কারণে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৃজনশীলতা এবং স্কি জীবনধারাকে তুলে ধরা। কেউ বা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও ইচ্ছা আমাদের ছিল না।'

রোহিত শর্মার হাতে খেতাব তুলে দিলেন আইসিসি সভাপতি জয় শা। দুবাইয়ে রবিবার রাতে।

পুরস্কার মঞ্চেই নেই আয়োজকরা!

পাকিস্তান-আইসিসি যুদ্ধ ফাইনাল ঘিরে

দুবাই, ১০ মার্চ : আয়োজক পাকিস্তান। অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই নেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি। জয় শা, রজার বিনি ও দেবজিৎ সইকিয়া-তিন ভারতীয়র সঙ্গে ছিলেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধি রজার টুজ।

পাকিস্তান ক্রিকেটমহল যা নিয়ে রীতিমতো অবাক এবং ক্ষুব্ধ। আর যা নিয়ে আইসিসি বনাম পিসিবি-র রীতিমতো যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। পিসিবি-র দাবি, দুবাইয়ে রবিবার পিসিবি-র প্রতিনিধি বোর্ডের সিইও সুমাইর আহমেদ ছিলেন। অথচ, আইসিসি-র তরফে তাঁকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকাই হয়নি।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এহেন পদক্ষেপে হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেন এমন হল, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে জয় শা-র নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থার কাছে। সূত্রটি বলেছে, 'ফাইনালের দিন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি দুবাইয়ে ছিলেন না। পাক ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠক ছিল। তাই সিইও-কে পাঠানো হয় দুবাইয়ে। কিন্তু কেন তাঁকে ডাকা হয়নি বোধগম্য নয়।'

অপর সূত্রের দাবি, আইসিসি

ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।

শোয়েব আখতার

এবং পিসিবি-র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। পিসিবি-র সিইও মাঠে ছিলেন, আইসিসি-র কাছে সেই খবর সম্ভবত ছিল না। তবে কোন পরিস্থিতিতে কেন এরকম হল, পিসিবি-র তরফে লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হবে আইসিসি-র কাছে।

চলতি বিতর্কে পিসিবি-র কোর্টেই বল ঠেলেছে আইসিসি। পালটা দাবি, পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। আইসিসি-র এক মুখপাত্র বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী শুধু বোর্ড কর্তারাই পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। পিসিবি-র অন্য কোনও কর্তাও ছিলেন না। আয়োজক হিসেবে পিসিবি-র একজনের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।'

যে বিতর্কে পিসিবিকেই তুলোধোনা করেছেন শোয়েব আখতার। প্রাক্তন পাক পেসার বলেছেন, 'ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।'

কাটা হল কেক, শ্যাম্পেনে স্নান ঋষভদের

পৃথক বিমানে দেশে রোহিত, গম্ভীররা

দুবাই, ১০ মার্চ : উৎসবের রাত। স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

শুরুটা হয়েছিল রবীন্দ্র জাদেজার উইনিং শটের পর। ট্রফি নিয়ে বিজয়োল্লাস। দুবাইয়ের নীল সমুদ্রে ডুব দেওয়া। মিলল মহম্মদ সামির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বিরাট কোহলির প্রণাম, রীতিকা-অনুষ্কার চুটিয়ে আড্ডা, সুনীল গাভাসকারের খুশির নাচের মতো অদেখা, ভালোলাগার দৃশ্য।

টিম হোটেলে ফিরেও উৎসব জারি। কেক কাটা, রাতভর পার্টি। পুরো টুর্নামেন্টে কোনও ম্যাচ না খেলা ঋষভ পন্থকে শ্যাম্পেনে ভাসিয়ে দিলেন বিরাট। বাদ ছিল না অর্শদীপের ভাংরা। সবমিলিয়ে গতবছর বার্বাডোজ আর গতকালের দুবাই মিলেমিশে একাকার।

বুর্জ খালিফার শহরে বিজয়পতাকা উড়িয়ে স্বপ্নের রাত উপহার দেওয়া দেশবাসীকে। এবার ঘরে ফেরার পালা। সোমবার সাতসকালেই যে যার মতো করে দুবাই থেকে নিজের শহরে ফিরলেন ক্রিকেটাররা। গিয়েছিলেন এক বিমানে। কিন্তু ফিরলেন নিজের শহরে পৃথক পৃথক বিমানে।

পরিবার নিয়ে অধিনায়ক রোহিতের গন্তব্য মুম্বই, কোচ গৌতম গম্ভীর ধরলেন দিল্লিগামী বিমান। দলের বাকিরা কেউ দুবাই থেকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের পথে। সামনেই আইপিএল। পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটিয়ে মেগা লিগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়ার তাড়া। সাতসকালেই হোটেল ছেড়ে বিমানবন্দরে চ্যাম্পিয়নরা।

দুই-একদিনের মধ্যেই অবশ্য ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ীরা একত্রিত হবেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ আমন্ত্রণ পেতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন রোহিত ব্রিগেড। নিজের বাসভবনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা দিতে চান বিজয়ীদের।

গতবছর টি২০ বিশ্বকাপের পর ট্রফি নিয়ে রোহিতরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে গতবার সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলকে। হুডখোলা গাড়িতে মুম্বইয়ে গণ অভ্যর্থনাও ছিল। তবে সামনে আইপিএল। ফলে বোর্ডের তরফে এখনই এরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের সম্ভাবনা নেই। এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পরে সময় বের করে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

এদিকে, আনন্দের আতিশয্যে সতীর্থ অক্ষর প্যাটেলের গালে আবার চুমু খেলেন হার্দিক। দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্প্রচার সংস্থার বিশেষ

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েই ঘুমোতে যান শুভমান গিল। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

রাতের পোশাক পরেও হার্দিক পাণ্ডিয়া হাতছাড়া করছেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

> হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

শোয়ে। সেখানে চাপের মুখে হার্দিকের দৃঢ় মানসিকতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অক্ষর। প্রত্যুত্তরে বন্ধু অক্ষরকে চুমু উপহার।

অক্ষর বলেছেন, 'হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।'

শ্যাম্পেনের উৎসব থেকে মহম্মদ সামি আবার দূরেই থাকলেন। বাকি সতীর্থদের মতো সামির পরিবারও ছিল দুবাইয়ে। ম্যাচ শেষে মাঠে দেখা যায় সামি-জননীকে। বিরাটের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তার ফাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতি মনে করিয়ে দিয়ে সামির মাকে প্রণাম করেন বিরাট। সামি-জননী আশীর্বাদ করেন কোহলিকে।

রোজা না করায় সামিকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ধর্মকে অবহেলা করার জন্য অপরাধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চলে। যদিও খেতাবি যুদ্ধের ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েই শ্যাম্পেন উৎসবে শামিল হননি। ট্রফি হাতে মঞ্চে শ্রেয়সদের শ্যাম্পেন ছেটানোর সময় দূরে থাকলেন। অনেক পরে মঞ্চে উঠলেন। পাছে গায়ে শ্যাম্পেনের ছিটে গায়ে লাগে।

গুরুদক্ষিণা বলছেন রোহিতের কোচ

চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের

দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।
-দীনেশ লাড

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : ২০২৪ সালের পর ২০২৫।

টানা দুটি আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। ছেলের যে সাফল্যে আবেগতাড়িত অক্ষর প্যাটেলের গোটা পরিবার। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন ভারতীয় দল বিজয়োৎসবে মাতোয়ারা, তখন চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের।

ম্যাচ শুরুর আগেই টিভির সামনে বসে পড়েছিলেন অক্ষরের বাবা-মা সহ গোটা পরিবার। জয়ের পর উৎসব শুরু। মিষ্টিমুখের পালা। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা চলে এসেছেন শুভেচ্ছা জানাতে। আবেগও বাঁধনহারা।

অক্ষরের বাবা রাজেশ প্যাটেল বলেছেন, 'ভারত জিতলে আমাদের গোটা পরিবার খুশিতে মেতে ওঠে। কারণ, ওই দলে আমার ছেলেও রয়েছে। গোটা দলের মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী প্রত্যেকের জন্য অনেক আশীর্বাদ রইল।'

ছেলের গর্বে গর্বিত মা প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, 'আজকের জয়ে এত খুশি হয়েছি যে, চোখের জল আটকাতেই পারছি না। ছেলে ভালো খেলেছে। গোটা দল দুর্দান্ত খেলল। যার ফল, ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরা।' অক্ষরের ভাই সনশীপ প্যাটেলের কথায়, গোটা পরিবার গতকাল থেকে উৎসবের মেজাজে। সবাই এসে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে।

রোহিত শর্মার ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের কাছে কালকের সাফল্য আরও একটা 'গুরুদক্ষিণা'। প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সকাল থেকেই বিভিন্ন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।'

অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালের সেরা

ক্রিকেটার	প্রতিযোগিতা	সাল
ক্লাইভ লয়েড	বিশ্বকাপ	১৯৭৫
রিকি পন্টিং	বিশ্বকাপ	২০০৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	বিশ্বকাপ	২০১১
রোহিত শর্মা	চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫

গত দুই বছরে ভারত চতুর্থ আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলল। এরমধ্যে দুইটিতে হার, দুইটিতে জয়। রোহিতের যে জোড়া সাফল্য দীনেশ লাডের কাছে গুরুদক্ষিণা।

হিটম্যানের অবসর নিয়ে সৌরভ

এত কথার কী আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : আপনি যে পেশাতেই থাকুন না কেন, সময়ের দাবি মেনে একদিন থামতে হবেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

কিন্তু কখন থামতে হবে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন। তাই অবসরের সিদ্ধান্তটা সবসময় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল রাতে অপরাজিত থেকে দুবাইয়ের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। দুর্দান্ত সাফল্যের পর প্রশংসার বন্যায় ভাসছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত, বিরাটদের বেশিরভাগই আজ দেশেও ফিরে এসেছেন। আর তার মধ্যেই চলছে ভারত অধিনায়ককে নিয়ে জল্পনা। ফাইনালের সেরা হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেতাব জেতানো রোহিত আর কতদিন খেলবেন? হিটম্যান এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না বলে স্পষ্ট করে দেওয়ার পরও তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। আজ সন্ধ্যায় রোহিত প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন সৌরভ। সমালোচকদের একহাত নিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই রোহিতের নিজস্ব। সেটা নিয়ে এত আলোচনার কোনও মানেই হয় না।'

> রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা রোহিতের নিজস্ব।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয়ের পরই সমাজমাধ্যমে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মহারাজ। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে ফের একইভাবে রোহিতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। ভারতের সাফল্যে তিনি একেবারেই অবাক নন বলে জানিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে এক সে বড়কর এক ক্রিকেটার রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতার পর রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাফল্যে একেবারেই অবাক নই আমি।' কেন এমন কথা বলছেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, 'উপমহাদেশে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে বা এমন কোনও জায়গায় যেখানে স্পিনারদের জন্য সাহায্য থাকবে, এমন জায়গায় লাল হোক বা সাদা, ভারতীয় দল সফল হবেই।' ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দুবাইয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-অধিনায়ক রোহিতের সাফল্যে একেবারেই অবাক নন মহারাজ। বিরাট কোহলিকে অতীত করে নিয়ে রোহিতকে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সৌরভই। আজ রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ক্রিকেটারের পাশে ভালো নেতাও। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সাফল্য ওর জন্য কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট। জানি না রোহিত আর কতদিন খেলবে। কিন্তু যতদিন খেলবে, ভারতীয় দলকে আরও সাফল্য এনে দেবে।'

সরে দাঁড়ালেন হ্যারি ব্রুক

আইপিএলের শুরুতে হয়তো নেই রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। কেএল রাহুলকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চলছে হইচই। তার মধ্যেই আজ দুবাই থেকে দেশে ফিরেছেন রাহুল। আপাতত পরিবারের সঙ্গেই কয়েকদিন সময় কাটাবেন তিনি। রাহুলের স্ত্রী আথিয়া সন্তানসম্ভবা। আইপিএলের শুরুতেই বাবা হতে চলেছেন কেএল। তাই দিল্লি ক্যাপিটালস দলের হয়ে আইপিএলের শুরুর দিকে অন্তত দুটি ম্যাচে রাহুলকে পাওয়া যাবে না বলে খবর। দিল্লি ক্যাপিটালস সূত্রেই এমন খবর মিলেছে আজ।

শুধু শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচেই নয়, আগামী ১৭ মার্চ থেকে ভাইজাগে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের একটি প্রস্তুতি শিবির হতে চলেছে। সেই প্রস্তুতি শিবিরেও রাহুল থাকছে না বলেই খবর। এসবের মধ্যেই ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রককে নিয়ে অশান্তির আঁচ রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে। আজ জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে আইপিএলে দিল্লির হয়ে খেলতে পারবেন না হ্যারি। আচমকা তাঁর আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তিনি শাস্তি পেতে পারেন। অন্তত দুই বছরের জন্য আইপিএলের আসর থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হতে পারে বলে খবর। শেষ মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের হয়েও একই কাণ্ড করেছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি সমাজমাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও তার জন্য শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা কম।

সেরা হয়েও যন্ত্রণায় রাচিন

দুবাই, ১০ মার্চ : টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারের তকমা।

সর্বাধিক রানের নজিরও তাঁর মুকুটে। যদিও ফাইনাল যুদ্ধে পরাজিতদের দলে। যা মনে নিতে পারছেন না রাচিন রবীন্দ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের তরুণ অলরাউন্ডার চেয়েছিলেন রোহিত শর্মা ব্রিগেডের পথে 'কাঁটা' বিছিয়ে দিতে।

ফাইনালের দ্বৈরথে শুরুটা দারুণভাবে করেও উত্তেজক ম্যাচে ট্রফি হাতছাড়া। যা যন্ত্রণা দিচ্ছে রাচিনকে। ম্যাচের পর বলেছেন, 'ফাইনালে হার এবং টুর্নামেন্ট সেরার শিরোপা--টক-ঝাল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হাতে রাচিন রবীন্দ্র।

অনুভূতি। ট্রফিটা জিততে পারলে দারুণ হত। আসলে ক্রিকেট কখনও কখনও এমন নির্মম হয়।'

হারলেও রাচিনের দাবি সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হয়েছে। ভারতকে এক ইঞ্চি ছাড়েননি তাঁরা। বলেছেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা। প্রতিটি ম্যাচে দলগত ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। ভারতও দারুণ খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ওদের অভিনন্দন।'

বোলিংয়ে পরিশ্রম করছেন। রাচিন বলেছেন, 'বোলিং করতে ভালোবাসি। মিচেল স্যান্টনার মজা করে বলে, আমি নেটে বোলিংয়ে নাকি সেভাবে মন দিচ্ছি না। বোলিংয়ে নজর দিতে হবে এবার। আমাদের সম্পদ টিমগেম। সিনিয়ার হোক বা জুনিয়ার, প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব বোঝে।'

হারলেও দলকে নিয়ে গর্বিত অধিনায়ক স্যান্টনার। বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রত্যেকেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে যোগ্য দলের কাছেই হেরেছি আমরা। ওরা খুব ভালো বল করেছে। ভারতীয় স্পিনারদের প্রশংসা করতেই হয়। প্রত্যেকেই বিশ্বমানের বোলার। পাওয়ার প্লে-তে পরপর উইকেট হারানো আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। ২০-২৫ রান কম করেছি আমরা।'

রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন রোহিতের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের কাছেই হার মেনেছেন তাঁরা। ঝুঁকি থাকলেও নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং থেকে সরে আসেনি রোহিত। রোহিতের দুর্দান্ত শুরুর হাত ধরে ওপেনিং জুটিতে ভারতের সেঞ্চুরি পারের পরই

রোহিতের কাছেই হার : স্যান্টনার

স্যান্টনার বুঝে যান, ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'এই উইকেটে বল প্রতি রান তোলা সহজ নয়। কিন্তু রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা সেটাই করে দেখাল। টুর্নামেন্টের আগে যদি রোহিতকে জিজ্ঞাসা করা হত, তাহলে ও বলত ফাইনালে সবথেকে বেশি রান করতে চায়। ওর ব্যাটিং বোলারদের মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিয়েছিল। ভালো বলেও ছক্কা মেরেছে। ওর ব্যাটিংই হারিয়ে দিল। ১১ জন নয়, একজনের কাছে হেরেছি আমরা।'

রোহিতকে ফেরানোর পর অবশ্য ম্যাচে ফিরে আসে নিউজিল্যান্ড। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়ারা সামাল না দিলে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারত। স্যান্টনার বলেছেন, 'বিশ্বাস ছিল, যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরে যেতে পারে। সেটাই হয়েছিল। রাচিনও বল হাতে নজর কাড়ল। অল্প বয়সেই পরিণত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে।'

ভাইরাল গাভাসকারের ডান্স-সেলিব্রেশন

পাকিস্তানেও জিতত ভারত : আক্রাম

দুবাই, ১০ মার্চ : সমালোচকদের চুপ করিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা।

গোটা টুর্নামেন্টে প্রতি বিভাগে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়েছে খেতাব জয়। উত্তেজক ফাইনালে যার সামনে শেষপর্যন্ত হার মানে নিউজিল্যান্ড। পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের মুখে যে দাপটের কথা। রোহিত ব্রিগেডের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রামের বিরাট-দাবি-ভারত যেখানেই খেলত, জিতত।

'দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার সুবিধা পেয়েছে', নিন্দুকদের যে দাবিকে নস্যাৎ করে আক্রামের পালটা দাবি, পাকিস্তানে খেললেও চ্যাম্পিয়ন হত ভারতই। পাক 'সুইং কিং' বলেন, 'বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই জিতত ভারত। দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক, সমালোচনা হয়েছে। তবে বাস্তব হল, ওরা যদি পাকিস্তানেও খেলত, তাও চ্যাম্পিয়ন হত।'

টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, পরপর দুই বছরে অপরাজিত থেকে আইসিসি ট্রফি জয়। আক্রাম যে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন, 'গতবছর কোনও ম্যাচ না হেরে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারই পুনরাবৃত্তি। যা বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা, ওদের লিডারশিপ দক্ষতা।'

পাক কিংবদন্তির মতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতা, শ্রীলঙ্কাকে গিয়েও হেরেছিল। নেতৃত্ব বদলের দাবি পর্যন্ত উঠছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দল, কোচ, অধিনায়কের পাশে থেকেছে। যার প্রতিফলন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

অজয় জাদেজার অবশ্য একটাই আক্ষেপ, জয়টা যদি লাহোরে আসত। প্রাক্তন তারকা বলেছেন, 'আমি ভারতীয়। সবসময় চাইব দলকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে। তবে আমার মতে, সাফল্যটা লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে আসলে আরও ভালো হত। সবার জন্যই ভালো হত।'

এদিকে, ম্যাচের পর রোহিতদের সাফল্যে

ভারতের খেতাব জয় নিশ্চিত হওয়ার পর মাঠের মধ্যেই নাচ সুনীল গাভাসকারের।

উচ্ছ্বসিত সুনীল গাভাসকারের 'নাচের ভিডিও' রীতিমতো ভাইরাল। বাচ্চাদের মতো নাচতে দেখা যায় কিংবদন্তিকে। আনন্দে কোমর দোলালেন, কে বলবে সত্তরের কোটায় ইতিমধ্যেই পা রেখেছেন!

সানির নাচ দেখে রীতিমতো অবাক সঞ্চালক মায়ান্তি ল্যাঙ্গারও। আপ্লুত হরভজন সিংরাও। কমেন্ট্রি বক্সে থাকা হরভজন বলেছেন, 'কারও উচিত নয় গাভাসকারজিকে আটকানো। এটা অসাধারণ মুহূর্ত। তাঁকে দেখে ক্রিকেট খেলতে শিখেছি আমরা। আমাদের সৌভাগ্য, এই সাফল্যের শরিক উনিও। আমাদের সঙ্গে উনিও আনন্দে মাতছেন।'

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ বাবু, শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।- কৌশিক, শিলিগুড়ি।

রবির কিরণে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(মার্ক, রবি)
পাঞ্জাব এফসি-২
(ভিদাল, মাজসেন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : ম্যাচের বয়স তখন ৬৬ মিনিট। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কার্লোস ফ্রাঙ্কা পাস বাড়ালেন রবি হাঁসদাকে। সেখান থেকে দুরন্ত শটে জাল কাঁপিয়ে দিলেন সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলস্কোরার। সন্তোষ জয়ের নায়ক রবির হাত ধরেই আইএসএলের শেষ ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটল মহমেডানের।

সোমবার রক্ষণের ভুলে ম্যাচের ৯ মিনিটে পুলগা ভিদাল ও ৫২ মিনিটে লুকা মাজসেন গোল করে পাঞ্জাবকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। সেখান থেকে মহমেডানকে ম্যাচে ফেরালেন দুই পরিবর্ত ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে সমারবাখ ও রবি। ৫৯ মিনিটে জটলার মধ্যে দিয়ে প্রথম গোলশোধ করেন মার্ক আন্দ্রে। মিনিট কয়েক পরে রবির গোল যেন শেষবেলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দেয় সাদা-কালো শিবিরকে। ম্যাচ ড্র হওয়ায় ২৪ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষে থেকেই প্রথম আইএসএল শেষ করেছে মহমেডান। এদিকে, এই ম্যাচ ড্র করায় ২৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এল পাঞ্জাব। ফলে কেরালা ব্লাস্টার্স নবম ও ইস্টবেঙ্গল দশম স্থানে নেমে গিয়েছে।

মহমেডান : পদম, আদিঙ্গা, জোহেরলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, কাশিমভ, মাফেলা, মাকান (বিকাশ), অমরজিৎ (মার্ক আন্দ্রে), মনবীর (রবি) ও ফ্রাঙ্কা (ইসরাফিল)।

সেমিফাইনালে ইসলামপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ইসলামপুর কলেজ। তৃতীয় কোয়ার্টার্র ফাইনালে তারা ৯৮ রানে উত্তরবঙ্গ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে হারিয়েছে। টসে হেরে সেন্ট জেভিয়ার্স ৩ উইকেটে ১৯৮ রান করে। অর্ক দাস ৬৭ বলে ১১১ রান করেন। অঙ্কুশ রায়ের অবদান ৫৩ রান। অপরূপ ঘোষ ২০ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে সেন্ট জেভিয়ার্স ৯ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৫ রান রাজদীপ দেবনাথের। রাহুল বিশ্বাস ১৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

আইআইএলএস-কে ৯ উইকেটে হারিয়ে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠল। টসে জিতে আইআইএলএস ১০.৩ ওভারে ২১ ওভারে গুটিয়ে যায়। ভাস্কর রায় ৮ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন স্বদেশ রায়ও (৪/২)। জবাবে এসি ২ ওভারে ১ উইকেটে ২৫ রান তুলে নেয়। ভাস্কর ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন। মঙ্গলবার এসি কলেজ মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি কলেজের।

প্রি-কোয়ার্টার্রে মৃগাঙ্ক-দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠেছেন রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, দেবব্রত বসু-জীবন দাস, শুভঙ্কর বসাক-শুভঙ্কর ঘোষ, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, মৃগাঙ্ক রায়-দিলীপ সাহা ও শুভাশিস সরকার-বাবুয়া ঘোষ।

তুর্কমেনিস্তানে প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার।

অনুশীলনে নিম্নমানের মাঠ ইস্টবেঙ্গলকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : অবশেষে অনুশীলনে নামতে পারলেও মাঠ দেখে বিরক্ত লাল-হলুদ শিবির। মূল স্টেডিয়ামের অবস্থাও তথৈবচ।

তবে এতটাই আতঙ্কিত দলের সদস্যরা যে এই বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে বাড়তি সমস্যা তৈরি করতে চাইছেন না তাঁরা। কলকাতা থেকে তুর্কমেনিস্তান দিন দুয়েক আগে পৌঁছেও লাভ হয়নি। পুরো একটা দিন নষ্ট হওয়ার পর এদিন অবশেষে ইস্টবেঙ্গলকে অনুশীলনের মাঠ দেয় আর্কাদাগ কর্তৃপক্ষ। যা আল্টিন আসিরের মূল স্টেডিয়াম। মাঠ হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও নিম্নমানের। ফলে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবু এদিন ম্যাচের সময় অনুযায়ী প্রায় বিকেল চারটে নাগাদ দল নিয়ে অনুশীলন করেন অস্কার ব্রুজোঁ। মূল মাঠে অনুশীলন করতে দেওয়া হয়নি। দল নিয়ে সেখানে হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি মেলায় খানিক ঘুরে দেখে গোটা দল। তবে এই মাঠের অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফলে চোট পাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকছেই। মূল স্টেডিয়াম অবশ্য হোটেলের কাছেই।

অনুশীলনের পর অবশ্য গোটা দল হোটেলেই থাকছে। এমনিতেই বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই। তবে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। যদিও পরিষেবা স্বাভাবিক নয়। রবিবার সকালে পৌঁছানোর পর ইস্টবেঙ্গল দলের প্রত্যেকের পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া হয়। যা সোমবার বারবার বলার পরও ফেরত দেওয়া হয়নি। হোটেলের বাইরে যাচ্ছেন না কেউই। কারণ শহরজুড়েই অন্ধকার। সেটা রাজনৈতিক কারণ নাকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নাকি অন্য কোনও কারণে, জানা নেই কারওই। তবে এরকম অভিজ্ঞতা আগে না থাকায় প্রত্যেকেই ভয় পাচ্ছেন। সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা এখন ম্যাচ খেলে কোনওরকমে ফিরে আসতে পারলেই যেন বাঁচেন।

যে দল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল সেই স্কোয়াডের ক্লেইটন সিলভা সহ বেশকিছু ফুটবলারের এদিন আর্কাদাগ পৌঁছানোর কথা বলে ইস্টবেঙ্গলের মিডিয়া ম্যানেজার জানিয়েছেন।

শিল্ড জয়ের আনন্দে নির্বাচনি হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবল দলের লিগ শিল্ড জয়ের পর্ব মিটতেই ক্লাবে নির্বাচনের দামামা।

এদিন শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাবে পতাকা উত্তোলন হওয়ার পাশাপাশি দেখা গেল ক্লাব চত্বরে নির্বাচনি আবহ। এদিন ছিল কার্যনির্বাহী সমিতির সভাও। এদিনের এই সভা ঘিরেই ক্লাবে প্রচুর মানুষের বা বলা ভালো, বিপক্ষ শিবিরের সমাগমও ছিল দেখার মতো। প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসেন এদিন ক্লাবের এই সাফল্যের অংশীদার হতে। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এদিন সিদ্ধান্ত হয়, ২০ মার্চ বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটির হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে বলে জানান ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ। তার আগে সেদিনই বিকেল চারটায় ক্লাব-মালিদের জন্য যে ঘরগুলি তৈরি হয়েছে তার উদ্বোধন করা হবে বলে জানালেন সচিব

দেবাশিসকে খোঁচা সৃঞ্জয়ের

দেবাশিস দত্ত, 'বহুদিন ধরেই ক্লাবের মালিদের থাকার ঘর নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। যেটা আগে কখনও হয়নি, সেটাই এই কমিটি করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আর এই কমিটির আমলে ক্লাবের ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি দল সাফল্য পেয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে আমাদের সঙ্গে ফুটবল দলের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সুন্দর সম্পর্কের জন্য। তিনি শুধুই বিনিয়োগকারী নন, ক্লাবের একজন শুভানুধ্যায়ীও।' পরে তিনি এবং ক্লাবের বাকি সদস্যরা শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করেন। সেখানে সদলবলে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন সচিব ও বর্তমানে ক্লাবের বিরোধীদের মুখ সৃঞ্জয় বসুকেও। তাঁদের তরফে সবুজ-মেরুন রসগোল্লা বিতরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর সৃঞ্জয় নিজে হাতে করে বর্তমান সচিবকে মিষ্টি খাওয়ালে সৌহার্দ্যের বাতাবরণও তৈরি হয়। নির্বাচনে সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, 'আপাতত সমঝোতার কোনও প্রস্তাব কোনওদিক থেকেই আসেনি। তাই আমরা নির্বাচনের কথাই ভাবছি। সদস্যরাও তাই চান। এরপর দেখা যাক।' তবে তিনি বর্তমান সচিবকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি, 'তিনি ক্রিকেট দলের পি সেন ট্রফি জয়ের কথা বলছেন অথচ সেই ট্রফিতে মোহনবাগান যুগ্মজয়ী হয়েছে ভবানীপুরের সঙ্গে। একটা ছোট দলকে কৃতিত্ব তিনি দিতে পারছেন না। তাছাড়া একটা সময়ে তিনিই বলেছিলেন, যে খেলা অলিম্পিকে নেই, সেটা মোহনবাগান খেলে না। সম্ভবত ওঁর কথা শুনেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ক্রিকেটকে অলিম্পিকে সংযুক্ত করার কথা ভেবেছে!' কুণালবাবু জানান, 'বিচারপতি অসীমকুমার রায়ই ২০ তারিখ জানাবেন, নির্বাচন পরিচালন কমিটিতে বাকি সদস্যরা কারা থাকবেন।' প্রসঙ্গত আগে ক্লাবের পাঠানো কিছু সদস্যের ব্যাপারে কয়েকটি সূত্র থেকে আপত্তি জানানোর জন্যই সম্ভবত বদল হতে চলেছে এই কমিটিতে। লিগ শিল্ড জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অভিনন্দন জানিয়েছেন মোহনবাগানকে।

e-Tender

e-Tender notice has been floated by the undersigned for 'Balance Painting work of New Building'. e-NIT No.: KGTM/eNIT/24-25/35 (1st Call) dated 08.03.2025. For details please visit http://wbtenders.gov.in / www.kgtm.in

Tender id : 2025_DHE_825268_1

Sd/- Principal
K.G.T. Mahavidyalaya
Bagdorga

CHAMPIONS ICC TROPHY 2025 • PAKISTAN

সেরা একাদশে বিরাট, শ্রেয়স

দুবাই, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করা ছাড়াও বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে ৫৪.৫ গড়ে এসেছে ২১৮ রান। যার পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আইসিসি-র সেরা একাদশে বিরাট জায়গা করে নিলেন। তিনি ছাড়াও ভারত থেকে আরও চারজন – শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, বরুণ চক্রবর্তী ও মহম্মদ সামির নাম আছে। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রাখা হয়েছে অক্ষর প্যাটেলকে। দুরন্ত ৭৬ রান করে রোহিত শর্মা ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হলেও তাঁকে দলে রাখেনি আইসিসি। মিচেল স্যান্টনারকে এই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। দলে নিউজিল্যান্ড থেকে রয়েছেন আরও তিনজন রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস ও ম্যাট হেনরি। একাদশের বাকি দুই সদস্য আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

আজ রাতে কলকাতায় পা রাহানে-রিঙ্কুদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। খেতাব জিতে দুবাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররাও দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেশে ফেরার মাঝেই আজ থেকে আরও প্রবলভাবে বাজতে শুরু করে দিয়েছে অষ্টাদশ আইপিএলের বাজনা।

কলকাতায় আইপিএল উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে হাজির হচ্ছেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিং সহ কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরশু ভোরে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন কেকেআরের বিদেশি তারকারা। জানা গিয়েছে, পরশু ভোরে দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণরাও পৌঁছে যাচ্ছেন কলকাতায়। বুধবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির শিবির শুরু হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে থাকা দুই ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা আগামীকাল কলকাতায় আসছেন না। তাঁদের ১৭ মার্চ কলকাতায় পৌঁছানোর কথা।

কাল আসছেন রাসেল, নারায়ণ

শেষবারের খেতাব জয়ী দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফলে ইডেনে ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে কেকেআরকে নিয়ে এবার উৎসাহ, উন্মাদনা আরও বেশি। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর সঙ্গেই তা কার্যত উড়ে গিয়েছে। টিকিটের দাম বাড়ার প্রভাব এখনও নেই। ইডেনে ২২ মার্চের আইপিএল বোধনের আসরেই রয়েছে মেগা ম্যাচ। বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এবার আইপিএল অভিযান শুরু করছে রাহানের কেকেআর। তার আগে আজ মুম্বই থেকে নাইটদের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের হাজির হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

WOMEN'S PREMIER LEAGUE

ডব্লিউপিএলের সমাপ্তিতে পারফর্ম করবেন নোরা

মুম্বই, ১০ মার্চ : মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন নোরা ফাতেহি। আগামী শনিবার মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নোরা ছাড়াও পারফর্ম করবেন মরক্কান সংগীতশিল্পী ফ্রেঞ্চ মন্টানা, মিশরীয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা মহম্মদ রামাদান, মার্কিন সংগীতশিল্পী জেসমিন স্যাডলাস, ডিজে শ্যাডো।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আগামী ১৩ই মার্চ আমাদের সকলের প্রিয় **কাজল রায় (ছোট্টু)**র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে নিজ বাসভবনে। সমস্ত শ্মশানবন্ধু ও পরিচিতদের অনুরোধ করছি আপনারা সেদিন উপস্থিত থেকে কাজলের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবেন। ইতি, **শোকার্ত পরিবারবর্গ**, সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-৩২।

HUMAIPUR PRAKASH FOUNDATION
Lucky Coupon Draw-2025
RESULT
1st: 8690, 2nd: 2411, 3rd: 6603, 4th: 1395, 5th: 3755, 6th: 4621, 7th 8739, 8th: 8791, 9th: 9239, 10th: 1192, 11th: 8667, 12th: 7750.
Consolation Prize (Electric Iron), Last 3 digit: 672, 456.
Consolation Prize (Tiffin Box), Last 2 digit: 05

রাফিনহার হাতে ব্যালন ডি'অর দেখছেন ফ্লিক

বেকারের আশায় মাঠে নামতে নারাজ রবার্টসন

বার্সেলোনা ও লিভারপুল, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মায়াবী রাত জন্ম দেয় শত নতুন তারার। সমর্থকদের হৃদয়ে কারও প্রতিষ্ঠা হয় নতুন করে। কেউ আবার থেকে যান মেঘের আড়ালে।

গত সপ্তাহের তিন নায়ক লিভারপুলের গোলকিপার অ্যালিসন বেকার, বার্সেলোনা কিপার ওজসিয়েচ সেজনি এবং বায়ার্নের হ্যারি কেন মঙ্গলবার রাতে আবার নামছেন শেষ আটের লক্ষ্যে। অ্যালিসনের লিভারপুল এবং সেজনির বার্সা এগিয়ে ১ গোলের ব্যাবধানে। অন্যদিকে, কেনের বায়ার্ন কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায়। তারা এগিয়ে ৩-০ গোলে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম **বেনফিকা**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
ইন্টার মিলান বনাম **ফেনুর্দ**
লিভারপুল বনাম **প্যারিস সাঁ জাঁ**
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ঘরের মাঠে বেনফিকার বিরুদ্ধে নামার আগে শোকাহত বার্সা শিবির। শনিবার লা লিগায় ওসাসুনা ম্যাচের আগে দলের ডাক্তার কার্লেস মিনারো গার্সিয়ার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে টিম হোটেলেই। যে কারণে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ম্যাচ স্থগিত করা হয়।

সোমবার প্র্যাকটিসের আগে সাংবাদিক বৈঠকে নীরবতা পালনের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কার্লেস মানুষ হিসেবে যেমন অসাধারণ ছিল, তেমন ডাক্তার হিসেবেও। আমাদের সাফল্যে ওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওর জন্যই আমরা ম্যাচটা জিততে চাই।' আর সেই ম্যাচ জিততে প্রথম লেগের দুই নায়ক সেজনি ও রাফিনহার প্রশংসা উঠে এল ফ্লিকের মুখে, 'সেজনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ওর বরফ-শীতল মানসিকতা আমাদের কাজে এসেছে। রাফিনহার অসম্ভব গোল খিদে। অবশ্যই ব্যালন ডি'অর জেতার অন্যতম দাবিদার ও। ওর খেলা দেখার আনন্দই আলাদা।'

অন্যদিকে, প্রথম লেগে অ্যালিসনের অতিমানবীয় পারফরমেন্সে প্যারিস থেকে ম্যাচ জিতে ফেরে লিভারপুল। ৯ সেভের সেই ম্যাচকে 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান কিপার। তবে অ্যান্ড্রু

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকা ম্যাচের প্রস্তুতিতে বার্সেলোনার স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

রবার্টসন সতীর্থ অ্যালিসনকে আরও এক 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' খেলার সুযোগ দিতে চান না। তাঁর মন্তব্য, 'কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে। গত ম্যাচের মতো অ্যালিসন জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ খেলে আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, এই আশায় থাকলে হবে না।'

ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগ নতুন কোনও তারকার জন্ম দেয় কি না সেই আশায় রাত জাগবেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা বিপ্লব রায় - কে 30.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96G 34890 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমার জন্য এক স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত ছিল। আমি ডিয়ার লটারির অসংখ্য বিজয়ীদের দেখেছিলাম এবং আমি একজন কোটিপতি হতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম এবং এখন এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন ৩৪ নম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : দাদাভাই ক্লাবের মাঠে পুরনিগমের চার নম্বর বোরো কমিটির ১০ দলীয় লিগ কাম নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড। রানার্স হয়েছে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড। ফেয়ার প্লে ট্রফি ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড পেয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী প্রমুখ। পুরস্কার তুলে দেন চার নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা, কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী, সাথী দাস, বিমান তপাদার, দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী প্রমুখ।

জয়ী স্যাফায়ার্স

মালবাজার, ১০ মার্চ : সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার এসটি ব্রাদার্স ৪ উইকেটে রিভেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রিভেঞ্জার্স ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। জবাবে এসটি ১১.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়।